ভবানীর মঠ।

উপন্যাস।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

কলিকাতা,

৫০।১ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রচার" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৪।

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

ভবানীর মঠ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

MOHEARY PUBLIC LIB
মহীয়াড়ি
সাধারণপুস্তকালয়
সন ১২৯৩
EST. 1886

বগুড়া জেলার দক্ষিণ ভাগে দীর্ঘায়তন স্থান ব্যাপিয়া শার্দ্দূল-নিনাদ-মুখরিত শ্যামল বন-বিটপিরাজি বিরাজিত এক জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলের দক্ষিণে খরস্রোতা স্বচ্ছতোয়া করতোয়া নদী—নদীর উভয় কূলে শ্বেত মর্ম্মর নিভ স্বচ্ছ বালুকা শয্যা।

একদা আশ্বিন মাসের শরৎকৌমুদী-বিধৌত প্রশান্ত নিশীথে সেই নদীকূলে বসিয়া এক সন্ন্যাসী স্বর-লয়-সংযোগে স্তব-গাথা গাইতে ছিলেন।

উত্তরে—করতোয়া-তীর-সমাশ্রিত রাজমহল নামক নগর। নগরে রাজা বিজয়চাঁদ বাহাদুরের রাজ প্রাসাদ। নগরে বহু-লোকের বসতি। কিন্তু জঙ্গুলে দেশ—নগরের মধ্যেও সর্ব্বত্রই প্রায় তরু গুল্মলতা স্বচ্ছন্দবনজাত স্বাভাবিক শোভা বিকাশ করিয়া সগৌরবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার করিতেছিল। তখনও

সেই নগরের মধ্য হইতে প্রোজ্জ্বল দীপশিখা সকল নামিয়া আসিয়া নদীর নীলজলে পড়িয়া নীল আকাশে শত চন্দ্রের শোভা ধারণ করিতেছিল।

সন্ন্যাসী সুর-লয়-সংযোগে স্তব-গাথা গাহিতেছিলেন :—

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা
ন পুত্রোন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্ম্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখ ভীরো
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গরজ্জুপ্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রং।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥

যুবতী সে কথার কোন উত্তর করিল না,—ঈষদ্ধাস্য করিল মাত্র।

যুবতী মহারাজা বিজয়চাঁদ বাহাদুরের কন্যা, ভবানী। ভবানী বালবিধবা। কিন্তু কঠোর ব্রহ্মচর্য্যায় তাহার অপ্সরা রূপরাশি মলিন না হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভবানীর পরিধানে শুক্লাম্বর—মস্তকের কেশপাশ মুক্ত, আজানু লম্বিত।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"বাড়ী হইতে কতক্ষণ বাহির হইয়াছ?"

ভ। অনেকক্ষণ। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইলে।

স। কতদূর গিয়াছিলে?

ভ। আর কতদূর যাইব,—সেই ঝাপাঘাটার শ্মশানে।

স। শ্মশানে গিয়া কি কর মা?

ভ। কিছু না। আমি কি করিতে জানি? মেয়ে মানুষ—মন্ত্র তন্ত্র যোগ যাগ কিছু ত জানি না। কেবল দেখিতে যাই।

স। কি দেখ? শ্মশান তোমার এত প্রিয় কেন মা?

ভ। তা জানি না বাবা, শ্মশান আমার এত প্রিয় কেন! কিন্তু জগতে যাহা কিছু দেখিবার জিনিষ আছে,—তার মধ্যে শ্মশান দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে। শ্মশান দেখিয়া আমি যত পরিতৃপ্তি লাভ করি, এত আর কিছুতেই নয়।

স। কিন্তু উহাতে বিপদ্ আছে?

ভ। কি বিপদ্ বাবা?

স। শ্মশানে ভূত-প্রেত থাকে।

ভ। আমি সে সঙ্গ ভালবাসি। যাহারা সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে—যাহারা ইহলোক-পরলোক বুঝিতে

এবং পরম পুরুষ বিষ্ণু নিজ চক্র দ্বারা সেই দেহ ক্রমে ক্রমে বায়ান্ন খণ্ডে বিভক্ত করেন, ক্রমে ক্রমে ঐ বায়ান্ন খণ্ড বায়ান্ন স্থানে পতিত হয়,—তাহারই একখণ্ড এই স্থানে পতিত হইয়া এই প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ইহা মহাপীঠ এবং মহাশক্তির অঙ্গপ্রস্তরে শোভিত। যেখানে মহাকালী, সেই স্থানেই মহাকাল। এখানেও এক মহাকাল বিদ্যমান। এখানে দেবীর বামতন্ত্র পড়িয়াছিল,—দেবী অপর্ণা, বামন ভৈরব।

সন্ন্যাসীর নাম কালিকানন্দ স্বামী। স্বামীজি এই পীঠের আবিষ্কর্ত্তা। কত দিন হইতে তিনি এখানে অবস্থান করিতেছেন, সে দেশের লোক কেহই তাহা বলিতে পারিত না। বৃদ্ধগণও তাঁহার আদি সংবাদ অবগত ছিল না। কালিকানন্দের আর একজন শিষ্য সেখানে বাস করিত, তাহার নাম ভৈরবানন্দ।

সকলের বিশ্বাস কালিকানন্দ বাক্‌সিদ্ধ। যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই সিদ্ধি হইত। অনেকের বিশ্বাস, তিনিই ভৈরব—মানুষরূপে দেবীর সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন। অনেকের বিশ্বাস, তিনি অজর, অমর ও পুরাণ পুরুষ। কিন্তু কালিকানন্দ বলিতেন,—মায়ের প্রসাদে—যোগের ঐশ্বর্য্যে তিনি দীর্ঘজীবী মাত্র।

মহারাজা বিজয়চাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে এই দেবীর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন,—সন্ন্যাসী তাঁহাদের কুলগুরু। তাঁহাদের কুলগ্রন্থে জানা যায়, তাঁহাদের আদিপুরুষ এই সন্ন্যাসী কালিকানন্দেরই শিষ্য। মাতৃ-পূজার্থে অর্থ-সংগ্রহজন্য তাঁহাকে রাজা করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদের বংশপরম্পরায় গুরুত্ব কার্য্য করিতেছেন। সন্ন্যাসীর প্রভাবে,—মাতৃ-কৃপায়, কোন শত্রুই তাঁহাদিগের সহিত

ভবানী কি চিন্তা করিল,—অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তারপরে বলিল,—"আপনি যাহা বলেন, তাহা করাই আমি ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করি। আপনার আজ্ঞা পালন করিব। কিন্তু আপনি কি আমার ভবিষ্যৎ মন্দ বলিয়া জানিয়াছেন?

স। সে কথা কেন?

ভ। এতদিন পরে পুনঃ পুনঃ ভয় দেখাইতেছেন কেন?

স। পূর্ব্বেও তোমাকে অনেক দিন একথা বলিয়াছি।

ভ। কিন্তু এমন করিয়া বলেন নাই। এমন নির্ব্বন্ধাতিসারে নিষেধ করেন নাই। যাই হোক্, আমি ভবিষ্যতের ভাবনায় ভীতা নহি—মা অপর্ণা দেবীই আমার ভরসা।

স। এখন একথা পুনঃ পুনঃ বলিবার আরও এক কারণ আছে।

ভ। সে কারণ, কি, ঠাকুর?

স। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, দিল্লীর বাদসাহ ঔরঙ্গজেব তোমার পিতার রাজ্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভ। হাঁ, তাহা শুনিয়াছি।

স। মুসলমানের চর এখন দেশের সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছে,—এসময় সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ রমণীদিগের আরও সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

ভ। তাহারা রাজ্যলোভী,—রাজ্যের উপরেই তাহাদিগের নজর—রমণীর কি? তাহাদিগের গুপ্তচর রাজ্যের প্রজার অবস্থা, সৈন্যের অবস্থা, নগর, তোরণ, প্রাকার, দুর্গ প্রভৃতির অবস্থা ও ছিদ্রানুসন্ধানই করিবে—রমণীর অনুসন্ধান করিবে না।

স। মুসলমান বাদসাহগণের সৌন্দর্য্য-পিপাসা—ইন্দ্রিয়-

নৌকা রাজবাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল, ভবানী ও তাহার সঙ্গিনী উভয়ে তীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের পথে রাজবাড়ী প্রবেশ করিতে যাইতে ছিল, সহসা তাহাদের সম্মুখে এক বীরপুরুষ আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

ভবানীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল বর্ণমাধুরিমা দেখিয়া সে বীরহৃদয় টলিয়া উঠিল। বলিল,—"আপনি কে?"

ভ। আগে তোমার পরিচয় দাও।

বী। আমি মহারাজা বিজয়চাঁদের জনৈক সৈনিক। আমার নাম গণেশলাল। মুসলমানের সিপাহী সকল মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে,—মুসলমানের গুপ্তচর সকল নগরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে—কখন্ কোন্ ছলে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সেই আশঙ্কায় মহারাজের আদেশে তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী সকল পুরোদ্বার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে;—আমিও তাহার একজন।

গণেশলাল বয়সে নবীন—জাতিতে ক্ষত্রিয়।

ভবানী বলিল,—"আমি রাজকন্যা ভবানী। আমাকে দ্বার ছাড়িয়া দাও, আমি অন্দরে গমন করিব।"

গণেশের হৃদয় সে রূপ দেখিয়া উল্লাসিত হইল। কুক্ষণে সেই অতুলনীয় রূপের ফলিত-জ্যোতি চকিতের ন্যায় সে পাপ চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। গণেশ আত্মসংযম করিয়া বলিল,—"আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও চক্ষে দেখি নাই। আপনার ছিদ্রহীন রূপের কথাও লোকমুখে শুনিয়াছি,—আ'জ নয়ন সার্থক হইল, কিন্তু রাজকীয় নিদর্শন দর্শন করিতে না পাইলে,

ভবানী চলিয়া গেল,—কিন্তু সে মহিমাময় অপার্থিব রূপরাশি গণেশের হৃদয়ে ফুটিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—অমন রূপ কি ভোগ্যবস্তু নহে! চেষ্টা করিলে—প্রাণ দিলে কি ঐ রূপ হৃদয়ে ধারণ করা যায় না?

আমার বাহুতে বল আছে, হৃদয়ে ধৈর্য্য আছে, প্রাণে সাহস আছে,—এ সকলের বিনিময়েও ভবানী লাভ করা যায় না? যদি না যায়, তবে এজীবন বহনে ফল কি? যে ভবানীর রূপ দেখিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিল, তাহার জীবন ধারণ করাই বৃথা!

গণেশ স্থির করিল, প্রাণ দিয়াও যদি ভবানীকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহাও করিব। ভবানীকে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেও যতক্ষণ জীবন থাকিবে, ততক্ষণ তাহাতে চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিতে করিতে জীবন যায়,—তাহাও করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহারাজা বিজয়চাঁদের পূর্ব্বপুরুষ পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এই ঘন জঙ্গলে এক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লোকে বলে, সেই সন্ন্যাসী কালিকানন্দ ঠাকুর—কালিকানন্দ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 'হাঁ কি না' কোন উত্তরই

ছিন্নীনুস ক.

হইল, কিন্তু ক এ দেশের রাজা করেন। রাজ্যের আয়

ছাগল ও মহিষ প্রেরিত হইবে,—ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা করিবেন। আর ত্রিজগতে ভয়-হারিণী মায়ের নিকটে অভয় প্রার্থনা করিবেন।

সন্ন্যাসী স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা তখন অর্পণা পূজার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আরও বহু সহস্র সৈন্য যথোপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদি-সহ বগুড়ার উত্তর পথ ঘুরিয়া মুসলমান সৈন্য-দলনার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং নিজে কতকগুলি সাহসী সৈনিকপুরুষের সহিত পুরী মধ্যে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তবে নগর মধ্যে সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প সংখ্যায় ছিল,—কেন না, বীরবহুল মুসলমান-সৈন্যগণকে উত্তর দক্ষিণ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল। নগরে পাঁচ সহস্রের অধিক সৈনিক, এবং দশ বারটির অধিক কামান ছিল না। গণেশলাল নগর মধ্যেই ছিল।

বগুড়ার পথে প্রথম দলের সহিত মুসলমান-সৈন্যের প্রথম সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলের রণভেরী বাজিয়া উঠিল,—উভয় দলের কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়া অনল উদ্গীরণ করিল,—উভয় দলের অসি, তরবারি, শূল, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র উত্থিত পতিত হইল—উভয় দলের বীরের হুহুঙ্কারে, অশ্বের হ্রেসারবে, গজের বৃংহতিতে, কামান বন্দুকের গম্ভীর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তুমল যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য সম-সংখ্যক হইলেও মুসলমান যোদ্ধাগণ রণপণ্ডিত—আর বিজয়চাঁদের সৈন্যগণ অশিক্ষিত—কাজেই তাহারা পরাজিত হইতে আরম্ভ ছিন্নভিন্ন। তাহাদের ভীমবেগ ইহাদিগের অসহ্য হইয়া জঙ্গলে,—

স। নগরে কত সৈন্য আছে ঠিক জানা যায় নাই,—সৈন্যগণও আজিকার ভীষণ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে। আমার বিবেচনায় আজিই উত্তম অবসর। আমাদের গুপ্তচর বলিয়াছিল, রাজার সৈন্যসংখ্যা কুড়ি হাজারের উপরে নহে। তাহার পনর ষোল হাজার দুই দিক্ দিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,—নগরে চারি পাঁচ হাজারের অধিক সৈন্য নাই।

স। তবে কি আ'জই নগর আক্রমণ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন?

সে। হাঁ, আমি সেই বিচেনাই ভাল জ্ঞান করি। এখনও সন্ধ্যা হইতে অনেক বিলম্ব। শোনা গিয়াছে, এখান হইতে নগর তিন চারি ক্রোশের অধিক হইবে না। দ্রুত গতিতে গমন করিলে আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগরে উপস্থিত হইতে পারিব—এবং সন্ধ্যার ঘন-তমসাচ্ছাদিত নগরে কামানের আগুণে আলোক জ্বালিয়া দিব।

তখন তাহাই স্থিরীকৃত হইল। সেনাপতি সরফরাজ খাঁর আজ্ঞায় সেখান হইতে বস্ত্রাবাস উঠিল,—হস্ত্যশ্ব কামান বন্দুক পদাতি প্রভৃতি সকলেই দ্রুততর গমনে রাজমহল অভিমুখে ধাবিত হইল।

ঠিক্ সন্ধ্যাকালে মুসলমান অনীকিনী নগরের সিংহদ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র কামানে অগ্নিসংযোগ করিয়া মহারাজ বিজয়চাঁদকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল।

মহারাজা পূর্ব্বেই পরাজয় বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন,—সিংহদ্বারে পাঁচটি কামান সর্ব্বদা তাহাদের বিশাল বদন

ব্যাদান করিয়া পড়িয়া থাকিত,—সময় বুঝিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল। ভীষণ বেগে অগ্নিময় লৌহপিণ্ড সকল মুসলমান-সৈন্য মধ্যে পতিত হইতে লাগিল। মুসলমান-গণও কামানের উপরে কামান দাগিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

রাজমহল সুদৃঢ় দুর্গে রক্ষিত ছিল না। মৃৎপ্রাচীরে দুর্গের কাজ করিত। মৃৎপ্রাচীরেই সিংহদ্বার—মৃৎপ্রাচীরেই তোরণ দ্বার।

মুসলমানের গোলায় সে মৃৎপ্রাচীর অধিকক্ষণ টিকিল না। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত গোলাবৃষ্টি করিয়া মুসলমানেরা সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া নগরের মধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। মুসলমান-বিক্রম তখন ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত—মুসলমানের বীর-বিক্রমে তখন সকল দেশবাসীই সন্ত্রাসিত। সেই মুসলমান-সৈন্য নগরের সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়াছে,—আর কয়েক দণ্ডের মধ্যেই তাহারা নগরে প্রবেশ করিবে,- এই সংবাদ শীঘ্রই নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তখন নগরবাসী বিপদের কোলাহল তুলিয়া আপন আপন ধন মান ও স্ত্রী-পুত্র রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গৃহে গৃহে কোলাহল- গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ।

বিজয়চাঁদ প্রমাদ গণিলেন। প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ যুদ্ধার্থে বাহিরে গমন করিয়াছেন,- সৈন্য সংখ্যাও নগরে নিতান্ত কমিয়াছে। এতক্ষণ প্রাণপণ করিয়াও মুসলমান-সৈন্যের গতি রোধ করা গেল না—নগরের দ্বার মুক্ত হইয়াছে—শীঘ্রই

আমি চকিতে চাহিয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিযাছিলাম—মেঘের কোলে মহামেঘপ্রভায যেন এক ষোড়শী আবির্ভূতা হইলেন,—তিনি নামিযা আসিয়া মুসলমান-সৈন্য দলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বামকরে কৃপাণ—দক্ষিণ করে অভয়।

মহারাজা বিজযচাঁদ সে কথা শুনিয়া পুলকপূর্ণদেহে গদ্গদ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"মা মা, অপর্ণে! দাসের কথা মনে কি ছিল মা? গণেশলাল, তুমি ধন্য, কেন না, সে রূপ দেখিতে পাইয়াছ। আমিও কৃতার্থ হইয়াছি—মা তাঁহার দীন সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া বিপদে ত্রাণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমাব সৈন্যগণকে বিশ্রামের আদেশ প্রদান করিয়া তুমিও বিশ্রাম কর গে। কিন্তু সাবধান ও সতর্কতার সহিত অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিও। মুসলমানগণ পুনরাক্রমণ করিতে পারে।"

গ। সেজন্য আপনার বিন্দুমাত্রও চিন্তা নাই। আমরা মহাশক্তি-কর্ত্তৃক রক্ষিত—আমাদের কোন ভয় নাই।

যুদ্ধশ্রান্ত রাজা বিজয়চাঁদ গণেশলালের উপবে সৈন্য ও নগরের ভার অর্পণ করিযা রাজান্তঃপুরে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে যে সকল রাজসৈন্য মুসলমান-সমরে পরাভূত হইয়া বনে জঙ্গলে পলাইযা গিয়াছিল, তাহারা সমবেত হইয়া একত্রে আসিযা মুসলমানগণের উপরে ভীষণ বিক্রমে আপতিত হইল।

পূর্ব্ব রাত্রের ঝড়জলে মুসলমানগণের সুবিপুল ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাদিগের অনাচ্ছাদিত বারুদের গাড়ী ভিজিয়া সমস্ত বারুদ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল,—বহুসংখ্যক পদাতি গড়ের জলে ও বিপক্ষের গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিল। কয়েকটি কামান গড়ের

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাজা বিজয়চাঁদ সপরিবারে অপর্ণাদেবীর জঙ্গলে তাঁহার পূজোৎসব করিতে গমন করিলেন। গণেশলাল প্রভৃতি বিজয়ী সৈনিকগণ, অনেক দাসদাসী, বহু পাত্রমিত্র সপরিবারে—স্ত্রী কন্যা পুত্র লইয়া অপর্ণাদেবীর জঙ্গলে গমন করিলেন।

সন্ন্যাসী কালিকানন্দ ঠাকুর মায়ের পূজা করিতেছেন,—মহারাজা বিজয়চাঁদ পাত্রমিত্র লইয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়াছেন। অপর পার্শ্বে রাণী শৈলেশ্বরী, কন্যা ভবানী ও অপরাপর যোষিৎবর্গে সমাবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে ঢাক ঢোল সানাইয়ের উচ্চ বাজনা—ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল পুড়িয়া পুড়িয়া সুগন্ধি বিস্তার করিতেছে। কালিকানন্দ ঠাকুরের দক্ষিণে-বামে বহু-উপচার-সমন্বিত নৈবেদ্য রাশি সজ্জীকৃত;—বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প-রাশি স্তূপীকৃত রহিয়াছে। যূপকাষ্ঠে ছাগ মেষ মহিষ বলির জন্য বাঁধা রহিয়াছে। লোহিত শ্বেতপতাকা সমূহ চারিদিকে পতপত শব্দে উড্ডীন হইতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ—সকলেই নীরব। সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীপূজা দর্শন করিতেছেন। সকলেই বিষয়-বাসনা কাম-কামনা ভুলিয়া দেবীপূজা দর্শন করিতেছিলেন।

গণেশলাল কিন্তু অনন্যচিত্তে পূজা দর্শন করিতে পারিতেছিল না। সে কাম-কটাক্ষে এক একবার রাজকুমারী ভবানীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখের দিকে চাহিতেছিল। ভবানী কিন্তু একবারও অন্যদিকে চাহিতেছে না,—তাহার চক্ষু দেবী-দিকে। গণেশলাল

সে রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইতেছিল। তাহার হৃদয়ে সে রূপরাশি প্রবেশ করিয়া প্রবলরূপে দহন করিতেছিল।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল,—ক্রমে ছাগ মেষ মহিষ বলি হইয়া গেল—ক্রমে হোমানল জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গেল,—ক্রমে পূজা শেষ হইল। তখন আহারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। অন্নপূর্ণাদেবীর জঙ্গলে রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচ প্রভেদ ছিল না,—ধনী-নিধন, রোগী নিরোগী বিভেদ ছিল না—স্ত্রী-পুরুষে পার্থক্য ছিল না। ভোগের প্রসাদ, পাতা পাতিয়া সকলে মিলিয়া আহার করিলেন। তারপরে কালিকানন্দ ঠাকুরের আদেশে—সকলে সেই বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী ভবানী স্বভাব-স্বচ্ছন্দ-বনজাত বিহঙ্গিনীর মত অনেকটা স্বাধীনভাবে বিবরণ করিত। সে বড় কাহারও সঙ্গে মিলিত না—কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগিত না। সে পিতৃ-গুরু কালিকানন্দ ঠাকুরের নিকট সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিত,—আর সময়ে একাকিনী উদ্যানে—কাননে, শ্মশানে, দেবী-জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এখনকার বাঙ্গালী পাঠক ভবানীর এরূপ ব্যবহার অমার্জ্জনীয় বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু সাধীন হিন্দু রাজার কন্যা, এখনকার চেয়ে তখন অন্যরূপ ছিলেন,—বিশেষতঃ রাজা বিজয়চাঁদ পশ্চিম দেশীয় ক্ষত্রিয়,—পশ্চিম দেশের আচার-ব্যবহারে তিনি অনুপ্রাণিত, কাজেই তাঁহার সংসারে কিঞ্চিৎ স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল।

ভবানী ও তাহার এক সখী—একটা বনতরু-তলে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছিল। তাহার সখীর নাম অম্বিকা।

কথার কথায় অম্বিকা বলিল,—"তবে মরিয়া গেলে মানুষ

সব রমণীই কি সুখী? আর বিধবারা বুঝি সব অসুখী? সুখ আর দুঃখের পার্থক্য না জানিলে স্থূল বুদ্ধিতে ঐরূপই বোঝা যায়।

অ। সুখ দুঃখ তবে কি?

ভ। সুখ-দুঃখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ—তাহা আত্মার নহে। মন ইন্দ্রিয়ের রাজা—মনেই সুখ-দুঃখ অনুভূত হয়। ইচ্ছাদিও মনোধর্ম্ম। বিষয় সংযোগের অনন্তর ঐ সকল মনোধর্ম্ম বিকশিত হয় মাত্র।

অ। হয় হউক সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম—তথাপিও মনে সুখ হয়।

ভ। সুখ হইলেই দুঃখ হয়,—আলো আসিলেই অন্ধকার আসে। জীবন হইলেই মরণ আছে। আত্মাকে প্রকৃতির বাহু-বন্ধনবিমুক্ত করিতে পারিলেই যখন মুক্তি—তখন প্রাকৃতিক বিষয়ে যত লিপ্ত হওয়া যায়, ততই দুঃখ। দাম্পত্য ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা সাধন করা—সাধনে একাগ্রতা চাই,—দিনে দিনে নূতন নূতন পতি কাড়িলে কি সে একাগ্রতা লাভ হইতে পারে?

অ। যে দেশে পত্যন্তর গ্রহণ প্রথা আছে, সে দেশে তবে কি প্রেম হয় না?

ভ। না সেখানে প্রণয় পাশবধর্ম্মী। আমাদের দেশেও আগে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। যখন সকলে বুঝিতে পারিল,—ইহাতে আত্মার উন্নতি নাই, অবনতি; তখন এ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল। অন্যান্য যে দেশে এখনও এ প্রথা প্রচলিত আছে,—সময়ে সে দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষায়

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রবেশ লইয়া আমার সঙ্গে অনেক কথা হইয়াছিল।

ভ। হাঁ, স্মরণ হইয়াছে। তুমি কি আমার নিকটে সেই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাহ?

গ। আপনি সৌন্দর্য্যের রাণী—গুণের প্রতিমা। আপনার নিকটে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

ভ। না না, ক্ষমার মত তাহাতে কিছুই নাই। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালনই করিয়াছিলে। তোমার নাম কি?

গ। আমার নাম গণেশলাল।

ভ। গণেশলাল,—তুমিই কি মুসলমান-সেনার গতিরোধ করিয়াছিলে? তোমারই বীর-বাহুর প্রতাপে কি মুসলমান-সৈন্যগণ দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে?

গ। হাঁ, রাজকুমারী,—আমিই ঐসকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।

ভ। তুমি প্রভুভক্ত বীর,—রাজমহলের সমগ্র নরনারী তোমার বীরত্বের প্রশংসা করিতেছে।

গ। আমি আপনার প্রশংসা লাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

ভবানী তীব্র কটাক্ষে তাহার সঙ্গিনী অম্বিকার দিকে চাহিল। অম্বিকা সে চাহনীর অর্থ বুঝিল। বুঝিল, ভবানী গণেশলালের একথার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। কথাটা বুঝি গণেশলাল ভাল ভাবিয়া বলে নাই। অম্বিকা বলিল,—"বীরবর, আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?"

গ। আমি এই দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা কি তাহাতে বিরক্ত হইয়াছেন?

অ। বিরক্ত হই নাই, তবে আর আপনার এখানে থাকিবার কোন প্রয়োজন বুঝি না।

গ। আমি এখনই যাইতেছি। কিন্তু একটি কথা বলিতে চাহি।

অ। কি কথা?

গ। রাজকুমারী যদি অভয় দান করেন, তবে বলিতে পারি।

ভবানী অধিকতর বিরক্ত হইল। বলিল,—"আমরা সখীদ্বয়ে এই নির্জ্জনস্থানে বসিয়া গল্প করিতেছি, এস্থানে তুমি কেন আসিলে? যদি আসিয়াছ, আমাদের সহিত এতকথা কেন কহিতেছ,—চলিয়া যাও। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাহি না। যদি বলিবার থাকে, যখন আমি পিতা-মাতার নিকটে থাকিব, তখন বলিও।"

গ। সেকথা নিভৃতে বলিতে হইবে।

ভ। তোমার অভিপ্রায় মন্দ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। তুমি আমার পিতার অনেক কাজ করিয়াছ, তাই ক্ষমা করিলাম। আমি তোমার প্রভু কন্যা—স্মরণ করিয়া চলিয়া যাও।

গ। আমি মন্দ অভিপ্রায়ে কোন কথা বলিব না,—শোন দেবি, বালক, চাঁদ দেখিতে ভালবাসে,—কেন বাসে, তা সে জানে না। দেখিয়া সুখী হয়। দয়া করিবেন,—দিনান্তে একবার দেখা দিবেন। আমি আপনাকে ভালবাসি—প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসি!

অভিমানিনী কালসাপিনী পদাহতা হইয়া যেমন সফেন হলাহল ফণা বিকীরণ করিতে করিতে উর্দ্ধশিরে গর্জ্জন করিয়া

ভ। আর যদি তাহাতেও সে ভাল না বাসে ?

গ। তথাপিও চাই—বাঞ্ছিতকে লাভ না করিয়া বাঁচাই কর্ত্তব্য নয়।

ভ। মরিলে লাভ ?

গ। প্রাণান্তিক চেষ্টা করিতে হইবে—জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

ভ। ঐরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যদি মৃত্যু ঘটে ?

গ। আপত্তি কি ? মৃত্যু যাহারা একটা আজগুবিকাণ্ড বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা ভয় পাইতে পারে। কিন্তু জ্বলন্ত গোলা আর খরশান তরবারি লইয়া যাহাদের ক্রীড়া—তাহারা মৃত্যুকে ভয় করে না। কাজেই বাঞ্ছিত লাভের জন্য জীবনে মমতা করিবে কেন ?

ভ। তুমি এখন কি করিতে চাহ ?

গ। কি করিতে চাহি,—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। এমন কেহ বিশ্বাসী বন্ধু নাই, যাহাকে একথা বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি,—কেবল তুমি—তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। আমার মাথার ঠিক নাই, তাই তোমাকে এই বিষয়ের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া এখানে ডাকিয়া আনিয়াছি।

ভ। যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে আমি বলি, রাজকুমারীকে ভুলিয়া যাও। তোমার নাম ও যশ হইয়াছে—মহারাজাও তোমাকে উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছেন—এখন অনেকেই তোমাকে কন্যাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সুন্দরী কন্যা দেখিয়া বিবাহ কর—ঘরবাড়ী কর,—জীবনে শান্তি পাইবে।

গ। না না, ভজনলাল ;—তোমার এ পরামর্শ আমি শুনিতে চাহি না। রাজকুমারীকে ভুলিব না—ভুলিতে পারিব না। হয়, রাজকুমারীকে লাভ করিব, আর না হয়, তদর্থে জীবন পরিত্যাগ করিব।

ভ। আমার কয়টি কথার উত্তর দিবে কি ?

গ। কি বল ?

ভ। রাজকুমারীকে যদি তুমি পাও,—ধরিয়া লও, পাইবে—তাহা হইলেই বা তোমার কি লাভ হইবে ? তিনি বিবাহিতা—বিধবা—সে মিলন সুখের হইবে না, ধর্ম্মের হইবে না। তৎ-গর্ভজাত পুত্রাদি তোমার পিতৃলোকের কার্য্যাদিও করিতে পারিবে না। তবে সে নরক-মিলনে প্রয়োজন কি ?

গণেশলাল এইবার হো হো হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"ভজন লাল, তুমি কি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, দেবলোক পিতৃলোক—এ সকল বালক ভুলান কথা বিশ্বাস কর ? মনে রাখিও ভজন-লাল, ওসকল সমাজ ঠিক রাখিবার জন্য সমাজপতিগণের শাসন বাক্য। পাপ পুণ্য নাই—ইহলোক পরলোক নাই। বৃক্ষ-লতা জন্মে—বীজ রাখিয়া মরিয়া যায়, বীজ হইতে আবার গাছ হয়,—সে গাছও মরে,—বীজে আবার নূতন গাছ হয়। মানুষেরও সেইরূপ। ওসকল বাজে কথার আলোচনা করিও না—আসল কথা আমার পক্ষে সেই মিলনই পবিত্র ও সুখের।

ভ। ভাল, যদি সে সকল কথাও ছাড়িয়া দাও—তথাপি সে মিলন সুখের হইবে না। মহারাজা জানিতে পাইলে—নিশ্চয়ই তোমার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইবে। যে কাজে এমন বিপদ,—তাহাতে কোন্ বুদ্ধিমান্ অগ্রসর হয় ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাহ্ন কালে রাজান্তঃপুর মধ্যে এক পুষ্প-বিক্রয়িত্রী প্রবেশ করিল। তাহার ডালা পূরা বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্পমাল্য। সে বয়সে প্রবীণা।

তাহাকে দেখিয়া রাজান্তঃপুরবাসিনী অনেক গুলি রমণী আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। বয়সে কতক নবীনা, কতক প্রবীনা, কতক কিশোরী। তদ্ভিন্ন নগ্নদেহ বালক বালিকাও অনেক গুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

একজন প্রবীনা বলিলেন,—"তুই যে নূতন মানুষ দেখ্‌চি। এ ফুল কোন্ বাগানের ?"

পুষ্পবিক্রয়িত্রী বলিল,—"আমি অনেক দূরের মানুষ; এ নগরে নূতন আসিয়াছি। একটা বাগান জমা লইয়াছি—এফুল সেই বাগানের। আপনারা আমার ফুল কিনিবেন কি ?"

তখন সকলে তাহার ফুল ও ফুলের মালা দেখিতে লাগিলেন, ও সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা আরম্ভ করিলেন।

সে সমালোচনা সীমাহীন—কেহ অযথোচিত বাহবা দিতে লাগিলেন, কেহ প্রাণ ভরিয়া সুরভিশ্বাস টানিয়া ভাল-মন্দ মিশ্রিত বাক্য প্রয়োগে তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল—কেহ কেহ বা সে ফুল বা ফুলের মালায় কোন্ গুণ দেখিতে না পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। যুবতীগণ বিনাবাক্যব্যয়ে মালা তুলিয়া গলে দিয়া কুন্তলে বেষ্টন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন,—নগ্নদেহ

বালক বালিকাগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুলদেখা অর্ব্বাচীনের চীৎকার কার্য্য মনে করিয়া যে যতটি পারিল, হস্তে লইয়া পলায়ন করিল,—দেখিতে দেখিতে তাহার ডালা ফুল শূন্য হইল। সে তখন সমালোচনাকারিণী রমণীগণের নিকট বলিল,—"আমার দাম কে দিবেন?"

সমালোচিকাগণ সেখানে তখন দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া ধীরে ধীরে স্বস্ব অভীপ্সিত স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। ফুলওয়ালী ফুলের দাম না পাইয়া পুনঃপুনঃ মূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই সেকথায় কর্ণপ্রদান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।

সে কথা রাজকুমারী ভবানীর কর্ণে পঁহুছিল,—ভবানী ফুলওয়ালীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শূন্য ডালা হস্তে লইয়া ফুলওয়ালী রাজকুমারীর প্রকোষ্ঠ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

করুণাময়ী ভবানী জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হইয়াছে গো?"

ফুলওয়ালী বলিল,—"আমি গরীব মানুষ, আপনাদের বাড়ী ফুল বেচিতে আসিয়াছিলাম।"

ভ। ফুল কি হইল?

ফু। আপনাদের বাড়ীর লোক ফুলগুলি লইয়া গেলেন, কিন্তু দাম দিলেন না।

ভ। সে ফুলের দাম কত?

ফু। সবগুলার দাম দুইটাকার কম নয়। এক ডালা ফুল গো,—আর সবই ভাল ভাল ফুল;—গোলাপ, যুঁই, চন্দ্রমল্লিকা, মতিয়া।

লক্ষিত বিষয়ের পূর্ণতা দেখিল, তখনই সে উঠিয়া গেল। তাহার লক্ষ্য একটি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকটি ভবানীর এক প্রৌঢ়া দাসী।

ফুলওয়ালী যখন দেখিল, দাসী কি কার্য্যের জন্য মহল্যান্তরে যাইতেছে, তখন সে উঠিল, এবং পথে গিয়া তাহার হাতে এক খানি পত্র দিয়া বলিয়া দিল,—"আসিবার সময় আমি ভুলিয়া আসিয়াছি—এখানা রাজকুমারীর হাতে দিও।"

দাসী তাহা লইয়া গেল, এবং আপনার কার্য্য সমাপ্তে যখন রাজকুমারীর কক্ষে ফিরিয়া আসিল, তখন রাজকুমারীর হস্তে সে কাগজ খানি প্রদান করিল, এবং বলিল—"এখানা ফুলওয়ালী দিয়াছে।"

রাজকুমারীর নিকটে ফুলওয়ালীর ধৃষ্টতা অজ্ঞাত রহিল না। সে পত্রখানা পড়িবে কি না চিন্তা করিল। তারপরে ভাবিল, গণেশলালের মনোভাব স্পষ্টরূপে জানা আবশ্যক, তারপরে তাহার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

রাজকুমারী পত্র পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল;—

"রাজকুমারী,—লিখিব কি, বলিব কি? তুমি আমার প্রতি কৃপা না করিলে আমি বাচিব না। আমি একান্তে তোমার রূপের উপাসনা করিয়া থাকি। যদি আমাকে ভালবাসিতে না পার,—ভালবাসিও না, কিন্তু—আমাকে তোমার দাস করিয়া লও। আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিব। কিন্তু তুমি যদি ইহাতে অমত কর—আমি যে রূপেই পারি, তোমাকে হস্তগত করিব।"—

তোমার
গণেশ।

লাগিলেন। বিধবা—ব্রহ্মচারিণী রাজকন্যার উপরে দাসানুদাস গণেশলালের এইরূপ পত্র-প্রয়োগ! কাহার না রাগ হয়?

সন্ধ্যার পরে যখন রাজা বিজয়চাঁদ অন্দরে আগমন করিলেন, তখন রাণী শৈলেশ্বরী—গণেশলাল-প্রদত্ত-পত্র তাঁহাকে দেখাইলেন এবং সমস্ত কথা সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সবিশেষ প্রতিকারের প্রার্থনা জানাইলেন।

রাজা সে পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। গণেশলাল—পাষণ্ড গণেশলাল তাঁহার কুলে কালি দিতে উদ্যত! ভবানী—পবিত্র কুলের পবিত্র হৃদয়া কন্যা ভবানী—অস্বীকৃতা হইলে তাহাকে বলপ্রকাশে বশীভূত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে! রাজার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল।

তারপরে গণেশলালের কথা মনে হইল,—গনেশলালই সে দিন জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া—অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া—প্রভূত বীরত্ব দেখাইয়া রাজ্য ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিল! অন্য হইলে এতক্ষণ মহারাজের আদেশে—ঘাতকের তীক্ষ্ণধার অসিতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড হইত। কিন্তু গণেশলালের কি করা যায়। ক্ষত্রিয় শোণিত অকৃতজ্ঞ নহে,—তথাপি এ অপরাধের ক্ষমা নাই—মার্জ্জনা নাই। তিনি দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিলেন।

রাণী বলিলেন,—"গণেশলাল সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিতেছ?"

রাজা বলিলেন,—"গণেশলালের এই বিচার প্রকাশ্য দরবারে সম্পন্ন করিতে হইবে।"

রাণী শৈলেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, সে যে অপরাধে

অপরাধী. প্রভাতে তাহার নাম যাহাতে আর শোনা না যায়,—প্রভাতে যাহাতে তাহার রক্তে পৃথিবীর তর্পণ হয়, তাহাই করা উচিত।"

বি। হাঁ, তাহাই করা উচিত। কিন্তু—

শৈ। কিন্তু কি মহারাজ ?

বি। কিন্তু এই যে. গণেশলাল বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া—আত্মোৎসর্গ করিয়া নগর ও নগরবাসীগণকে মুসলমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহার সেই গুণে প্রজাগণ তাহার পক্ষপাতী হইয়াছে—প্রকাশ্য ভাবে তাহার বিচার না করিয়া হত্যা করিলে প্রজাগণের মনে অসন্তোষের উৎপত্তি হইবে।

শৈ। এই কেলেঙ্কারির কথা লইয়া প্রকাশ্য দরবারে আন্দোলন ও আলোচনা করিতে পারিবে ?

বি। না করিয়া উপায় কি ? বিশেষতঃ ইহাতে ভবানীর মহিমাই প্রচারিত হইবে।

শৈ। আমি স্ত্রীলোক,—তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিও। কিন্তু মহারাজ, এ অপমানের প্রতিশোধ না লইলে—এ অপরাধের সাজা না দিলে কখনই সম্ভ্রম থাকিবে না। বিশেষতঃ ভবানীই বা কি ভাবিবে !

রাজা উষ্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"একজন হীনশক্তি মানুষের পক্ষেও এ অপমান অসহ্য।"

তাঁহাকে রূঢ় বাক্য বলিয়াছে ;—কিন্তু কোন কথাই স্থির হইল না, কোন কল্পনা-রচিত উপাখ্যানই সাধারণের মনঃপুত হইল না। তখন দলে দলে নগরবাসীগণ আসল ব্যাপার জানিবার জন্য রাজদরবারে উপস্থিত হইল। কাজেই দরবার গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক্—সকলেই স্থিরকর্ণে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিল।

গণেশলাল লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া মহারাজের সম্মুখে নীত হইল। মহারাজ বিজয়চাঁদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"গণেশলাল, সত্য বলিও, তুমি কি এই পত্রখানি নিখিয়াছিলে ?"

গণেশলাল নির্ভীক চিত্তে সে কথার উত্তর দিল। বলিল,—"পত্র খানির লেখা না দেখিতে পাইলে কি করিয়া বলিব, ঐ পত্র আমার লেখা কি না।"

মহারাজার আদেশে একজন সে পত্র গণেশলালের নিকটে লইয়া গেল। পত্র দেখিয়া গণেশলাল বলিল,—"মিথ্যা বলিব না মহারাজ, পত্র আমিই লিখিয়াছি।"

পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া রাজা বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"হতভাগ্য, তোমার পরিণাম কি ভাব নাই ?"

তারপরে পত্রখানি পাঠ করিয়া সাধারণকে শুনাইবার জন্য একজন কর্ম্মচারীর উপরে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারী আদেশ পালন করিল।

সে পত্র শুনিয়া জনসাধারণ বিচলিত হইল। গণেশলালের বীরত্ব-কাহিনী ভুলিয়া গেল,—তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে সকলেই গালি পাড়িতে লাগিল। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর শোণিত অঙ্গে ধারণ করিয়া এমন ব্যক্তি কেহ নাই যে, ব্রহ্মচারিণী বিধবার সম্মান

রাজকুমারী ভবানীর কক্ষে সুগন্ধি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ভবানী নেপাল দেশ-জাত একটা কম্বল সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁপিয়া দিয়া বসিয়াছিল,—এবং সন্ন্যাসী কালিকানন্দ ঠাকুর ভবানীদত্ত এক-খানা মূল্যবান্ শালে অঙ্গাবৃত করিয়া নাতিদূরে কম্বলাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল।

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল,—"সন্ন্যাসীটির সহিত আপনার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে নাকি ?"

কা। না, আমি তাহাকে চক্ষেও দেখি নাই।

ভ। সকলের মুখেই শুনিতেছি, সন্ন্যাসী নাকি সিদ্ধপুরুষ! যাহাকে যাহা বলিতেছেন,—যাহার যে রোগের ঔষধ দিতে-ছেন—তাহা সিদ্ধ হইতেছে। আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার আছে।

কা। কি ?

ভ। মানুষ নিকটে গেলেই তিনি তাহার নাম, তাহার বাপের নাম, তাহার ভূতভবিষ্যৎ ঘটনা ও ভবিষ্যৎ বিষয় বলিয়া দিতে পারেন।

কা। হাঁ, কর্ণপিশাচ সিদ্ধি হইলে, তাহা পারা যায়। কিন্তু—

ভ। কিন্তু কি ঠাকুর ?

কা। কর্ণপিশাচ সাধনা করা মানুষের সাধনা নহে।

ভ। কেন ?

কা। সাধনা অর্থে আরাধ্য দেবতার সঙ্গে একাত্মা হওয়া। পিশাচকে আত্মদান না করিলে, সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

ভ। তাহাতে কি দোষ হয় ?

কা। পিশাচিত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহার ভাবনা করা যায়, জীব তাহারই মত হয়। অতএব সাধনা করিয়া পিশাচ হইবার প্রয়োজন কি?

ভ। তবেত বড় ভয়ানক কথা। ঐ সন্ন্যাসী কি তবে পিশাচ-সিদ্ধ?

কা। আমি যখন সে সন্ন্যাসীকেই জানি না, তখন তিনি কি সিদ্ধ না অসিদ্ধ, কেমন করিয়া বলিব মা!

ভ। যাক্ সে কথা। আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।

কা কি কথা?

ভ। পরাপ্রকৃতি ভগবতী দক্ষালয়ে কি সত্যসত্যই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন? সত্যসত্যই কি, পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—আর সত্য সত্যই বিষ্ণু তাঁহার দেহ-কাটিয়া কাটিয়া স্থানে স্থানে, নিক্ষেপ করিয়াছিলেন?

কা। এ প্রশ্ন কেন?

ভ। দেবী অপর্ণা কি সত্য সত্যই সেই সতীদেহচ্ছিন্ন মাংস খণ্ড হইতে উৎপন্ন? সত্য সত্যই কি দেবীর পীঠপাষাণটুকু সেই দেবী অঙ্গকর্ত্তিত মাংসখণ্ডের পরিনতি?

কা। তোমার বিশ্বাস কি প্রকার?

ভ। আমার বিশ্বাস ঐ পীঠ-পাষাণটুকুতে বিশ্বশক্তি কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ঠাকুর, বিশ্বাস এক—বোঝা আর এক। অনেকে ভূত কি বোঝে না, কিন্তু ভূতের নামে শিহরিয়া উঠে। কিম্বা অনেকে ভৌতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ জানে, কিন্তু প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে পারে না।

কা। এখন বুঝিয়া দেখিতে হইবে, ঐ ব্যাপার সত্য কি পুবাণকারের উপাখ্যান। উহা পুরাণকারের উপাখ্যান নহে। সৃষ্টিকার্য্যে যাহা যাহা প্রয়োজন প্রকৃতি-দেবী তাহাই করিয়া থাকেন। ঝড় জল না হইলে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয না—তাই ঝড়-জলরূপে আবির্ভূতা হয়েন। এখানে দক্ষেব কন্যা হইয়া সৃষ্টির পূর্ণতা সাধন করিতেছিলেন।

কথাটি তোমাকে দার্শনিক বাদ দ্বারাই বুঝাইব। তুমি যখন দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছ, তখন সবিশেষরূপেই অবগত আছ যে. সৃষ্টিব ধারা দ্বিবিধ। সৃষ্টির আরম্ভে অশরীরী জীব প্রথমে দিব। দেহ ধারণ করিযা স্বর্গলোকে অবস্থিতি করে,—পরে পৈশাচিক দেহ ধারণ করিযা ভুবর্লোকে অবস্থিতি করে এবং অবশেষে স্থূল দেহ ধারণ কবিযা পৃথিবাতে অবরুদ্ধ হয,—ইহাই সৃষ্টিব প্রথম ধারা। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল সূক্ষ্ম হইতে স্থূলভাবে আসা। স্থূলতম পার্ব্বতিক দেহে এই সৃষ্টি-ক্রিয়াব অবসান হয়। এ সৃষ্টি একরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে জীবের স্বতন্ত্রতা থাকে না। কালের স্রোতে অবিদ্যার ধাবা-বাহিক-প্রবাহে, দেহপরম্পরা আসিয়া জীবকে পরিচ্ছিন্ন কবে। এক কালীন যে সকল জীব প্রাক্তনকর্ম্ম অনুসারে এই ধারায় পতিত হয়, তাহারা এককালে পর্ব্বতত্ব প্রাপ্তে হয়। স্বতন্ত্রতা না থাকাতে তাহাদের বৃত্তিরও পার্থক্য থাকে না। আমিত্বেব পৃথক্ অনুভবও তাহাদের হয়। তমোগুণ দ্বারাই তামসিক দেহের প্রাপ্তি হয়। শিলাময় দেহই তামসিক দেহেব চরম। শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা। যখন জীব শিলাময় দেহ ধারণ করে, তখন মনে হয় যে, শিবের আর কোন

তিনি তাঁহার তিন গুণকে পৃথক্ ভাবে বিকাশ করিলেন। সত্ত্ব-গুণে বিষ্ণু। রজোগুণে ব্রহ্মা ও তমোগুণে শিব। বিষ্ণু পালন করেন, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন আর শিব সংহার করেন।

এখন বোঝ, ঈশ্বর যখন ত্রিগুণাত্মক ; তখন তাঁহার শক্তিও ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি যখন সত্ত্বগুণময়, এবং পালন করেন, তখন তাঁহার সত্ত্বগুণময়ী পালিকাশক্তি লক্ষ্মী ; যখন তিনি সৃষ্টি করেন, তখন তাহার রজোগুণময়ী-শক্তি স্বাহা, আর তিনি যখন সংহার করেন, তখন তাঁহার সংহার-শক্তি কালী বা দুর্গা। ইহাতে কি বুঝিলে ?

ভ। বুঝিলাম, ঐ সকল দেবী ঐ সকল দেবতার শক্তি, বা কার্য্য সহায়।

কা। শক্তি কি ?

ভ। আমার শাস্ত্র বুঝিবার শক্তি নাই, আপনার শক্তি আছে।

কা। হাঁ, শক্তি তাহাই। তবে কালীকে ব্রহ্মময়ী না বলিবে কেন ? তিনি ব্রহ্মেরই শক্তি।

ভ। পূর্ণ শক্তি কি ?

কা। পূর্ণ অপূর্ণ কি ? তুমি ভাত রাঁধিতে পার,—সেটা তোমার কি ?

ভ। শক্তি।

কা। তুমি উপবাস করিতে পার, সেটা তোমার কি ?

ভ। শক্তি।

কা। তুমি সাংখ্যদর্শন পড়িতে পার, সেটা তোমার কি ?

ভ। শক্তি।

মেঝোয় রাখিয়া গমনোদ্যোগ করিলেন। ভবানী প্রণাম করিয়া বলিল,—"বাহিরে বড় শীত। ওখানা গায় দিয়া যান্ না কেন!"

কালিকানন্দ ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"মা তোর সন্ন্যাসী-ছেলে শাল গায় দিবে কেন? শ্মশানের ছাই-ই তাহার শীত নিবারণ করিবে। তবে ঘরে পাইয়া ছেলের গায় শাল মুড়িয়া দেও—গায় দিয়া বসিয়া থাকি।"

ভবানী আর কথা কহিল না। কালিকানন্দ ঠাকুর গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন,—এক দাসী আলো ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়া সদর দরোজায় রাখিয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—()—

ভবানী কালিকানন্দ ঠাকুরের নিকট যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছিল,—সে সন্ন্যাসী প্রায় এক মাস হইল, রাজমহলে আগমন করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর নাম সমস্ত নগরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,—সকলেই তাঁহাকে খাতির-যত্ন করিতেছে। কিন্তু কেহই তাঁহার বাড়ী কোথায় জানে না,—সন্ন্যাসী-মোহান্ত বাড়ীর কথা কাহাকে বলেও না।

মাঘ মাসের মধ্যাহ্ন কাল—সূর্য্যদেব একটু তীক্ষ্ণ হইয়াছেন—বসন্তকে আহ্বান করিবার জন্য দুই একটা কোকিল এমন দুপুরে দুই একটি ডাক দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নগরোপান্তে করতোয়া-তীরে—একটা বিস্তৃত অশ্বত্থতরুতলে সন্ন্যাসী আশ্রম করিয়াছেন। মধ্যাহ্নকালে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া

যাহাকে ডাকিলেন, সে দ্রুতপদে সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইল,—অন্যান্য দর্শকগণ তাহার ভাগ্য-দেবতার এতাধিক প্রসন্নতায় ঈর্ষান্বিত হইল।

যে আসিল, তাহার নাম রামসহায় দত্ত। রামসহায় একজন রাজ কর্ম্মচারী—সে রাজবাড়ীর লিপিকার।

রামসহায় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"রামসহায়, তুমি আমার নিকটে এস। তোমাকে একটি কথা বলিব।"

রামসহায় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে সন্ন্যাসীর পরিচিত নহে,—অথচ সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহার নাম করিয়া ডাকিলেন। তবে সন্ন্যাসীর ক্ষমতার কথা—ইতঃপূর্ব্বে অনেকেই অবগত হইয়াছিল। রামসহায় আজ্ঞাপালন করিল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি তোমার সেই বেদনার জন্য আসিয়াছ?

রামসদয়ের শূল ছিল। যখন তাহার বেদনা ধরিত, তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িত। সন্ন্যাসীর নিকটে তাহার ঔষধের জন্যই আসিয়াছিল।

অধিকতর ভক্তিসহকারে রামসহায় নতজানু হইয়া বসিয়া বলিল,—"আপনি অন্তর্য্যামী; আপনি সকলই জানিতেছেন। আপনি দয়া না করিলে, আমি আপনার চরণ-সমীপে জীবন পরিত্যাগ করিব।"

স। তোমার ভয় নাই,—আমি তোমাকে আরোগ্য করিয়া দিব। কিন্তু আর পনর দিন পরে। আগামী শিবচতুর্দ্দশীর দিন—রাত্রি দশ ঘটিকার সময় আসিও।

রাজা আসিবার পূর্ব্বেই পাত্রমিত্র ও কর্ম্মচারীবর্গ আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। যখনকার কথা হইতেছে, তখন এদেশের রাজন্যবর্গ সকালে ও সন্ধ্যার পরে কাছারি করিতেন,—তাঁহাদের দেখাদেখি বা অনুকরণে মুসলমান রাজন্য-বর্গও ঐ সময়ে দরবার গৃহে বসিয়া প্রজার অভিযোগ ও দেশের হিতাহিত বিষয়ে আন্দোলন আলোচনা করিতেন। এখনই কেবল শীতপ্রধান দেশের অনুকরণে প্রখর গ্রীষ্মময় দেশে দিন-দুপুরে কাছারির প্রবল সংঘর্ষ-প্রাদুর্ভাব।

রাজা আসিবামাত্র সকলে গাত্রোত্থান করিল। তৎপরে রাজা সিংহাসনে উবেশন করিলে, আবার সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিল। রাজা প্রথমেই প্রধান জ্যোতিষীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আমার কোষ্ঠীখানা খুলিয়া একবার বিচার করিয়া দেখুন।"

জ্যোতিষী উঠিয়া আসিয়া কোষ্ঠী-কোটা লইয়া আপন আসনে উপবেশন করিলেন, এবং কোষ্ঠী খুলিয়া মনঃসংযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্যোতিষী বলিলেন,—"মহারাজ, সন্ন্যাসীর ক্ষমতা অদ্ভুত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আপনার ত্রিপাপগ্রহের একত্র সমাবেশ আরম্ভ হইয়াছে,—তবে ফল যে তাদৃশ মন্দ এমন বোধ হয় না।"

রাজা বিজয়চাঁদ বিষণ্ণ বদনে বলিলেন,—"সন্ন্যাসীঠাকুর যখন ঐ ত্রিপাপগ্রহের কথা কোষ্ঠী না দেখিয়াই জানিতে পারিয়াছেন,—তখন ত্রিপাপগ্রহের ফল সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য।"

লিপিকর রামসহায় দত্ত সেখানে উপস্থিত ছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড় পূর্ব্বক বলিল,—"মহারাজ, সন্ন্যাসী-প্রভুর ক্ষমতা অসীম। তিনি যোগ-বলে জগতের সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পান।"

বি। এ সম্বন্ধে তিনি আর কি বলিয়াছেন?

রা। বলিয়াছেন,—আমি যোগ-বলে মহারাজের এসকল আপদ দূর করিয়া দিব।

ভূধরচাঁদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"মহারাজ, একথা অতি আশ্চর্য্য যে, সন্ন্যাসীঠাকুর আপনার কোষ্ঠী না দেখিয়া, না শুনিয়া সমস্ত জানিতে পারিলেন। আমার বিশ্বাস, তিনি হয়ত কোন ক্রমে আপনার কোষ্ঠী-কথা পূর্ব্বে জানিতেন।"

বি। অসম্ভব! তিনি কোন্ দেশের লোক—তাহা কেহ জানে না। আমি কখনও তাঁহাকে চক্ষেও দেখি নাই। তবে কি প্রকারে ইতঃপূর্ব্বে তিনি আমার কোষ্ঠী দেখিবেন? আমার স্মরণ হয়, আ'জ তিন বৎসর হইল, নবদ্বীপ হইতে একজন আচার্য্য এদেশে আসিয়াছিলেন,—তাঁহাকে কোষ্ঠী দেখান হইয়াছিল,—আমার জ্যোতিষীগণও তাহা জানেন না। কিন্তু তিনিও ঐ ত্রিপাদগ্রহ সমাবেশের কোন কথা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি এ বিষয় গণিতে পারেন নাই।

ভূ। যদি ঐ সন্ন্যাসী কখনও কোষ্ঠী না দেখিয়া থাকেন,—এবং আপনার করকোষ্ঠী আদিও দেখেন নাই,—তবে কি প্রকারে তিনি জানিতে পারিলেন?

রাজা কোন কথা কহিতে না কহিতে রামসহায় বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, তিনি যোগবলে সমস্তই জানিতে পারেন। আমার

রাজা পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ। দয়া করিয়া দাসের বিপদ দূর করিতে চাহিয়াছেন,—তাই আসিয়াছি।"

স। হাঁ, আমি আপনার বিপদ জানিতে পারিয়া, তাহা দূর করিবার জন্যই এখনও এখানে আছি। নতুবা তিন দিনের অধিক কোথাও থাকি না।

বি। আমার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য।

স। আমি সত্য কথা বলিয়াছি কি মিথ্যা কথা বলিয়াছি—আপনি জানিলেন কি প্রকারে?

ভূধরচাঁদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

বি। আপনি সিদ্ধ পুরুষ—আপনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য।

স। ভূধরচাঁদ, রামসহায়,—তোমরা একটু উঠিয়া যাও—অধিক দূর নহে। ঐ যায়গাটায় যাও—আমি মহারাজকে একটা কথা বলিব।

ভূধরচাঁদ উঠিতেছিল না,—মহারাজ বলিলেন,—"যাও, তোমরা উঠিয়া যাও।"

তাহারা উঠিয়া গেল। তখন সন্ন্যাসী মহারাজের কাণের কাছে মুখ লইয়া খুব ছোট ছোট করিয়া কি বলিলেন। মহারাজ ঘাড় কা'ত করিয়া স্বীকার করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তবে এখন যান্। আমি ব্রহ্ম চিন্তা করি।"

পুনঃ অভিবাদন করিয়া মহারাজা বিজয় চাঁদ উঠিয়া গেলেন। ভূধরচাঁদ ও রামসদয় মহারাজের সহিত মিলিত হইল। আরও কিয়ৎদূরে তাঁহাদের বিনামাও সিপাহিগণ দিল,—সেখানে গিয়া

বি। সে কাজের কথা তোমার না শোনাই ভাল।

শৈ। বলিলে যদি তোমার অসুবিধা হয়, বলিও না। তবে তোমার কথায় একটু কৌতূহল বাড়িয়া গেল। কেন, কথাটা কি খারাপ?

বি। না এমন খারাপ নয়। তবে মন্দ ও ভাল দুই-ই আছে।

শৈ। যখন বলিবে না, তখন আর সে কথায় কাজ কি?

বি। বলি শোন,—এই নগর মধ্যে একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।

শৈ। সেকথা আমি শুনিয়াছি। সন্ন্যাসীর নাকি ভারি ক্ষমতা। তিনি যাহাকে যাহা বলেন, সিদ্ধি হয়। কত রোগী-তাপী নাকি তাঁহার কৃপায় শান্তি পাইতেছে।

বি। হাঁ, তাহা সত্য।

শৈ। তুমি বুঝি তাঁহারই নিকটে গিয়াছিলে?

বি। হাঁ।

শৈ। তাতে আর ভাল মন্দ কি?

বি। আমি তাঁহার নিকটে না যাইবার আগে রামসহায় দত্ত নামক রাজসরকারে এক লিপিকর আছে,—সে তাহার শূলবেদনা আরোগ্যের জন্য সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছিল।

শৈ। তারপর?

বি। তারপরে রামসদয়ের নিকটে সন্ন্যাসী প্রভু বলিয়া পাঠান যে, রাজা বিজয়চাঁদের ত্রিপাপ-গ্রহ সমাবেশ হইয়াছে,—ইহার ফলে বধ-বন্ধন ও মনস্তাপ। আমি যখন তাঁহার রাজ্যে আসিয়া অতিথি হইয়াছি—তখন তাহার আপদ কাটিয়া দিয়া যাইব।

তাঁহাকে তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া আমার কথার সত্যাসত্য বিচার করিতে বলিবেন।

শৈ। তারপর তারপর ?

বি। তারপর আমি রামসহায়ের কথা শুনিয়া প্রধান জ্যোতিষীকে দিয়া কোষ্ঠী দেখাইলাম—সন্ন্যাসীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সেই জন্য তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম।

শৈ। ওমা, একথা আমাকে বল নাই ? তারপর ?

বি। তিনি দয়া করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন. আমি আপদ কাটাইয়া দিব।

শৈ। পারিবেন ত ?

বি। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

শৈ। আমার কি বিশ্বাস হয় ?—আমি স্ত্রীলোক—আমি কি জানি ! মা অপর্ণাদেবী রক্ষা করুন। সন্ন্যাসী আপদ কাটিতে পারিবেন, তোমার এমন বিশ্বাস হয়ত ?

বি। হয় বৈ কি।

শৈ। কেমন করিয়া হইল ?

বি। যিনি আমার কোষ্ঠী না দেখিয়া—আমাকে পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমার জীবনের ঘটনা—গুহ্য ব্যাপার জানিতে পারিলেন,—তিনি যে সে আপদ কাটাইতে পারিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

শৈ। কবে আপদ কাটিবেন ?

বি। তাহার দিনও ক্ষণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু কাহারও সাক্ষাতে বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করা উচিত নয়।

ভূ। মানিনীর না হইলেও কোন মানীর বটে।

হে। এতক্ষণ গরহাজির কেন?

ভূ। বড় কাজ পড়িয়াছে।

হে। রাত্রেও কাজ। একা বসিয়া নিশি জাগিতেছি।

ভূ। আজিকার নিশি একাই যাপিতে হইবে।

হে। কেন যাওয়া হবে কোথায়?

ভূ। কাজে।

হে। কার আদেশে?

ভূ। শ্রীমতী হেমলতার।

হে। হুকুম মিলিবে না।

ভূ। কেন?

হে। হুকুমের আগে প্রস্তুত হওয়া কেন?

ভূ। বিশেষ জরুরি বলিয়া।

হে। হুকুম না পাইলে কি করিবে?

ভূ। হুকুম লইতে আসিয়াছি—দিতেই হইবে।

হে। যদি না দেই?

ভূ। আবশ্যকের কথা শুনাইলে হুকুম মিলিবে, এরূপ প্রত্যাশা করি।

হে। ভাল, সেকথা পরে শোনা যাইবে—এখন আহার কর।

ভূ। সে সময় নাই।

হে। ওমা, সেকি? আহার না করিয়াই যাইতে হইবে, এমন কি কাজ?

ভূ। তবে শোন। রাজা এক মহাষড়যন্ত্রে পড়িয়াছেন বলিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে।

হে। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তবে তুমি যে, সন্ন্যাসীর উপরে সন্দেহ করিতেছ?

ভূ। কি জানি, কেন তথাপি আমার মনে সন্দেহের উদয় হইতেছে।

হে। তোমার অন্যায় সন্দেহ,—সন্ন্যাসী-মোহান্তের উপরে অমন সন্দেহ করিতে নাই,—উহাতে পাপ হয়।

ভূ। কেবল অন্যায় সন্দেহ নহে। যে যে কারণে সন্দেহ হইয়াছে,—তাহা বলি শোন। প্রথমতঃ সন্ন্যাসী যদি রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদ নষ্ট করিতে চেষ্টাই করেন, তবে তাহার জন্য 'জাঁকজারির' প্রয়োজন কি? যে সন্ন্যাসীর এতদূর ক্ষমতা যে, রাজাকে না দেখিয়া, রাজার কোষ্ঠী না দেখিয়া তাঁহার গ্রহসমাবেশ জানিতে পারিলেন,—তিনি ফাঁড়া কাটিতেও তাঁহাকে না ডাকিয়া পারিতেন।

হে। তোমার সব কথাই এক রকমের! যদিই ফাঁড়া কাটিবার জন্যে রাজার প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহাকে ডাকিবেন না?

ভূ। ভাল, তাই না হয় ডাকিলেন। কিন্তু রাজার কাণে কাণে সে পরামর্শ করা হইল কেন? যিনি সংসারে অনির্লিপ্ত—যিনি পরোপকারে নিরত—তাঁহার আবার গোপন কি?

হে। মেয়ে মানুষেও জানে যে, মন্ত্র ঔষধি আর গৃহছিদ্র সাধারণের নিকটে বলিবে না। তোমার বুদ্ধিতে তা আসিল না।

ভূ। আমার বোধহয়—আর এখন বোধহয় কেন,—একরূপ নিশ্চয়ই বোঝা গিয়াছে—সন্ন্যাসী রাজাকে রাত্রে একা তাহার নিকটে যাইতে বলিয়াছে। রাজার বুদ্ধি কিছু ভুল-প্রায় তোমারই মত—তিনি সেই সন্ন্যাসীর নিকট এই রাত্রে একা যাইতেছেন।

কথা শুনিয়া হেমলতার চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। আঁচলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"প্রভু, প্রিয়তম,—এতেই তুমি এ নগরে এত পূজ্য!"

প্রকাশ্যে বলিল,—"কিন্তু সাবধান! যেন তাড়াতাড়িতে কোন কাজ করিয়া ফেলিও না। আমি স্ত্রীলোক,—আমি তোমাকে কি বলিয়া দিব। এই ঘুমন্ত শিশুর মুখপানে চাহিয়া যাও,—উহার কথা মনে রাখিও।"

ভূ। তুমি দরোজা দাও—আমি চলিলাম।

হে। খাবে না?

ভূ। সময় নাই। রাজা এতক্ষণ বাহির হইলেন।

হে। তুমি এসব সন্ধান রাখিলে কি প্রকারে?

ভূ। যখন সন্ন্যাসী রাজার কাণে কাণে গোপনে কি বলিল,—শুনিতে পাইলাম, তখনই কেমন একটা সন্দেহ জাগিল যে, রাজাকে সে হয়ত তাহার কাছে যাইতে বলিল। রাজবাড়ী যে, বিন্দে দাসী আছে—সে বড় চতুরা; তাহাকে গোয়েন্দা লাগাইয়া দিয়াছি। আর আমিও রাজার গতি-বিধির উপরে লক্ষ্য রাখিয়াছি। বিন্দে আমাকে বলিয়া গেল—রাণীকে বলিয়া রাজা একাকী কোথায় যাইতেছেন। সম্ভবতঃ সন্ন্যাসীর কাছে। কিন্তু কাহাকেও একথা বলা নিষেধ।

হে। তোমার অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ। কিন্তু কিছু খাইয়া গেলে হইত—হয়ত সারা রাত্রি পথে পথে কাটাইতে হইবে। না হয়, একটু দুধ খাইয়া যাও।

হেমলতা কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া গিয়া এক বাটী দুধ আর এক পাত্র জল আনিয়া দিল। ভূধরচাঁদ তাহা পান

যোট পাকাইয়া রহিয়াছে। কেবল সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ হোমাগ্নি রশ্মি দেখা যাইতেছিল।

সেই রশ্মি-টুকু লক্ষ্য করিয়া রাজা বিজয়চাঁদ চলিতেছিলেন, —বিজয়চাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভূধরচাঁদ যাইতেছিলেন। ক্রমে রাজা সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইলেন,—ভূধরচাঁদ ও ঘুরিয়া ঠিক সন্ন্যাসীর পশ্চাৎভাগে বৃক্ষকাণ্ডে দেহ লুকাইয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী মনুষ্য-পদ শব্দ পাইয়া বলিলেন,—"কেও ?"

রাজা বিজয়চাঁদ বলিলেন,—"ঠাকুর, আমি বিজয়চাদ।"

স। মহারাজ ?

বি। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী অগ্নিকুণ্ডে ফুৎকার দিলেন,—অগ্নি জ্বালিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী রাজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপরে আরও অনেকদূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—তৎপরে বলিলেন—"সঙ্গে আর কেহ আছে না কি ?

বি। আপনি যে আমাকে একা আসিতে বলিয়াছিলেন ? আপনার আদেশে আরত কাহাকেও সঙ্গে আনি নাই।

স। বোধহয় ইহাতে আপনার যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে ?

বি। না না আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

স। বড় অন্ধকার! তবে আমাদের কার্য্য এই রাত্রেই সুবিধা—কৃষ্ণপক্ষ—চতুর্দ্দশী। তবে বড় শীত! মাঘমাসের রাত্রি!

বি। কিন্তু আমার সম্মুখে যে বিপদ,—তাহার তুলনায় এ কষ্ট কিছুই নয়। আপনার কৃপায় যদি সে দায় হইতে রক্ষা পাই, তবে এ যাত্রা রক্ষা পাইব।

হইল। সন্ন্যাসী ক্ষেপণী নৌকার উপরে তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, চলুন, আমরা তীরে যাই।

ভয়ে বিস্ময়ে তখন রাজার বাক্য শূন্য হইয়া গিয়াছিল। তিনি কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে নৌকার উপরে বসিয়াছিলেন,—এতক্ষণে—সন্ন্যাসীর কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কোথায় যাইব?"

স। তীরে চলুন।

বি। ওখানে কি শ্মশান?

স। হাঁ।

বি। ঐ যে আগুন জ্বলিতেছে, উহা কি চিতার আগুন?

স। হাঁ।

বি। আমরা কি ঐ স্থানে যাইব?

স। হাঁ, ঐ আগুণের কাছে চলুন।

বি। শুনিয়াছি, আপনাদিগের সাধন-সিদ্ধ ঐস্থানেই হয়—তবে কি শ্মশানে আসিলেন?

স। হাঁ,—আর কথায় কথায় অধিক সময় নষ্ট করিবেন না, চলুন।

রাজা বিজয়চাঁদ নৌকা হইতে তীরে নামিলেন,—সন্ন্যাসীও নামিলেন। রাজা বলিলেন, "আপনি আগে আগে চলুন।"

সন্ন্যাসী তাহাই করিলেন। তিনি আগে আগে এবং রাজা পিছু পিছু গমন করিলেন। অদূরে মৃত মানবদেহ বক্ষে করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিতেছিল,—সন্ন্যাসী ও রাজা তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তমধ্যে বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি

হয় কি, সেবার নবদ্বীপ হইতে একজন জ্যোতিষী আসিয়া তোমার কোষ্ঠী দেখিয়াছিল ?

বি। হাঁ, স্মরণ আছে,—কিন্তু তিনিত ত্রিপাপ-গ্রহ-সমাবেশের কথা কিছু বলেন নাই ?

গ। না, তিনি বলেন নাই—আর কাহারও সাক্ষাতে বলেন নাই। কেবল তোমার তখনকার প্রধান জ্যোতিষীর নিকটে বলিয়া গিয়াছিলেন,—এবং আরও বলিয়া গিয়াছিলেন, ঐ ত্রিপাপ-গ্রহ-সমাবেশ কালে গ্রহ-পুরশ্চরণ করিতে হইবে। তাহাতে গ্রহ প্রসন্ন হইয়া যদি রাজা ঐ সময়টা কাটাইতে পারেন—ভারতের একছত্রী রাজা হইবেন। তুমি ভীত হইবে বলিয়া জ্যোতিষী তখন তোমাকে ঐ কথা না বলিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বি। তারপরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,—তুমি ঐ কথা জানিলে কি প্রকারে ?

গ। তাঁহার মৃত্যুকালে আমি তাঁহার মৃত্যু শয্যার নিকটে উপস্থিত ছিলাম—তিনি আমাকে ঐ কথা বলিয়া যান।

বি। উঃ! কি ভয়ানক ঘটনা।

গ। আমি যে কথা বলিতেছিলাম, শুনিবে কি ?

বি। তুমি যাহা বলিবে, সমস্তই গর্হিত। আমাকে তাহা বলিয়া আর জ্বালাতন করিও না। মৃত্যু কালে আর অপমানের পদাঘাত করিও না—যদি কাটিয়া ফেলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাই কর।

গ। আমার প্রস্তাব শোন,—তুমি যদি অপর্ণাদেবীর নামে শপথ কর যে, তোমার কন্যা ভবানীকে—

রাজা বিজয়চাঁদ লাফ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেলেন।• বলিলেন,—"কুকুর, আমার মুখের উপরে ঐ কথা?"

গণেশলাল একটু সরিয়া গিয়া তাহার হস্তধৃত কঠিন তরয়াল উত্তোলন করিল,—চিতার প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে সে তরবারি ঝলসিয়া উঠিল। রাজা আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন—"মা মা—দেবী অপর্ণে! অদৃষ্টের ফেরে, অথবা আমার কুবুদ্ধির দোষে নরাধমের অসিতে জীবন হারাইলাম,—মা অন্তিমে যেন রাঙ্গা চরণ দেখিতে পাই।"

গণেশলাল দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি তুলিয়া রাজার স্কন্ধদেশ লক্ষ্য করিল। তরবারি ঘুরিয়া আসিয়া পড়িবে,—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া তরবারি কাড়িয়া লইল,—এবং বজ্র-মুষ্টিতে তাহার চিবুক দেশে আঘাত করিল।

গণেশলাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছিল,—রাজাও অবসর বুঝিয়া লাফ দিয়া তাহার বক্ষে পতিত হইলেন। গণেশলাল মাটিতে পড়িয়া গেল।

যে তাহাকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল, ক্ষিপ্রগতিতে সে গণেশলালের বক্ষের উপর উঠিয়া বসিল।

রাজা সেই তীব্রোজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইলেন,—সে ভূধরচাঁদ।

রাজা আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"ভূধর, জীবনসহচর ভূধর, তুমি কোথা হইতে আসিলে?"

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"মহারাজ, আগে পাষণ্ডকে সংহার করি, তারপরে সকল কথা বলিতেছি।"

গণেশলাল আবদ্ধস্বরে বলিল,—"আমাকে মারিও না। আমি

প্রাপ্ত হইয়া ক্রোড় হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং একটা বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিড়ালটা সেই সাংঘাতিক আকর্ষণে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"তবে এখন যাই?"

তখন বেলা প্রায় চারিদণ্ড।

ফুল ধনুর মত ভ্রু-দুইখানি কুঞ্চিত করিয়া, কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া হেমলতা বলিল,—"না, আ'জ আর কোথাও যাইতে পাবে না।"

ভূ। তবে কি করিব?

হে। শ্রীমতী হেমলতার অঞ্চলাগ্র মস্তকে দিয়া অন্দরমধ্যে বসিয়া থাকিবে।

ভূ। তাহাতে লাভ?

হে। লাভ—বুদ্ধি ও সাহস। যাহার বলে রাজাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছ।

ভূ। সেটা কি ঐ আঁচলের বায়ু-সঞ্জাত?

হে। নয়ত কোথায় পাইলে? মিন্‌সেরা মাগীদের আঁচলের বাতাসেই বর্দ্ধিত ও পালিত হয়। যেখানকার যেমন বাতাস—তেমনিই পুরুষ-বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়।

ভূ। এক্ষণে একবার ঘুরিয়া আসি।

হে। কোথায় যাওয়া হবে?

ভূ। রাজবাড়ী—কারাগারে।

হে। কেন?

ভূ। বন্দী কিরূপ অবস্থায় আছে,—এবং সে যে কথা বলিবে বলিয়াছিল, তাহা বলে কি না জানিয়া আসি।

হইতে ভূধরচাঁদ ডাকিল, সেই দিকে ফিরিয়া বসিয়া বলিল—"কে, ভূধরচাঁদ? আমায় কি জন্য ডাকিতেছ?"

ভূ। আমি তোমার কাছে আসিয়াছি।

গ। তাহাত দেখিতে পাইতেছি। তবে কি জন্য আসিয়াছ, তাহাই বল।

ভূ। তুমি যে কথা বলিবে, বলিয়াছিলে; তাহা বলিবে কি?

গ। মহারাজের সাক্ষাতে বলিব।

ভূ। সে প্রত্যাশা করিও না। মহারাজ আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

গ। তোমার সহিত সে কথা বলিব কি না, এখনও বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

ভূ। তুমি তোমার অবস্থা স্মরণ করিতে পারিতেছ কি?

গ। হাঁ, পারিতেছি,—আমি বন্দি।

ভূ। কেবল সাধারণ বন্দী নহ—ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে—তাহার কি দণ্ড অবগত আছ কি?

গ। আছি,—মৃত্যুদণ্ড।

ভূ। সে দণ্ডে কি তোমার হৃদয় কম্পিত হয় না?

গ। ঘটনা-চক্রে যাহা ঘটে, তাহার জন্য হৃদয় কাঁপিবে কেন? সেরূপ স্থলে স্ত্রীলোকেরা ভীত হইতে পারে,—পুরুষের ভয় হইবে কেন?

ভূ। এদণ্ড হইতে তোমার অব্যাহতি নাই।

গ। তাহা আমিও বুঝিতেছি।

ভূ। আর যদি কোন গুপ্ত রহস্য—যাহা তুমি বলিতে

রাজা বিজয়চাঁদ ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কোন গুপ্ত কথা বলিয়াছে নাকি ?"

ভূ। না, কিছুই বলে নাই। তাহার আগাগোড়া দুষ্টুমি। নিশ্চয় সে প্রতারণা করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে ঐরূপ একটা মিথ্যা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতেছে।

বি। তাহার সম্বন্ধে কি বিবেচনা কর ?

ভূ। গণেশলাল অতি ভয়ানক লোক। তাহার দ্বারা রাজ্যের ঘোর অনিষ্ট সংঘটন হইতে পারে,—তাহার জীবন নষ্ট করাই যুক্তিযুক্ত।

বি। তবে তাহাই। তাহার নির্ব্বাসন দণ্ডের সময় আদেশ ছিল, এ রাজ্যে আসিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

ভূ। প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানই কর্ত্তব্য।

বি। কিন্তু ভূধরচাঁদ, আমার প্রাণের অন্ধকার যেন ক্রমশই ঘনাইয়া আসিতেছে। ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি উৎকণ্ঠিত হইতেছি।

ভূ। সে কি মহারাজ,—কিসের উৎকণ্ঠা, কিসের অমঙ্গল আশঙ্কা ?

বি। আমার কোষ্ঠীর ফল যাহা, তাহাত শুনিয়াছ, গণেশলালই না হয়, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া বলিয়াছিল—কিন্তু বাস্তবিক কোষ্ঠীতেও বধবন্ধন ও মৃত্যু ঘটিতে পারে, এমন লেখা আছে।

ভূ। ত্রিপাপগ্রহের সমাবেশ কতলোকের জীবনেই ঘটিয়া থাকে—তাহাদের কি উহার ফল হয় ? বিশেষতঃ লেখা আছে—

স। যদি তুমি পাপ-পথ পরিত্যাগ কর—যদি ভবানীর কথা আর মনে স্থান না দাও—তবে আমি তোমার মুক্তির পথ করিয়া দিতে পারি—তুমি এরাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বাস কর।

গ। আর যদি রাজকুমারী ভবানীর আশা পরিত্যাগ না করি?

স। আমি তাহা হইলে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব না।

গ। কেন?

স। তিনি নিষ্পাপ হৃদয়া বিধবা—ব্রহ্মচারিণী—আমাদের রাজকন্যা—তাঁহার অনিষ্ট কার্য্যের সহায়তা আমি করিতে পারিব না।

গ। তবে এ পাপীকে উদ্ধার করিতে প্রেয়াস পাইলে কেন?

স। তুমি বন্ধু—যদি এখনও তোমার মতি-গতি ফেরে,—এখনও তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারি।

গ। শোন সনাতন, যে লালসায় আমি জ্বলিতেছি, তাহা অরুন্ধতীর অনল ছটা নহে,—তাহা হৃদয়দেশের যমাষ্টকের মহা-মায়ী রৌদ্র। তুমি আমাকে বুঝাইতেছ,—পূর্ব্বে একে একে সকল বন্ধুই আমাকে বুঝাইয়াছেন—কিন্তু আমার জীবনের ঐ এক লালসা। যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ ঐ লালসা-রৌদ্র অস্তমিত হইবে না। আমার ধর্ম্ম নাই, হৃদয় নাই—পাপপুণ্য জ্ঞান নাই,—আছে শুধু কতকগুলা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রজন্তুর আবেগবৃত্তি। আমি মাঝে মাঝে সেগুলাকে আহার-পরিতৃপ্তি দিয়া পোষমানাইয়া রাখি। আমাকে বুঝাইয়া কি করিবে?

তোমাকে মুক্ত করিব,—তোমার কাতরতা পূর্ণ মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে—তোমায় মুক্ত করিব। কিন্তু পূর্ব্ব বন্ধুর কথাটি স্মরণ রাখিও—এদেশে আর আসিও না আসিলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি।

গণেশলাল কোন কথা কহিল না। সনাতন বলিল,—"তবে ওঠ।"

গণেশলাল উঠিয়া দাঁড়াইল। সনাতন দাসও উঠিল,—তারপরে উভয়ে ধীরে ধীরে কারাগারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রহরী বলিল—"কেও?"

সনাতন দাস বলিল,—"আমরা।"

প্র। আমরা কে কে?

স। যে দুইজন কারাধ্যক্ষের আদেশে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

প্র। তুমিইত প্রবেশ করিয়াছিলে,—উহাকে কোথায় পাইলে?

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ—আমারা দুইজনেই প্রবেশ করিয়াছিলাম, এই দেখ,—আদেশলিপি দেখ। আর আমাদিগকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও—কারাধ্যক্ষ বলিয়া দিলেন, শীঘ্র বাহির হইয়া যাও। রাজবাড়ী হইতে বিশেষ কার্য্য জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এখন কারাগারে আসিবার সম্ভব।

প্রহরী বিপদে পড়িল। সে আদেশলিপি পড়িতে পারিল না,—কেন না সে লেখাপড়া জানে না। আবার কারাধ্যক্ষের আদেশ শীঘ্র বাহির হইয়া যাওয়া—উচ্চ কর্ম্মচারী একজন আসিতেছেন। সে বিবেচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না—অগত্যা পথ ছাড়িয়া দিল।

স। যদি তাহাই হয়, তবে অপর্ণাদেবীর ইচ্ছায় যেন আর দেখা না হয়।

গ। এক্ষণে চলিলাম।

স। বন্ধু বিয়োগের অন্তর যাতনা বোঝ কি গণেশলাল? যদি বুঝিতে পার—তবে প্রাণে ধর্ম্মভাব আনিও। চরিত্র সংশোধন করিও—আবার ফিরিয়া আসিও। এই দেখ. তপ্ত অশ্রুধারা কিরূপে গণ্ডদেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে।

গণেশলাল আর কোন কথা কহিল না। সে দ্রুততর গমনে চলিয়া গেল। সনাতন উত্তরীয় বস্ত্রে চক্ষুর জল মুছিয়া নগরাভিমুখে ফিরিয়া আসিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে কারাধ্যক্ষ দেখিলেন—বন্দী গণেশলাল পলায়ন করিয়াছে। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল—"আপনার আদেশলিপি দেখাইয়া দুইজন লোক রাত্রি অবসান-কালে কারাগার হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।"

কারাধ্যক্ষ নিজের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন,—প্রহরীকে সে সম্বন্ধে—কোনরূপে তাড়না করিতে পারিলেন না। যদিও তিনি সনাতন দাসকে একজনের গমনাগমনের আদেশ-লিপি প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি প্রহরীকে বঞ্চনা করিয়া তাহারা দুইজন পলায়ন করিয়াছে,—সেজন্য প্রহরীকে কিছু বলিতে পারিলেন না। বলিতে গেলেই গোল হইয়া

হইলেন। ভূধরচাঁদ বলিলেন,—"মহারাজ, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। যদি গণেশলাল নগর মধ্যে কোথাও থাকে,—বিশ্বস্ত গোয়েন্দাগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে,—নিশ্চয়ই তাহাকে তাহারা ধৃত করিতে পারিবে। নগরের বাহিরে কোন পল্লী মধ্যে থাকিলেও তাহারা ধরিয়া আনিবে। আর যদি মহারাজের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন সুদূর প্রদেশে চলিয়া গিয়া থাকে—তবে আর কি হইবে; কিন্তু কোটালগণকে সবিশেষ রূপে সাবধান করিয়া দিতে হইবে,—নগরে কোন সন্ন্যাসী-মহান্ত ফকির-বৈষ্ণব বা বণিক্ আদি আসিলেই তাহাদিগের গতিবিধির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখে,—এবং আবশ্যক বুঝিলে তাহাদিগের বিষয় দরবারে অবগত করায়।"

রাজা বিজয়চাঁদ আরও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"এতদ্ভিন্ন এখনকার করণীয় আর কি আছে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় আমার চিত্ত যেন কেমন খারাপ হইয়া উঠিতেছে। বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মধ্যে কোন্ অশুভ তত্ত্বের গুপ্তবীজ নিহিত আছে। যাইহোক্, নবদ্বীপে লোক পাঠাইবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছ?"

ভূ। আজ্ঞে মহারাজের আদেশে অদ্য প্রত্যূষেই দুইজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে নবদ্বীপে পাঠান হইয়াছে।

বি। শোন ভূধরচাঁদ,—তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়াছ—ক্রমে ক্রমে আমি তোমার গুণে অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। তোমাকে আমার প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিব।

ভূ। দাসের তো ভাগ্যের সীমা নাই।

বি। কেন?

কা। কামনার জন্য। কামনার কর্ম্মইত অদৃষ্ট গড়াইয়া দেয়?

বি। এরূপ বিপদে আপনি কি উপদেশ দিতেন?

কা। আমি উপদেশ কি দিতাম? আমি উপদেশ দিতাম, প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া—হৃদয় ভরিয়া গাহিয়া ত্রিপাপগ্রহের ফল-ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।

বি। প্রভু, আপনি সংসারের মায়া-মুক্ত মানুষ, তাই সকল বিষয়েই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। বেদনার বিষয়ও গ্রাহ্য করেন না। ব্যথিতের করুণ স্বরও উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

কা। না না, বিজয়চাঁদ,—আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণে কখনও মানুষের প্রাণের ব্যথা বা দুঃখ দারিদ্রের অমর্য্যাদা করিতে জানে না। তবে ব্রাহ্মণ জানে, পূর্ব্বসঞ্চিত অদৃষ্টের কষাঘাতটা বুক পাতিয়া সহ্য করিয়া লইতে—তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া ঘাঁটিয়া ঘুটিয়া ফেনাইয়া তুলিয়া আবার নূতন অদৃষ্টের সৃজন করিবার পক্ষপাতী নহে। তাই আমি উপহাস করি নাই—আমি বলিয়াছি, মায়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগে প্রস্তুত হইতে।

বি। আপনি দয়া করিলে, ত্রিপাপগ্রহের সঞ্চার ফল ঝটতি বিদূরিত করিতে পারেন,—কিন্তু সে দয়া হইবে কি?

কা। আমি জানি, মায়ের নাম করিতে। তাও পাপগ্রহ কাটাইতে সে ভবভয় নিবারণ করা নাম লইতে নিষেধ করি। সর্ব্বভয়—সর্ব্বদুঃখ—সর্ব্বসন্তাপ একেবারে নিবারণ করিতে সে নাম লও—কেন দুঃখের একবিন্দু নিবারণ করিতে তাঁহাকে ডাকা? মশা মারিতে কামান পাতা কেন?

রাণী শৈলেশ্বরী বলিলেন,—"ভবানী যখন জন্মগ্রহণ করে, তার আগে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম—তোমার তা মনে আছে ?"

বি। হাঁ, আছে। তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলে দেবী অপর্ণা যেন তাঁহার এক যোগিনীকে লইয়া আসিয়া তোমার গর্ভে প্রবেশ করাইয়া দিতেছিলেন।

শৈ। হ্যাঁ। কিন্তু সে স্বপ্ন ঠিক। ভবানী এখন প্রকৃত যোগিনী। সে দুই তিন দিন না খাইয়া ধ্যানে বসিয়া থাকে,—তখন সে মৃত কি জীবিত, তাহা স্থির করা যায় না। আর দিন দিন তাহার মুখের জ্যোতি যেন দেবতার মত হইয়া উঠিতেছে।

বি। মায়ের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইয়াছে।

শৈ। বেলা হইয়াছে, স্নান করিতে চল।

বি। স্নানের বেলা হইয়াছে ?

শৈ। অনেকক্ষণ।

বি। তবে চল।

রাজা ও রাণী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহানগরী দিল্লী যুগ হইতে যুগান্তর কাল পর্য্যন্ত ভারত সাম্রাজ্যের রত্ন সিংহাসন বক্ষে করিয়া গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাম্রাজ্যের পর সামাজ্য,—সম্রাটের পর সম্রাটের পরিবর্ত্তন হইতেছে,—কালস্রোতে পুরাতন ভাসিয়া যাইতেছে—

থাকিবে, কোথায় বাসা করিবে—তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সরাই খুঁজিয়া মিলিল না,—আড্ডায় স্থান হইল না। বিদেশী ও দরিদ্র দেখিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না। দরিদ্রের আশ্রয়—দরিদ্রের স্থান আছে, গণেশলাল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিল না। সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

গণেশলাল যখন বাদশাহ ভবনের অনতিদূরে একটা আলোক-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া হতাশ-নয়নের ঔৎসুক্যের চাহনীতে চাহিয়া চাহিয়া সেই গর্ব্বোন্নত বিরাট প্রাসাদশ্রেণী দেখিতেছিল, তখন সেখানে একজন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ, গায়ে চাপকান্, পায়ে পায়জামা ও কামদার নাগরা জুতা।

কর্ম্মচারীর দৃষ্টি গণেশলালের উপর পতিত হইল। তিনি তাহাকে বিদেশী বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?"

গণেশলাল তাহার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আমি বিদেশী, সবে দিল্লী নগরে আসিয়াছি। আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়াছি,—কোথাও পাইলাম না। এখন নিতান্ত অনুপায় হইয়াছি।"

ক। পরন পরিচ্ছদ দেখিয়া তোমাকে হিন্দু বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।

গ। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন;—আমি হিন্দু—ক্ষত্রিয়।

ক। কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার বাড়ী কোথায়?

গ। আমার বাড়ী—বাড়ীর নাম করিলে চিনিবেন না—সে

আমীর মীরজুম্‌লা তাহার অনেক আগেই তাহার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গণেশলাল সে অসূর্য্যম্পশ্য বাদশাহ ভবনের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে দীনরামের আশ্রমানুসন্ধানে গমন করুন, কিন্তু উপন্যাসলেখক ও পাঠকের সে সুবিধা আছে। তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানে ভ্রমণ ও দর্শন করিতে পারেন। এজন্য, অনেকে উপন্যাসলেখক ও পাঠকগণকে বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন,—যেহেতু তাহাদের সর্ব্বত্র গতি— এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ লইয়া সর্ব্বত্র—সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দেয়। আমরা বলি, উপমাটি সর্ব্বত্র সমীচীন না হইলেও অর্থাৎ উপন্যাস লেখক ও পাঠক খোদ বায়ু না হইলেও উপন্যাস লেখা ও পড়া যে, বায়ুর কার্য্য তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা বায়ুই হই, আর বায়ুর অধীনই হই,—একবার বাদশাহের অন্দরে ভ্রমণ করিতেই হইবে। অতএব, পাঠকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

বাদশাহ-অন্দরে—কক্ষে কক্ষে শত শত রত্ন দীপে সুগন্ধি তৈলে উজ্জ্বল বর্ত্তি কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। কক্ষে কক্ষে সুগন্ধি কোমল শ্বেত পীত লোহিত পুষ্পের শয্যা, পুষ্পের স্তবক, পুষ্পের মালা পুষ্পের ব্যজনী। কক্ষে কক্ষে বাঁশরী, বীণ, বেহালা, মৃদঙ্গ মধুর হইতে মধুর স্বরে বাজিতেছিল। কক্ষে কক্ষে সুন্দরীর

সৌন্দর্য্য লাবণ্য তরল সুরভি-মদিরা ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিয়া খেলিয়া ফিরিতেছিল। কক্ষে কক্ষে কিন্নরীর কণ্ঠোচ্ছ্বাসে মধু-বর্ষণ হইতেছিল। বাহিরের সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসার-কল্লোল সেখানে পঁহুছিতে পারে না—সেখানে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস, তখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তরবারি ও বর্ষাধারিণী তাতার, জর্জ্জিয়া ও হাবসীদেশের রমণীগণ সে অন্তঃপুরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া দ্বার রক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের হাতে অস্ত্র—কটিতে অস্ত্র; পৃষ্ঠে কালফণিনী তুল্য দুল্যমান বেণী, আর নয়নে বিদ্যুৎ, অধরে হাসি।

রাত্রি প্রহর বাজিয়া গেল। বেগম মহলের উজ্জ্বল দীপ আরও উজ্জ্বল হইল,—ফুলের সৌরভ আরও ছুটিয়া ছুটিয়া ধাবিত হইল। অর্দ্ধোন্মুক্ত পীবর বক্ষ আরও কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া—সৌন্দর্য্যের ললাম বেগমগণ আতর-গোলাপের সুবাস ছুটাইয়া দিলেন। এই সময় বাদশাহ নামদারের বেগমমহলে আসিবার সময়। বাদশাহ আসিলেন,—শত শত নৈশফুল্ল ফুলের হাসি—আদর-আহ্বান উপেক্ষা করিয়া বাদশাহ একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সে কক্ষে একখানি হস্তীদন্ত বিনির্ম্মিত পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার উপরে যেন অপার্থিব চন্দ্র-মল্লিকার খুব গভীর বিচিত্র মসনদ পাতা—সে মসনদের উপর অপ্সরা সুন্দরী মোহময়ী সৌন্দর্য্যকন্যার মত এক যুবতী শুইয়া আছে। সচন্দ্র, ঘনীভূত জ্যোৎস্নাচূর্ণ করিয়া কে যেন তাহার যৌবনপূর্ণ কপোল-ললাটের উপর থুপ্পিয়া থুপিয়া মাখাইয়া দিয়াছে—যেন কোন কারণে বনদেবতা আসিয়া, কহ্লার—পারিজাতের গোপনীয় অলক্তক-

বা। যাক্,—তবে আর বলিয়া কাজ নাই।

বে। তোমার কাছে—মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের কাছে সে কথা বলিতেই হইবে। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা হউক—স্বপ্ন চিন্তাস্রোতের বুদ্বুদ হউক, তবু সে কথা তোমাকে বলিব। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত সে কথার কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে।

বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন,—"কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, বল, প্রাণাধিকে।

বে। সে কথা বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে,—স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, যেন পৃথিবী ছাইয়া রক্তমেঘের উদয় হইয়াছে। সেই রক্তমেঘের মধ্য হইতে এক রক্তবর্ণা রমণী নামিয়া আসিলেন,—তাঁহার মুখে কি যেন এক ব্যঙ্গের হাসি খেলিতেছিল। তিনি যেন আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম—"তুমি কে গা?"

তিনি বলিলেন,—"আমি জগতের সৃষ্টি করি। তোমার স্বামী ভারতের বাদশাহ। তাঁহার অত্যাচারে ভারত টলমল করিতেছে,—তাই মোগল-বিনাশের বীজরূপে আসিয়াছি। আমি উৎপত্তির বীজ—আমি এক শ্বেত জাতিকে আনিয়াছি—তাহাদিগেরই শান্তি-হস্তে ভারত রক্ষা পাইবে।"

বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার স্বপ্ন যেন হিন্দুকাফেরদের মহাভারত—আজগুবি কাহিনীর ভাণ্ডার!"

বে। প্রিয়তম,—শোন, তার পরে শোন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার স্বামী মুল্লুকের বাদশাহ কি অত্যাচার করিতেছেন?

বাদশাহ হাসিয়া বলিলেন—"সে কি উত্তর করিল?"

বে। তিনি বলিলেন,—"জাতিও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই রাজার ধর্ম্ম। ঔরঙ্গজেবের তাহা নাই। তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া হিন্দুপ্রজার প্রাণে ব্যাথা দিতেছেন। সেই বেদনার কি প্রতিকার নাই? বাদশাহ ভাবেননা যে, বাদশাহের উপর বাদশাহ আছেন, অত্যাচারের প্রতিকার আছে,—তবে এক দিনেই সে কার্য্য সাধিত হয় না। আমি বীজ বপন করিলাম—কালে, এই বীজে বৃহৎ মহীরুহ দেখা দিবে।"

বা। হো হো! ভারি মজার কথা,—আমি দুই একজন হিন্দুকাফেরের মুখে ঐরূপ কাঁদুনীর কথা শুনিয়াছি। তুমিও বোধ হয় ঐরূপ কথা কোথাও শুনিয়া থাকিবে,—তাহারই চিন্তা-তব নিদ্রাকালে স্ফুরণ হইয়াছে।

বে। না জাঁহাপনা,—আমি কোন হিন্দুর মুখে কখনও এমন কথা শুনি নাই। কোন বাঁদীও হিন্দুর কথার এমন প্রতিধ্বনি আমার নিকটে করে নাই। আমি একটি কথা বলিব?

বা। কি..বলিবে, বল? আমি তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—আমার নিকটে তোমার কোন কথা অবক্তব্য নাই।

বে। তুমি ধার্ম্মিক—মুসলমানগণ তোমাকে পয়গম্বর বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকে। তুমি বাদশাহ নবাবগণের মত মদ খাও না—তুমি রোজা-নেমাজ না করিয়া অতি প্রিয় রাজকার্য্যেও মনোনিবেশ কর না। কিন্তু জাঁহাপনা,—পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কেন কর? কেন হিন্দুর দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া, কেন হিন্দুর যজ্ঞশালা ভাঙ্গিয়া দিয়া, কেন হিন্দুর হোমানল-শিখা নিবাইয়া দিয়া আনন্দ পাও? অমন কার্য্য করিও না—অন্ততঃ প্রজার প্রাণে ব্যাথা লাগে বলিয়াও সে কার্য্য হইতে বিরত হও।

হিন্দুর ন্যায় ইহারা ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগ করে না—এদেশের বুঝি এইরূপ রীতি।

গণেশলাল একজন ভৃত্যকে আমীরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। ভৃত্য বলিল,—"তুমি কি নূতন আসিয়াছ? আমীর-ওমরাহগণ কি এত সকালে শয্যাত্যাগ করেন? বেলা দেড়প্রহরের সময় দেখা করিতে আসিও।"

গণেশলাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না যে, আমীর-ওমারাহগণ রাত্রি জাগিয়া কি করেন! রাত্রি না জাগিলেই বা এত বেলা কি ঘুমাইতে পারে? আমীর-ওমারাহওত মানুষ!

গণেশলাল ভৃত্যের আদেশ লইয়া সেই স্থানে বসিয়া থাকিল। সেখানে বসিয়া সে একা—একা পাইলে চিন্তা সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া আপন কার্য্য করিতে থাকে। চিন্তা আবার একা আসে না;—প্রবৃত্তি সহচরীকে সঙ্গে আনে। প্রবৃত্তি আবার দুইটি—সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। চিন্তা তাহাদিগকে মধ্যস্থ করিয়া আপন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিতে মহাতর্ক উপস্থিত হইল। সুপ্রবৃত্তি বলিল,—"বলিতে কি, এটা একটা মহা কর্ম্মভোগ।"

কুপ্রবৃত্তি জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

সু। কেন আর বুঝিতে পারিতেছ না? এই দীর্ঘ দিন পথ হাটিয়া নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়া এই একা বসিয়া হাপু গণিতেছি।

কু। একটা বৃহৎ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলে, এমন একটু কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

সু। বৃহৎ কার্য্যটা কি?

কু। ভবানী লাভ।

সু। কি আপদ! ভবানী বিধবা—ভবানী ব্রহ্মচারিণী—তাহার উপরে এত আক্রোশ করা কি ভাল! সনাতন দাস সেত প্রাণের বন্ধু—জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কারাগারে আসিয়া উদ্ধার করিয়া দিল—কিন্তু সেও ভবানীর কথা ভুলিতে বলিল। তাকে কি ভুলা যায় না?

কু। ভুলাইবা কেন? যে পুরুষ জগতে আসিয়া আপনার একটা বাসনা পূর্ণ করিতে না পারিল,—তাহার আর পুরুষত্ব কি! তাহার আবার বাঁচিয়া লাভ কি!

সু। পুরুষত্ব সাধনা করিতে গিয়া যদি পরের—পর ধর্ম্মীর কৃপাকণার ভিখারী হইতে হয়,—তবে সে পুরুষত্বে লাভ কি?

কু। ইহাতে কোন দোষ হয় না। আপন কার্য্য সাধন করিতে—স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে সব করা যায়।

সু। এর কুফল ভোগ করিতে হইবে।

কু। কি প্রকারে?

সু। নানা প্রকারে।

কু। এক একটা করিয়া বল?

সু। ক্রমে জানিতে পারিবে।

কু। তা পারি পারিব,—তথাপি ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করিতে বিরত হইব না।

এই সময় দুইজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। অন্যান্য ভৃত্যমহলে ব্যতিব্যস্ত ভাব জাগিয়া উঠিল। গণেশলাল জিজ্ঞাসায় জানিলেন,—আমীর আসিতেছেন

আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আমীর মাঁর জুম্‌লা বৈঠকখানা

গ। আজ্ঞা না।

আ। তবে কি ?

গ। মেয়েটি বিধবা।

আ। তুমি কি তাহাকে নেকা করিতে ইচ্ছা কর ?

গ। আজ্ঞা হাঁ।

আ। তোমাদের শাস্ত্রেত নেকার ব্যবস্থা নাই ?

গ। না নেকার ব্যবস্থা নাই,—আবার আছেও।

আ। যে মতে আছে, সে মত তোমাদের মধ্যে চলে না। যাক্, তারপর ?

গ। আমি সেই মেয়েটিকে দেখিয়া মনে মনে মুগ্ধ হই—রাজা তাহা জানিতে পারেন, আমাকে তাই নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আ। এখন তুমি কি করিতে চাহ ?

গ। হজুর, আমি সুবিচার চাহি।

আ। সুবিচার ?—না না, সে রাজা আমাদের অধীন নহে—সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

গ। তাহার স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া সে রাজ্য আপনাদেব করুন।

আ। দুই দুইবার সে চেষ্টা করা হইয়াছে—কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে।

গ। একবারত্ এই সেদিন,—আর একবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আক্রমণ করা হইয়াছিল বটে। তখনকার আপনাদের পরাজয়ের কিকারণ নির্দ্দিষ্ট করেন ?

আ। পথ নাই—ভয়ানক জঙ্গলাবৃত দেশ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আমখাস দরবারে ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। সমস্ত গৃহে মণি-মরকতের জ্যোতি—স্ফটিকাধারে উজ্জ্বল দীপজ্যোতি আর তাঁহার পরিধেয় পোষাকের হীরা মণি মাণিক্যের জ্যোতিতে জ্যোতির লহর-লীলা খেলিতেছে। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরিগণ রক্ত পোষক পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান। গণেশলাল আমীর মীর জুম্‌লার লিপি দেখাইয়া অনেকক্ষণ হইল, সে গৃহে আসিয়া বসিয়া আছে,—কিন্তু এত শোভা—এত অস্ত্র—এত অস্ত্রধারী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহার কণ্ঠৌষ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে—মুখে ধূলা বাঁটিয়া গিয়াছে। আমীর মীর জুম্‌লাও ঔরঙ্গজেবের পার্শ্বে অপর একখানি আসনে সমাসীন হইয়াছেন।

অন্যান্য নানা কথার পর আমীর মীর জুম্‌লা বলিলেন,—"খোদাবন্দ, ঐ সেই বিদেশী যুবক।"

ঔরঙ্গজেব একবার গণেশলালের দিকে চাহিলেন। গণেশলালের বোধ হইল, একটা বৈদ্যুতিক আভা আসিয়া তাহার শরীরের সমস্ত রক্তটুকু জমাট পাকাইয়া দিয়া গেল।

ঔরঙ্গজেব বলিলেন,—"বিদেশী যুবক, তোমার নাম কি?"

গণেশলাল উঠিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, অধীনের নাম গণেশলাল।"

ঔ। তোমার সব কথা আমি আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ প্রধান সেনাপতি আমীর মীর জুম্‌লা সাহেবের নিকট শুনিয়াছি। তোমাকে আমি কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

রাজা ধ্বংস করিয়া খোদাতালার আজ্ঞা পালন করা হয়। তৃতীয়তঃ একটা দেব পীঠ চূর্ণ করিয়া পৌত্তলিকতা নিবারণ করা হয়। চতুর্থতঃ একটি বিধবার নেকা দিয়া,—তাহাকে মোসলেম ধর্ম্মের পবিত্র কিরণে আনা হয়। তোমাকে মুসলমান হইতেই হইবে।"

গ। হজুর,—সে কবে?

ঔ। আগামী প্রভাতে। তারপর, আগামী পরশ্বঃই সে দেশে সৈন্য প্রেরিত হইবে। তোমাকে সঙ্গে লইয়া বহুসহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রধান সেনাপতি আমীর মীর জুম্‌লা সাহেব স্বয়ংই সে যুদ্ধে যাত্রা করিবেন।

গণেশলাল বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

আমীর মীরজুম্‌লা বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

ঔরঙ্গ-জেব আমীর মীরজুম্‌লার উপরে গণেশলালকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ভার অর্পণ করিয়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

আমীরের ইঙ্গিতে গণেশলাল যথাবিধি কুর্ণিস্ আদি করিয়া বিদায় হইল।

সে একেবারে তাহার বাসায় গিয়া পঁহুছিল। সেখানে আহারাদি প্রস্তুত ছিল,—আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি দুইটির আবির্ভাব হইল। সুপ্রবৃত্তি বলিল,—"তবে মুসলমান হওয়াই স্থির?"

কু। মুসলমান হইলে ক্ষতি কি? মুসলমান হইয়া যদি বাদসাহের মনোমত কাজ করি—নিশ্চয়ই পদোন্নতি হইবে।

তারপরে ভবানীকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে নেকা পুষিতে পারিব। জাতি লইয়া—ধর্ম্ম লইয়া কি ধুইয়া খাইব!

সু। আর ভবানী যদি মুসলমানকে স্পর্শ না করে?

কু। ভবানী কি ইচ্ছা করিয়া করিবে? তার বাবাকে বাঁধিয়া আনিব,—তাহাকে ধরিয়া আনিব। সে তখন অধীন—আমার অধীন—তাহাকে যাহা বলিব, সে তাহাই করিবে। বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে, তখন ফোঁস-ফোসানি সার হইবে।

সু। কেন ক্ষত্রিয়ের মেয়ে কি মরিতে জানে না?

কু। মরিতে দিলেত মরিবে? যার জন্যে এত,—তাকে কি হাতছাড়া করা হবে!

সু। অপর্ণাদেবীর পাষাণ-পীঠ ভাঙ্গা কেন?

কু। নতুবা কিছুতেই রাজমহাল জয় করা যাবে না।

সু। হাতে যে কুড়ি হবে।

কু। সে ভার মুসলমানের উপর।

সু। কার মন্ত্রণায় সে কাজ হবে?

কু। হিন্দুর দেবতা মুসলমানের কিছু করিতে পারে না,—এ কথা অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি,—অনেক যায়গায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আমিও তখন মুসলমান হব। আমার আর কি করিবে?

সু। মুসলমান হ'য়ে গোমাংস খাওয়া যাবে?

কু। না হয়, সেটা নাই খাব।

সু। যারা খায়, তাদের সঙ্গে খেতে হ'লে বাদ দেওয়া যাবে কি প্রকারে?

কু। খাব না—অন্য জিনিষ খাব?

দেখিতেছ,—ওগুলি তোমার হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তি। আমি বাহির হইলাম—আর আসিব না। আমাকে তবে কি সত্য সত্যই বিদায় দিলে?

গ। হাঁ, তা দিলাম বৈ কি।

ব্র। জন্ম জন্মের সাধনার বলে যে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য তাহা হারাইয়া ফেলিলে,—আর পাইবে না। আমি চলিলাম।

গণেশলাল সেকথার কোন উত্তর করিতে পারিল না। ব্রহ্মচারী বেশধারী ক্ষত্রিয়-বীর্য্য তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তারপরে গণেশলাল স্তম্ভিত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া দেখিল—তাহার বক্ষস্থল যেন বজ্রস্বরে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উষ্ণ গাঢ় লোহিত রক্ত স্রোতের ধারা সেস্থান দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই রক্তধারার উপর দিয়া গণেশলালের স্বর্গীয় পিতৃ মূর্ত্তি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরেই সেই পথে তাহার স্নেহ-করুণাময়ী মাতৃ-মূর্ত্তিও চলিয়া যান,—গণেশলাল কাঁদিয়া ফেলিল। ডাকিল,—"মা! তুমিও কি যাবে?" ..

সেই স্নেহ করুণা মূর্ত্তি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সজল নয়নে বলিলেন,—"পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তিতে মানুষ সঞ্জীবিত থাকে,—তুমি জাতীয়বীর্য্য হারাইলে—জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করিলে,—পিতৃশক্তি মাতৃ-শক্তিও তোমার আর থাকিতে পারে না। দুগ্ধে যেমন নবনীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়াই অবস্থান করে,—মাতৃ-শক্তি ও পিতৃ-শক্তিও তদ্রূপ জীবের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিয়াই অবস্থান করে। গণেশ,—কুলাঙ্গার গণেশ তোমায় ছাড়িয়া আমরা চলিলাম—আর আসিব না। তুমি স্বহস্তে আমাদিগকে বলি দিলে।"

গণেশলাল এবার বড় ব্যথিত হইল। সে কাঁদিয়া উঠিল,—

মর্ম্মযন্ত্রণার ক্রন্দন তাড়নে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিল,—উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রভাতের প্রখর রশ্মি তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে,—রাত্রি আর নাই।

তাহার বুকের ভিতর হৈমন্তী প্রদোষের মত উদাস করুণ ভাব জাগিয়া বসিয়াছিল। সে শয্যা-ত্যাগ করিয়া বাহির হইল।

বাহিরে যাইতেই দেখিল, এক মোল্লা তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। গণেশলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি চান?"

মো। তোমাকে লইতে আসিয়াছি।

গ। আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন?

মো। মস্‌জিদে।

গ। কেন?

মো। তুমি সেখানে পবিত্র মোস্‌লেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে।

গ। আজ আমার যাওয়া হইবে না।

মো। সে কি?

গ। আমার শরীর ও মন বড় অসুস্থ।

মো। তাহা হইতে পারে না,—অনেক পবিত্রাত্মা মুসলমান ভ্রাতা তোমার উদ্ধার কার্য্যের অপেক্ষা করিতেছেন।

গ। আমি যদি আ'জ উদ্ধার না হই?

মো। বাদশাহের আদেশ,—তাঁহার নিকটে তুমি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছ। বাদশাহের নিকট স্বীকার করিয়া আসিয়া সে কথা পালন না করিলে, তাহার ফল কি জান?

গ। তা জানি।

মো। কি বল দেখি?

লইতে হইবে,—একটা বস্ত্রাবাসমধ্যে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারা-গণের আহার প্রস্তুত হইল। গণেশলালও সেখানে আহূত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আহারীয় কিঞ্চিৎ দূরে—কিঞ্চিৎ পৃথক্ ভাবে। গণেশলাল তাহাতে অপমান জ্ঞান করিলেন। আমীর মীর জুম্‌লা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"বন্ধু গয়েসউদ্দীন, তুমি সে দিনমাত্র মুসলমান হইয়াছ, তাই ভদ্র মুসলমানগণ এখনও তোমার সহিত একত্রে বসিয়া আহারাদি করিতে লজ্জা বোধ করেন,—ক্রমে ক্রমে সকলই হইবে।"

গণেশলালের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। মনে হইল,—"হায়, কি কাজই করিয়াছি। মুসলমানকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা স্নানে শুদ্ধিলাভ করিতাম—আর মুসলমানেরা আমার সঙ্গে আহার করিতে অপবিত্র জ্ঞান করিতেছে।"

কিন্তু তখন উপায় কি? মনে হইল—যাহা করিয়াছি, উপায় নাই। মজিয়াছি নিজেই মজিয়াছি;—মরিতে নিজেই মরিয়াছি;—স্বদেশ ও স্বজাতিকে মারি কেন? নিজে আত্ম হত্যা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এখনও ফিরি। কিন্তু ভবানী? ভবানীকে পাইলে সকল জ্বালা ফুরাইবে। গয়েসউদ্দীন হইয়া ভবানীকে ফৈজিবিবি বানাইয়া দিল্লীসহরে বস-বাস করিব। সে কি জীবন্তে স্বর্গ সুখ নয়? গণেশলাল আশায় বুক বাঁধিল!

আমীর মীর জুম্‌লা গণেশলালকে সর্ব্বদাই চক্ষুতে চক্ষুতে রাখিতেন; কেন না, তিনি জানিতেন, যে একটা স্ত্রীলোকের জন্য স্বজাতি স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ নষ্ট করিতে পারে, সে যে অন্য আর একটা প্রবল প্রলোভনে পড়িলে দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা

করিতে পারিবে না,—তা কে বলিল! গণেশলাল যে পথ দেখাইত,—গণেশলাল যে যুক্তি প্রদান করিত,—আমীর তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখিয়া তবে তাহা করিতেন।

প্রায় একমাস পরে আমীর মীর জুম্‌লা রাজমহলে সীমান্ত-স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন জগতে বর্ষা আগত প্রায়। জ্যৈষ্ঠের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছে—আকাশ ছাইয়া বর্ষার মেঘ ঘুরিয়া বুরিয়া ফিরিতেছে।

আমীর মীর জুম্‌লা গণেশলালকে ও দশ বারজন বিশ্বাসী সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া অতি গুপ্তভাবে রাজ্যের চারিদিকের অবস্থা, জঙ্গল, নদ, নদী প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

গণেশলাল একদিন আমীরকে লইয়া অপর্ণার জঙ্গল সন্নিধানে গমন করিল, এবং বলিল,—"এই জঙ্গলে অপর্ণাদেবীর পাষাণ-পীঠ আছে, আগেই তাহাই লুণ্ঠন ও ভগ্ন করিলে রাজমহল রাজ্য জয় করা সহজ-সাধ্য হইবে।"

আমীর তাহার চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"গয়েসউদ্দীন, বন্ধু—আগে এ কাজে হাত দিলে সুবিধা হইবে না। যেরূপ ঘন জঙ্গল ও করতোয়া নদীদ্বারা এ স্থান আবৃত, তাহাতে ইহা জয়করা সহজ হইবে না। প্রকৃতিদেবী স্বয়ং এস্থানটিকে রক্ষা করিতেছেন। এখানে আরও এক বিপদ আছে।"

গ। কি বিপদ?

আ। সৈন্যগণ যদি নদীপার হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে, আর নদীর এপারে যদি রাজসেনাপতি দুই হাজার সৈন্য লইয়া চারিটি কামান পাতিয়া বসে,—তবে আমাদের আর কাহারও জীবন লইয়া বাহির হইতে হইবে না।

প্রাণপণে যুদ্ধের চেষ্টা করা যাউক—জিতিতে পারিলে তোমারই ষোল আনা।

গণেশলাল বলিল,—"ঠাট্টাই করুন, সত্যই বলুন,—আমি এ যুদ্ধে প্রাণপণে কার্য্য করিব।"

আ। তাহাই কর,—তোমার আশা নিষ্ফল হইবে না।

গ। যদি এ জঙ্গলে আগে আসা বিবেচনা না করেন,—তবে কোন্ পথে নগর অবরোধ করা হইবে, তাহা স্থির করুন।

আ। ভাল, নগরের দক্ষিণ দিক্ দিয়া কতক সৈন্য সের খাঁ লইয়া আক্রমণ করিতে ধাবিত হউন।

গ। আর?

আ। আর,—অপর কতকগুলি সৈন্য লইয়া ফতে আলি খাঁ পূর্ব্বদিক্ দিয়া আক্রমণ করুন।

গ। আপনি?

আ। কেবল আমি কৈন? আমি ও তুমি—দুই বন্ধুতে মাঝা-মাঝি-পথে সৈন্য লইয়া নগর আক্রমণ করিব।

গ। আমি?—আমি কি করিতে যাইব? আপনার সহায় রূপে যাইব—নতুবা আমি অস্ত্র শূন্য,—সৈন্য শূন্য, আমি কি করিব আমীর বাহাদুর?

আ। সে জন্য তুমি দুঃখ করিও না। আমার সঙ্গে পরামর্শ-দাতা রূপে অবস্থান করিলেই অনেক কাজ হইবে।

গ। যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, তাহাই আমার করণীয়।

আ। যে পথে নগরের তোরণ-দ্বার, সে পথ তুমি ভালরূপ চেন?

গ। হাঁ, চিনি।

আ। আমাদিগকে সেই পথেই যাইতে হইবে। রাত্রিকালে দ্রুততর বেগে আমরা সৈন্য লইয়া যাইব,—যেন কোন প্রকারে পথভ্রম না হয়।

গ। না, তা হইবে কেন? এই দেশেই আজন্ম লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি—এই দেশেরই শস্য খাইয়া জীবন রাখিয়াছি,—এই দেশেরই স্বাধীন বাতাসে জীবনের সুখ-স্বাস্থ্য অনুভব করিয়াছি,—এ দেশের পথ ভুলিব?

আ। এইবার এদেশের সে সকলের প্রতিশোধ দাও। ভাল, তোরণে কামান পাতা আছে বলিতে পার?

গ। পারি বৈকি,—একদিন আমি এই রাজ্যে সহকারী সেনাপতি ছিলাম,—আমি জানি না।

আ। কটা কামান আছে?

গ। সম্মুখ বুরুজে চারিটা খুব বড় বড় কামান আছে,—আর প্রাচীরের উপরে সারি সারি আট দশটা আছে।

আ। নগরের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে কি কামান পাতা আছে? নগরের চারি দিকে কি সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা ঘেরা?

গ। হাঁ, সুদৃঢ় প্রাচীরে ঘেরা,—প্রাচীরতলে গড়। প্রাচীরের মাথায় মাথায় কামান সাজান আছে।

আ। চল, এখন আমরা চলিয়া যাই,—রাত্রি আর বড় অধিক নাই।

তখন তাঁহারা যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া সৈন্যাবাস অভিমুখে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাজা বিজয়চাঁদ সংবাদ পাইলেন যে অসংখ্য সৈন্য, অগণিত কামান, এবং গাড়ী গাড়ী অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া স্বয়ং আমীর মীর জুম্‌লা যুদ্ধার্থে নগরোপান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। সে সংবাদ পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন,—তখনও তাঁহার কোষ্ঠীর পাপগ্রহের মিলন-ফাঁড়া কাটে নাই। তখনও নবদ্বীপাগত গ্রহাচার্য্যগণ হোমানলশিখায় আহুত হবির্দ্ধারা গ্রহগণকে প্রসন্ন করিতে পারেন নাই। ত্রিপাপগ্রহের বধ-বন্ধন-ভয়ে তিনি বিচলিত ছিলেন, এক্ষণে আমীরের আগমন সংবাদে অধিকতর বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন আমীর মীর জুম্‌লার নামে সমগ্র ভারতভূমি কম্পিত ছিল।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নহবত খানায় সানাইয়ে ইমন-কল্যাণ বাজিয়া বাজিয়া স্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া পড়িয়াছে।

সামরিক সভা আহ্বান করিয়া মহারাজা বিজয়চাঁদ অমাত্য-বর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন।

বিজয়চাঁদ অতি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—"এবার লক্ষণ ভাল নহে। আমার কোষ্ঠীর ফল যে প্রকার, তদুপযোগী আয়োজনও হইয়াছে। আমীর মীর জুম্‌লার বীর-বাহুর প্রতাপে এবার নিশ্চয়ই রাজমহল চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

ভূধরচাঁদ সগর্ব্বে বলিলেন,—"মহারাজ, ভয় করিতেছেন কেন? আমাদের শরীরে কি ক্ষত্রিয়-রক্ত নাই? মা অপর্ণাদেবী

বি। আর স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগুলি ?

ভূ। তাহারাও মরিবে। কিন্তু মহারাজ, ভয় নাই—মা অপর্ণা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তিনিই রাজমহলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—তিনিই বিপক্ষ-সমরে করাল কৃপাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্তানগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

বি। তাহাই হউক,—যে কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য ?

ভূ। যুদ্ধ করা,—কিন্তু সামরিক দূতের নিকটে অবগত হইলাম, আমীর মীর জুম্‌লা বহু সহস্র সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন,—গতবার মুসলমান-সমরে বাহিরে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মহাভুল করা হইয়াছিল,—মা অপর্ণাদেবী রক্ষা না করিলে, সমূহ বিপদ উপস্থিত হইত। এবারে আর সেরূপ করা হইবে না।

বি। এবার কি করিতে চাহ ?

ভূ। এবারে আমরা নগর মধ্যেই অবস্থান করিব,—মুসলমানে নগর অবরুদ্ধে গোহত্যার প্রথমতঃ আমরা আত্মরক্ষা করিয়া যাইব। তখন নাই,—ঔরঙ্গজেবের বলহানি হইয়া পড়িলে, তখন আক্রমণ করিব। আর এক সুবিধা পাওয়া যাইবে।

বি। কি সুবিধা ?

ভূ। বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল,—করতোয়া দিন দিন ফুলিয়া উঠিতেছে,—চারি দিকের বিল জোল খাল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল বর্ষাবারি পাইয়া কূল হারা হইয়া ভীষণ বেগ ধারণ করিবে। তার উপরে উপর হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলে, এদেশে মুসলমান সৈন্যের অবস্থান করাই দুর্ঘট হইবে। আমরা একটু ধৈর্য্যসহকারে কার্য্য করিলে মুসলমান-সেনা বিনাযুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিবে।

বি। তোমাদের আশা কার্য্যে পরিণত হউক,—মা অপর্ণা-দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তখন সামরিক পরামর্শ সভায় স্থির হইয়া গেল ;—মুসলমান-করে আত্মবিসর্জ্জন করা হইবে না। মরিতে হয়, মরা ভাল,—তথাপি স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ—বিদেশীর চরণে বলি দেওয়া হইবে না। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

তৎপর দিবস হইতেই নগর রক্ষার যথাবিধি আয়োজন করা হইতে লাগিল। নগরের মধ্যে অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষমাত্রেই স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইল।

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে রাজমহলের পুরোদ্বারে—দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া আমীর মীর জুম্‌লার বৃহদায়তন আগ্নেয়াস্ত্র ভীম গর্জ্জনে তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রদান করিল। সেদিকে সপ্তদশটি কামান লইয়া একশত জন পদাতিক শত্রু-সেনার আগমন পথ লক্ষ্য করিয়া অ[illegible]ক্ষা করিতেছিল। অকস্মাৎ বজ্রনিনাদে তাহারা জাগিয়া [illegible] [illegible]মানে অনল জালিয়া মুহূর্মুহুঃ অনলপিণ্ডের বৃষ্টি [illegible]-সেনার অভ্যর্থনা করিল।

ভূধরচাঁদ তখন সহকারী সেনাপতি। সেনাপতিকে সেদিকে রাখিয়া তিনি দক্ষিণদিক্ রক্ষার্থে গমন করিলেন। অপর কয়-দিকে অপর কয়জন সাহসী কর্ম্মচারী বহু সহস্র সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গভীর নিশীথে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কামানের অনল চারি-দিকে জ্বলিয়া উঠিল। বজ্রনিনাদে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল। আমীর মীরজুম্‌লা সৈন্যগণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া নগরের

প্রোৎসাহিত হইল। তাহারা "আল্লা হো আকবর" রবে সান্ধ্য-প্রকৃতির অঙ্গ কাঁপাইয়া দুর্গগমনের উদ্যোগ করিল।

আমীর বাহাদুর বলিলেন,—"কামানবাহী শকট লইয়া গোলন্দাজ-সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হউক। এক একটি কামানের পশ্চাতে সারিবদ্ধ হইয়া পঞ্চাশজন গোলন্দাজ যাইবে,—এমন ভাবে সারি দিতে হইবে, একজন অপারগ বা অকর্ম্মণ্য হইলে, আর একজন সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে।"

গোলন্দাজগণ বীরমদগর্ব্বে হুহুঙ্কার ছাড়িল,—"আল্লা হো আকবর।"

পুনরপি মেঘমন্দ্রস্বরে বলিলেন,—"গোলন্দাজগণের পরেই অশ্বারোহী বন্দুকধারীগণ যাইবে,—তৎপরেই বর্ষাবল্লম শূলধারী-গণ,—তৎপশ্চাতে সঙ্গীনধারীগণ যাইবে। তৎপশ্চাতে আবার কামান লইয়া কামানবাহী শকট ও গোলন্দাজগণ যাইবে,—যদি পশ্চাৎ হইতে হিন্দু-সৈন্য আক্রমণ করে, পশচাতের গোলন্দাজ-গণ তখন কার্য্যারম্ভ ক[illegible] [illegible]দ সেরখাঁ পশ্চাতের সৈন্য চালনা করিবেন,—[illegible]দের সহিত সম্মুখে ধাবিত হইব।"

সৈন্যগণ বীর কোলাহলে—"আল্লা হো আকবর" রবে সান্ধ্য-প্রকৃতির অঙ্গ কাঁপাইয়া দিল।

গণেশলাল আমীর বাহাদুরের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। আমীর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বন্ধু গয়েসউদ্দীন; এই বার তোমার কার্য্যের সময় আসিয়াছে। তোমার ভাবি নেকার বিবিকে খোদা চাহেনত অদ্যই তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারিব—এখন তুমি পথ দেখাইয়া সৈন্যগণকে নগর মধ্যে লইয়া

চল। সাবধানে যাইতে হইবে—আমরা যেন একেবারে ঠিক দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে পারি।

গণেশলাল বলিল,—"তাহাতে ভুল হইবে না।"

আমীর দুই বাহু উত্তোলন করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে সৈন্যগণকে দ্রুততর বেগে গমন করিতে আদেশ করিলেন। রণভেরী মুহুর্মুহুঃ বাজিতে লাগিল। ফাল্গুনের ঝঞ্ঝাবায়ুর মত মুসলমান-সৈন্য "দীন দীন" রবে দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে দুর্গ-খাতে নামিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

নগরের চারি দিকে তখন রণভেরী বাজিতেছিল,—নগরের চারি দিকে তখন কামানের বজ্রনিনাদ হইতেছিল,—নগরের চারি দিকে তখন কামানের কালানল ছুটিতেছিল।

আমীর বাহাদুর সৈন্য লইয়া যখন দুর্গ-খাতে নামিয়াছেন,—পশ্চাতের বহুদূর স্থান ব্যাপিয়া যখন বহু সহস্র সৈন্য ধারা নামিয়া আসিতেছে, তখন হিন্দু-সেনাপতি ভৈরবসিংহ বিপদ গণিলেন। তিনি দেখি[illegible] [illegible]লের ন্যায় মুসলমান-সেনাব্যূহ প্রধাবিত হ[illegible] [illegible]য় রক্ষা করিতে না পারিলে, অচিরেই নগরদ্বা[illegible] [illegible] করিয়া বসিবে। তিনি প্রাণপণে কামানের অনল বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সে জ্বলন্ত অনলে শত শত বীর দুর্গ-খাতে শয়ন করিয়া চির নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল,—তথাপি সৈন্যগতির বিরাম নাই; তথাপি উৎসাহের ভঙ্গ নাই। হিন্দু-সেনাপতি ভৈরবসিংহ আর পারেন না,—নগরদ্বার রক্ষা করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একখানা কালি মাখা হাত ভৈরব-

মধ্যে ভীমনাদে—একেবারে এক সঙ্গে আগ্নেয়গিরির গর্জ্জনে সম্মুখস্থল ফাটিয়া উড়িয়া গেল,—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তথা হইতে অগ্নি ও ধূম নির্গত হইল,—বহুশত সৈন্য—বহুশত কামান—বহুশত শকট তাহার মধ্যে পড়িয়া গেল। কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারী, গণেশলাল ও আমীর মীর জুম্লা পশ্চাতে—প্রায় দুর্গদ্বারের সন্নিকটে ছিলেন,—তাঁহারা মৃত্যু গহ্বরে পতিত হইলেন না, কিন্তু মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন,—পাতাল-গর্ত্ত-বিদারিত ধূমজ্যোতিতে তাঁহাদের চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা গর্ত্ত [illegible] পতিত হইল,—তাহারা আর উঠিল না। জনমের মত তাহাদের জীবনলীলার অবসান হইয়া গেল।

এসকল ভূধরচাঁদের প্রখর বুদ্ধির দুর্ভেদ্য কৌশল। ভূধরচাঁদ যখন হইতে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছিল, তখন হইতেই এসকলের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

দুর্গদ্বারের মধ্যদিকে দুই [illegible] করিয়া অনেক খানি স্থান পাষাণ দ্বারা [illegible] নহে করিয়াছিল এবং তাহার উপরে এক কো[illegible] কাষ্ঠ দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল,—এক্ষণে কৌশলে গোলান্দাজগণকে তাহার মধ্যে রাখিয়া দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। যখন সেনাপতি পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল,—তখন ইঙ্গিত পাইয়া গর্ত্তমধ্য হইতে সৈন্যগণ উঠিয়া কামান দাগিতে বসিল।

এই খাতের দূরে—আরও অনেক খানি জায়গায় পাষাণ দ্বারা গাঁথিয়া, তাহার মধ্যে তীব্র বারুদ পুরিয়া উপরে খিলান করিয়া রাখিয়াছিল,—যখন গোলান্দাজ ও অন্যান্য সেনাগণ তাহার উপরে গিয়াছে,—তখনই তাহাতে অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল,—

বারুদ জ্বলিয়া ভীষণ শব্দ করিয়া খিলান উড়িয়া সৈন্যগণকে সে গহ্বর নিজোদরে পূরিয়া লইয়াছিল।

দুর্গদ্বার বন্ধ হইবামাত্র ভূধরচাঁদ কতকগুলি সৈন্য সহ আসিয়া আমীর মীর জুম্‌লা প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন, এবং দুর্গশীর্ষ হইতে সৈন্যগণ ভীমবিক্রমে কামানের মুখে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

যে সৈন্যগণ দুর্গের বাহিরে ছিল, তাহারা বিপদ দেখিয়া হটিয়া খাত মধ্যে নামিয়া পড়িল। কতক বা কামানের গোলায় প্রাণ হারাইল,—কতক বা অপর পারে উঠিয়া পড়িল, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল। পশ্চাতে সহকারী সেনাপতি সের খাঁ ছিলেন, তিনি আমীর মীর জুম্‌লার বন্দী হওয়ার কথা শুনিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উদ্যম ত্যাগ করিলেন না।

শ্রেণীভঙ্গ, রণশ্রান্ত, ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণকে প্রকৃতিস্থ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিপদের উপরে বিপদের বার্ত্তা তাঁহাকে আকুল করিল। তিনি সংবাদ পাইলেন—পশ্চিম দ্বারের ফতেআলি খাঁ সমরে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া জঙ্গলে মাথা গুঁজিয়াছে।

এখন কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় নুরমামুদ মেধা সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার সহিত মিশিল। নুরমামুদ বলিল—"যে সৈন্য লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার অর্দ্ধেক লইয়া ফিরিয়াছি। এ যুদ্ধে জয়াশা নাই।"

সে। সেনাপতি আমীর বাহাদুর ধৃত ও বন্দী হইয়াছেন।

নু। মহাবীর ফতেআলি খাঁ নিহত হইয়াছেন।

শুনিয়াছে,—ইনি ঔরঙ্গজেবের প্রধানতম সেনাপতি,—আমী মীর জুম্‌লা।”

হিন্দু রাজা—পরভুজ-বলাভিজ্ঞ হিন্দু রাজা—পরসম্মান রক্ষ কাবী হিন্দু রাজা তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—“অগৌণে উহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দাও,- এবং বসিবার জন্য এক খানি উৎকৃষ্ট আসন দাও।”

রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। আমীর মীর জুম্‌লা আসন পরিগ্রহ করিলে, রাজা বলিলেন,—“অপর বন্দিগণেরও বন্ধন মুক্ত করিয়া বসিতে দাও—কেবল গণেশলালের বন্ধন মুক্ত করিও না—বসিতেও দিও না। উহাকে কারাগারে লইয়া যাও।”

আমীর মীর জুম্‌লা বলিলেন,—“মহারাজ, বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কর্ম্মচারী বলিয়া যদি আমাদিগকে সম্মান করিলেন, তবে বন্ধু গয়েসউদ্দীনকেও সেরূপ সম্মান করিতে বিস্মৃত হইবেন না।”

“গয়েসউদ্দীন?—গণেশলাল কি গয়েনউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে?”—অতি ঘৃণার স্বরে রাজা বিজয়চাঁদ এই কথা বলিলেন।

ভূধরচাঁদ বলিলেন,—“আমীর সাহেব, আপনি কি ভাবিতেছেন, রাজাবাহাদুর ঔরঙ্গজেব বাদশাহের ভয়ে আপনাদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া আসন প্রদান করিয়াছেন? যদি তাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন,—সে কথা ভুলিয়া যান। সে আপনার ভুল ধারণা। ক্ষত্রিয় বীরের জাতি,—বীরের সম্মান বুঝে—আপনি ভারত-বিখ্যাত বীর, তাই আপনার সম্মানার্থ রাজাবাহাদুর বিচার শেষকাল পর্য্যন্ত সম্ভ্রমের আসন প্রদান করিয়াছেন।”

বি। প্রয়োজন দেখা যায় না।

আ। তবে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু শান্তি পাইবেন না,—মুসলমান-ক্রোধ-বহ্নিতে মধ্যে মধ্যে বিদগ্ধ হইতেই হইবে।

ভূ। আর সন্ধি করিলেও সে পথ মুক্ত হইবে না। মুসলমান 'ছুঁচ' হইয়া দেশে প্রবেশ করিতে পাইলে 'ফাল' হইয়া বাহির হইবে।

আ। সন্ধি-পত্রে সে অধিকার নাও দিতে পারেন।

ভূ। সন্ধি কাহার সহিত হইবে?

আ। রাজমহলের রাজা ও ভারতের বাদশাহের সহিত।

ভূ। এপক্ষে রাজাবাহাদুর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন,—সে পক্ষে কে স্বাক্ষর করিবে?

আ। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের নামে আমি স্বাক্ষর করিব।

ভূ। সে সন্ধি-সর্ত্ত যে, সে পক্ষ হইতে পালিত হইবে, তাহার প্রমাণ কি?

অ। প্রধান সেনাপতি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলে বাদশাহেরা তাহা পালন করিয়া থাকেন,—ইহা চিরগত নিয়ম।

ভূ। হাঁ, সে নিয়ম আছে সত্য। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি ঔরঙ্গজেব বাদশাহ অনেক সন্ধিপত্রে নিজে স্বাক্ষর করিয়া অবশেষে তাহা পালন করেন নাই। ইহাত সেনাপতির স্বাক্ষর।

আ। আমি আপনাদের প্রবৃত্তি লওয়াতেছি না,—তবে কথা এই যে, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সন্ধিতে সহজেই মত দিতে পারেন।

ভূ। বিবেচনা করিবার পক্ষে কি কথা আছে?

আ। আপনারা যেসকল সর্ত্তে সন্ধিপত্র করিতে চাহেন,—তাহাতে অবশ্যই এদেশে আমাদের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। মুসলমান আগমনে ভয় করেন,—তাহাও নয় না আসিবে। আপনাদের দেশ যেমন আছে, তেমনি থাকিবে,—কেবল নামতঃ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের করদ রাজ্য হইবে,—বৎসরে বৎসরে সামান্য কিছু কিছু কর দিলেই হইবে।

ভূ। সন্ধি করিলে আমাদিগের কি কি সুবিধা হইবে বলিতেছিলেন ?

আ। প্রথমতঃ মুসলমান-সৈন্য আর কখনও রাজমহলের সীমানায় আসিবে না। নতুবা কিছু পাকক আর না পাকক—মধ্যে মধ্যে আসিয়া এইরূপ জ্বালাতন ও সৈন্যবল ক্ষয় করিবে। আর বলাও যায় না, কোনবার হয়ত এরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াও দিতে পারে।

ভূ। দ্বিতীয়তঃ ?

অ। দ্বিতীয়তঃ বাৎসরিক সামান্য কিছু কর প্রদান করিলে বহিঃশত্রুর আক্রমণে আপনারা বাদশাহ-সৈন্যের সাহায্য পাইতে পারিবেন ?

ভূ। তৃতীয়তঃ কিছু আছে নাকি ?

আ। হাঁ, আছে। আমাদিগের বধ-জনিত বাদশাহের রোষাগ্নি হইতে এদেশ রক্ষা পাইবে।

ভূধরচাঁদ রাজার মুখের দিকে চাহিলেন। রাজা নয়নেঙ্গিতে সন্ধি করিবার পক্ষে সম্মতি প্রদান করিলেন।

ভূধরচাঁদ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সন্ধিপত্র লিখিত হইল। তাহাতে এইরূপ সর্ত্ত হইল যে,—মুসলমানগণ

আসিলে সৈন্যগণ আনন্দিত হইল। সহকারী সেনাপতি সের খাঁ আসিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমীর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন।

সের খাঁ বলিলেন,—"গয়েসউদ্দীন জানিয়া শুনিয়াও আমাদিগের সৈন্যগণকে বিনষ্ট করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছে—অতএব উহাকে গুলিতে উড়াইয়া দিবার হুকুম দিন।"

আ। না,—আমার বোধ হয়, ঐ কাণ্ড অল্প দিন হইল, ...গণ সম্পন্ন করিয়াছে। গয়েসউদ্দীন সে সংবাদ রাখিত না। গয়েসউদ্দীনের মনে কু-অভিসন্ধি আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না,—তবে বন্ধুটি আমার পরম বোকা।"

গণেশলাল বলিল,—'না মহাশয়, আমি বোকা ছিলাম না। একদিন আমার বীর্য্যবত্তা, আমার সাহস, আমার রণকৌশল রাজমহলের লোকের আদর্শ ছিল। কিন্তু এখন আমি পরমুখাপেক্ষী—পরের হুকুমে চালিত—কাজেই বোকা বই আর কি।"

আ। সেজন্য তুমি দুঃখ করিও না। এখন কথা এই যে,—তোমার নেকার জন্য সে বিবিকেত লাভ করা গেল না।

গ। আপনারা যদি হটিয়া আসিলেন, তবে আর কি হইবে? আমার ধর্ম্মত্যাগই সার হইল।

আ। না হাটিয়া কি করিব বন্ধু,—হিন্দুজাতটা নাকি বড় কোমলহৃদয় তাই এত সহজে ছাড়িয়া দিল। তোমার বিবির জন্য আর একটু চেষ্টা করিলে, আমাদের বিবির আবার নেকার অনুসন্ধান করিতে হইত।

গ। আপনারা এখন কি করিবেন?

আ। "কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকার" মত সন্ধিপত্র টুকু হাতে করিয়া, দিল্লী ফিরিয়া যাইব।

গ। আমি শুনিয়াছিলাম—আপনি অদ্বিতীয় বীর।

আ। আর এখন দেখিলে প্রাণের ভিখারী একজন ভীরু পুরুষ মাত্র।

গ। না, আমি তাহা বলিতেছি না।

আ। বলিতেছ না কেবল প্রাণের ভয়ে। যাক্, এখন তুমি কি করিতে চাও বন্ধু? আমাদের সঙ্গে দিল্লী যাবেত?

গ। না।

আ। কোথায় যাবে?

গ। বোধ হয় নেপালে যাইব।

আ। কেন?

গ। নেপালরাজের সহায়তা লইয়া রাজমহল আক্রমণ করিব।

আ। বোধহয় তোমার আশা পূর্ণ হইবে না।

গ। কেন?

আ। নেপালরাজ রাজ্যলিপ্সু নহেন।

গ। আশ্রিত-বৎসল বটেন।

আ। তুমি হিন্দুধর্ম্মত্যাগী—তোমাকে আশ্রয় না দিলেও পারেন। তুমি হিন্দুবিধবার অভিলাষী—হিন্দু নেপালাধিপতি সে কথা জানিতে পারিলে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করিবেন।

গ। তবে সেখানেও যাইব না।

আ। দিল্লী যাইবে?

গ। না, দিল্লীও যাইব না।

তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—অপমান নাই! কিন্তু ললনাকুলের উপায় কি হইবে? মানুষের যাহা সাধ্য ছিল, তাহাও শেষ হইয়া গিয়াছে,—এখন উপায়? মুসলমান-সেনা মহাকলরবে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন বিজয়চাঁদের ক্ষত্রিয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দশবার জন ভৃত্যকে অতি ত্বরায় অন্তঃপুর দ্বারে চিতাকুণ্ড প্রস্তুত ও প্রজ্জ্বলিত করিতে বলিলেন। মুহূর্ত্তে রাজাদেশ পালিত হইল। ভীম গর্জ্জনে চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তারপরে—মহারাজা বিজয়চাঁদ স্বহস্তে একে একে পুরোমহিলাগণের মস্তকচ্ছেদ করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, এবং ভবানীর সন্ধান পাইলেন না। উন্মাদের ন্যায় ভবানী ভবানী করিয়া কক্ষে কক্ষে ফিরিলেন। ভবানী কোথাও নাই। হায়! ভবানী—কুলে কলঙ্কলেপন করিবার জন্য—হতভাগিনী এ সুখের মরণে বঞ্চিত হইলে,—এই কথা বলিয়াই সতী-শোণিত পরিপ্লুত শানিত খরশান আত্ম-বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া রুধির কর্দ্দমে লুটাইয়া পড়িলেন। অনুকূল পবন সঞ্চরণে ধূম-জ্যোতি বিস্তারিত করিয়া চিতাকুণ্ডের দীপ্ত-শিখা চারিদিকে লোহজিহ্বা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদে, প্রাঙ্গণে, কক্ষতলে ও সিংহদ্বারে তীব্রতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মুসলমানসেনা মহারাজকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিল,—তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া স্থানান্তরে লইল,—চিতানলে রাজমহলের চিরপূজ্য ইন্দ্রভবন সদৃশ রাজপ্রাসাদ শ্মশান-ভস্মে পরিনত হইল।

———

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে মুসলমান সেনাপতিদিগকে মহারাজা বিজয়চাঁদ কৃপা-পূর্ব্বক সসম্মানে মুক্তিদান করিয়াছিলেন,—রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই সেই মুসলমান সেনাপতি আমীর মীর জুম্‌লা সেই মহারাজা বিজয়চাঁদকে বন্দী করিয়া নগরে অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত বাদশাহের বিজয়পতাকা তুলিয়া দিলেন।

রজনী প্রভাত হইল—পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সূর্য্যোদয় হইল,—কিন্তু রাজমহলের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল,—আর তাহার উদয় হইবে না, আর বুঝি রাজমহলের হতশ্রী পুনরুদিত হইবে না।

প্রভাতে মুসলমানগণ দেখিল,—নগর জনহীন চারিদিকে কেবল নরদেহ পতিত,—আর চিতাভস্মে সমাচ্ছাদিত। নগর শূন্য—শ্মশান-দৃশ্যে পরিণত। দুই চারিজন পুরুষ—যাহারা সেই শোকে [illegible] এবং অধীনতার শৃঙ্খল আবরণ বহন করিবার জন্য জীবিত ছিল,—তাহারা কেহ মুসলমানের সঙ্গীনের খোঁচায় প্রাণ হারাইল,—কেহ নগর পার হইয়া পলাইয়া গেল।

বেলা চারিদণ্ডের সময় সেই শূন্য নগরে—শ্মশান-ভবনে আমীর মীর জুম্‌লা বৈঠক করিলেন। গণেশলাল বলিল,—"হজুর, সব হইল, কিন্তু আমার পণ্ডশ্রম হইল।"

আ। কেন বন্ধু গয়েসউদ্দীন ;—তোমার পরামর্শে আমরা জয়লাভ করিয়াছি,—তোমার পণ্ডশ্রম হইবে কেন?

গ। রাজকন্যা ভবানীকে পাইলাম না।"

দিলেন,—"এরাজ্য মহামহিমান্বিত ভারত-সম্রাট বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের। প্রজাগণের আর কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই,—তাহারা এখন স্বচ্ছন্দে নগরে ফিরিয়া আসিতে পারে, বা যেখানে ইচ্ছা, বাস করিতে পারে। তাহাদের শান্তিরক্ষার জন্য বাদশাহের সৈন্য ও সেনাপতিগণ সর্ব্বদাই অসিহস্তে অপেক্ষা করিবে।"

কিন্তু কেহই সে শ্মশানভূমে প্রত্যাগত হইল না। নগরে আর হিন্দু প্রজা ফিরিল না। কতক দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া গেল,—কতক পল্লীগ্রামে আশ্রয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিল। প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল।

আর যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আমীর মীর জুম্‌লা দিল্লী যাইবার অভিপ্রায় করিলেন, এবং সেরখাঁকে তাঁহার দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া বিংশতি সহস্র সৈন্য রাখিয়া গেলেন। যেখানে রাজমহল ছিল,—সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে সেরখাঁ নূতন রাজধানী প্রস্তুত করাইলেন, এবং তাহার নাম হইল সেরপুর। রাজমহল অতীতের দীর্ণ বক্ষে মিশিয়া গেল, ক্রমে ভীষণতম জঙ্গলে মিশিয়া গেল। এখনও সেরপুর আছে,—এখনও রাজমহলের জঙ্গল আছে,—নাই কেবল হিন্দু-স্বাধীনত।

মহারাজা বিজয়চাঁদকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আমীর মীর জুম্‌লা পূর্ব্বেই দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় শোণিত, মুসলমান নরপতির সিংহাসন-সমীপে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথমধ্যে স্থির হইয়া গিয়াছিল;—কেহ বলে, তিনি কাশী গিয়া মরেন; কেহ বলে, তিনি দিল্লীর অতি সন্নিকটে গিয়াই পিঞ্জর-মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু কোন্ কথাটা আসল, কোন্ কথাটা নকল, তাহা স্থির করিবার কোন উপায়ই নাই।

আমীর মীর জুম্‌লা গণেশলালকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন। গণেশলালের ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বদেশেই থাকেন,—সেরখাঁর অধীনে কোন কর্ম্ম লইয়া জীবন যাপন করেন,—কিন্তু আমীর বলিয়াছিলেন—"বন্ধু, তোমার যখন বিবির লোভেই মুসলমান হওয়া, আর এদেশে যখন তাহার সুবিধা হইল না—তখন দিল্লী চল, একটা জীবন্ত ছুঁড়ী ধরিয়া তোমার সহিত নেকা দিয়া দিব।" আসল কথা, তিনি বিশ্বাস করিয়া গণেশলালকে সেরপুরে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি নববিজিত দেশ, সহসা পুনঃ স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহী হয়,—গয়েসউদ্দীন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারে। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মদ্রোহীর অসাধ্য কার্য্য জগতে কি আছে?।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এইবার ভবানীর কথা বলিব। শ্মশানে-সাধনা বা শ্মশান-পরিদর্শন ভবানীর জীবনের এক মুখ্য প্রিয়তম কার্য্য ছিল.—যদিও কালিকানন্দ ঠাকুরের নিষেধে ভবানী ইদানীং সে কার্য্যে নিত্য গমন করিত না, তথাপি সে মধ্যে মধ্যে শ্মশানে গমন না করিয়া থাকিতে পারিত না। নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শ্মশান-সৈকতে গমন করা তাহার একটা বাতিকের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

যে দিন মুসলমানের সঙ্গে রাজমহলের রাজকীয় সৈন্যগণের যুদ্ধ হয়, সে রাত্রে ভবানী শ্মশান-ভ্রমণে গমন করিয়াছিল।

সকল সময় নৌকা বাই,—কেবল হা'ল খানা টিপিয়া বসিয়া থাকি।"

ভ। তা হ'লেও না সময়ে খাওয়া, না সময়ে নাওয়া,—এতে তুমি যে সারা হ'লে ?

রামচরণ কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া বলিল,—"হাঁ, দিদি-ঠাক্‌রুণ,—তোমাদের চেয়েও কি আমরা সময়ে স্নান আর সময়ে আহার করি ? তোমার যে ননীর শরীর গ'লে গেল।"

ভ। রামচরণ,—রামচরণ ; আমার ননীর শরীর নয়। বৈধব্য-ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসনে এদেহ সুদৃঢ়—শত উপবাসেও ইহা গলে না। সহস্র ভূমিশয্যাতেও ইহা ব্যথিত হয় না। লক্ষ শোকের বহ্নি-উত্তাপেও ইহা দ্রব হয় না। হ্যাঁ, ভাল কথা,—তুমি আ'জ দুপুরে রূপগঞ্জের বাজারে চা'ল কিনিতে গিয়া রাজ-মহল আর রাজমহলের রাজার সম্বন্ধে কি শুনিয়া আসিয়াছিলে ?

রা। দিদিঠাক্‌রুণ, সে সব কথা শুনিয়া আর প্রয়োজন নাই। নদীর জলে ভাসিয়া ভাসিয়াই আমরা জীবন কাটাইব।

ভ। আমার কাছে কোন কথা গোপন করিও না, রামচরণ আমার হৃদয় পাষাণ বাঁধা ;—আমি অদৃষ্ট মানি, ভবিতব্য চিনি। তুমি বল ;—নিজ চক্ষুতে রাজবাড়ীর চিতানল দর্শন করিয়াছি,—সংবাদ যাহা, তাহাও বুঝিয়াছি।

রা। রূপগঞ্জের বাজারে গিয়া শুনিলাম, সমস্ত নগর আগুনে পুড়াইয়া—নর নারীকে নিহত করিয়া মুসলমান-পতাকা নগর-চূড়ায় উড়িতেছে।

ভ। সে আমি বুঝিয়াছি,—এখন আমাদের বাড়ীর সকলের দশা কি ঘটিয়াছে, তাহা শুনিতে পাইয়াছ ?

শ্রোতঃপথে বাঁকিয়া নৌকা ঘুরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। বর্ষার জল নদীগর্ভ ছাড়িয়া দূরে তীরভূমির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—নৌকাও সেই জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। একটা বহু পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা বাহু বিস্তার করিয়া সেই জলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল,—নৌকা সেই বহুশাখা বৃক্ষতল দিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—সহসা গাছের ডাল পড়িল—চারি পাঁচজন লোক লাফ দিয়া নৌকার কাষ্ঠছাদের উপরে দাঁড়াইল—নৌকা টলিয়া ডুবিতে ডুবিতে রহিয়া গেল।

রামচরণ মাঝী দৃঢ়স্বরে বলিল,—"কারা?"

উত্তর হইল,—"তোর বাবারা।"

রামচরণ দাঁড় তুলিল। একজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতের দাঁড় কাড়িয়া লইয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দিল। সেখানে এক হাঁটুর উপরে জল ছিল না। রামচরণ গড়াগড়ি পাড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তার পরে সে অতি করুণ স্বরে বলিল,—"আপনারা দস্যু হউন, তস্কর হউন,—আমি একটি বিপন্নারমণীকে লইয়া যাইতেছি। আমাদের সঙ্গে একটি পয়সাও নাই।"

একজন বলিল,—"কোথা হইতে আসিতেছিস্?"

বা বলিলে আপনাদের প্রাণেও দয়া হইবে।

আর একজন বলিল,—"কে রামচরণ, না?"

রামচরণ বলিল,—"আমিত চিনিতে পারিলাম না আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রামচরণ। নৌকার মধ্যে রাজমহলের রাজকন্যা ভবানী।"

'হ্যাঁ—ভবানী! হা—হা—কি কষ্ট! কি মনস্তাপ। রামচরণ—রাজপরিবারের আর'কেহ আছেন কি?"

রামচরণ হৃদয় বুঝাইতে পারিতেছিল না,—সে আবার তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার মধ্য হইতে একজন বলিল,—"আমার নাম দয়াল সিংহ। আমি মহারাজ বিজয়চাঁদের শরীর রক্ষী ছিলাম—কিন্তু হায়, আমি এমনই হতভাগ্য যে, আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই। আমি জীবিত থাকিতে আমার প্রভুকে বন্দী করিয়া—খাঁচায় পুরিয়া লইয়া গিয়াছে। আর এক জন নগরবাসী—সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে ইহারা পলাইয়া যায়। আমার সঙ্গে রূপগঞ্জের বাজারে দেখা হয়।"

রা। দয়াল সিংহ,—প্রণাম মহাশয়। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে চিন্তার হস্ত হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইলাম—রাজকন্যা ভবানীকে লইয়া আমি কোথায় যাই—কি করি—ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। ভগবানই আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন,—আপনার প্রভুকন্যার ভার আপনি লউন।

নৌকার মধ্য হইতে ভবানী ডাকিল—"দয়াল দাদা!"

দয়াল সিংহ বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়। বাষ্পরুদ্ধ স্নেহ-করুণ-স্বরে দয়াল সিংহ উত্তর করিল—"দিদি।"

ভ। মা অপর্ণাদেবীর ইচ্ছামত কার্য্য হইয়া গেল,—সপুরী বিনাশ হইল,—এখন আমার উপায়?

দ। মায়ের কৃপায় যখন আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রাণপণে সে চেষ্টা দেখিব।

ভ। আমি সে উপায়ের কথা বলিতেছি না—করতোয়ায় জল আছে,—আমার কাছে অস্ত্র আছে—সে উপায়ের জন্য ভাবি না। যার বাপ স্বহস্তে আত্মীয় স্বজনের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া

পারে। অন্য উপায় নাই—হিন্দু রাজ্য রসাতলে গেল—অন্য কোন কাজ কর্ম্ম জানি না—ব্যবসাবানিজ্য করিব, কিন্তু একটি পয়সার ও সংস্থান নাই—আছে, বৃদ্ধ বাহুতে সামান্য একটু বল—তা কখনই মুসলমানের দাসত্বে নিয়োজিত হইবে না—তার চেয়ে দস্যু-তস্কর হওয়া ভাল।

ভ। না না দাদা,—তার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ভাল।

দ। দিদি, ভিক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত কার্য্য। যাক্, সে কথা পাছে হবে। এখন তুমি কোথায় যাইতেছ,—তাই বল?

ভ। আমি কোথায় যাইতেছি?—জানি না দাদা, কোথায় যাইতেছি। কোথাও থাকিবার স্থান নাই—আশ্রয় পাইবার উপায় নাই—রামচরণ সাহস করিয়া কোথাও নামাইয়া দিতে পারিতেছে না,—চলিয়াছিত চলিয়াছি। রাজমহল হইতে কতদূর আসিয়াছি,—তাহাও জানি না। কতদূর আসিয়াছি, দয়াল দাদা।

দ। নৌকায় আসিতে যে কয়দিন লাগিয়াছে, জান?

ভ। হাঁ, জানি;—সেই কাল রজনী হইতে আজ পঞ্চবিংশতি রজনী।

দ। আর রাজমহল হইতে হাঁটা পথে আসিতে হইলে এস্থানে আঠার দিনে পঁহুছান যায়।

ভ। এস্থানের নাম কি?

দ। সীতাকুণ্ড।

ভ। সম্মুখে কাল মত ওটা কি দেখা যাইতেছে?

দ। ছোট একটা পাহাড়।

ভ। পাহাড় বুঝি ঐ রকম?

দ। হাঁ, দিদি; পাহাড় ঐ রকম।

ভ। রাজ্য কাহার ?

দ। ইহাও মহারাজা বিজয়চাঁদের রাজ্য ছিল। কিন্তু আজ সারা রাত্রি নৌকাযোগে গমন করিলে, কা'ল সকালে ঐ পাহাড়ের তলে উপস্থিত হওয়া যাইবে। ঐ পাহাড়ের গাত্র হইতে প্রকাণ্ড শালবন চলিয়া গিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছে,—উহা প্রকৃতির নিজ রাজ্য। ওখানে আমাদের আধিপত্য ছিল না।

ভ। ওখানে কোন মানুষের বাস আছে না কি ?

দ। না, ওখানে কোন মানুষের বসতি নাই। তবে কেহ কেহ বলেন,—পর্ব্বতগুহায় দুই একজন সন্ন্যাসী থাকেন,—আর পৌষ মাঘ মাসে যখন প্রবল শীত পড়ে, তখন পাহাড়ীয়াগণ তাহাদের পালিত পশু লইয়া ঐস্থানে আসিয়া বাস করে।

ভ। তুমি কি ঐস্থানে কখনও গিয়াছ ?

দ। বলিতে কি দিদি, আমরা উহারই মধ্যে আশ্রয়-বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছি। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া ঐ স্থানে বাস করি।

ভ। চল দাদা,—আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়া ঐস্থানে বাস করিব।

দ। হাঁ দিদি, হিংস্রপশুপূর্ণ ভীষণ জঙ্গল কি রাজকুমারী ভবানীর উপযুক্ত বাসস্থান ?

ভ। যাহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয়াগণ জলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে,—যাহার পিতা মুসলমানের পিঞ্জরে বন্দী হইয়াছেন—যাহার আত্মীয়-স্বজন মুসলমানের চরণে দলিত হইয়াছে—তাহার বাসস্থান জঙ্গল ভিন্ন আর কোথায় হইবে, বল ? চল দাদা, ঐ জঙ্গলে গিয়া আমি পিতৃহন্তার প্রতিশোধের উপায় নির্দ্ধারণ করিব।

দয়ালসিংহ ব্যথিত বিদীর্ণ বক্ষের বিকট উচ্ছ্বাসে হাসিয়া

রামচরণও কূলে নৌকা বাঁধিয়া তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

পাহাড়তলে—হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ বিশাল জঙ্গল মধ্যে ভবানীর আশ্রমকুটীর নির্ম্মিত হইল। দয়ালসিংহ তাহার মন্ত্রী ও দেহরক্ষী হইল। দয়ালসিংহের সহচরগণ ভবানীর সৈন্যরূপে চলিতে লাগিল,—আর রামচরণ ভৃত্যের ন্যায় ভবানীর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিল। ক্ষুদ্র বজরাখানি তাহাদেব স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্য সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

ভবানী সমস্ত দিন তাহাদেব সঙ্গে কথায় ও পবামর্শে অতিবাহিত করিত, এবং রাত্রিকালে মহাশক্তির মহাসাধনায নিযুক্ত থাকিত। দিনে দিনে—ব্রহ্মচর্য্যের বিশাল তেজে-সাধনা-সাফল্যের বিপুল জ্যোতিতে তাহার বিকশিত কুসুমলোভ সীয় সুকুমার দেহকান্তি আরও জ্যোতিষ্মতী হইয়া উঠিল। উপবাসে—সাধনক্লেশে সে দেহ ক্ষীণ না হইয়া অধিকতর কান্তি-পুষ্ট হইতে লাগিল।

একদা দয়ালসিংহ বলিল—"দিদি ঠাক্‌রুণ, আমাদের যা সঞ্চয় ছিল, তাহা ফুরাইয়া আসিল। তুমি আমাদিগকে লুণ্ঠন কার্য্যে নিষেধ করিয়াছ, কিন্তু কি দিয়া চলিবে?"

ভ। কেন দাদা,—এই পাহাড়-তলে জল আর বনজ ফল-মূলের ত অভাব নাই—আমরা ইহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিব।

দয়ালসিংহ সে দিন সে সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বোধে অন্য কথার অবতারণা করিল। কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর ভবানী উঠিয়া পাহাড়াভিমুখে গমন করিল। ভবানী যখন বেড়াইতে যাইত, তখন তাহার হস্তে একখানি সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল থাকিত। দয়ালসিংহ জানিত, রাজকুমারীর হস্তে ত্রিশূল থাকিত, দশটা সিংহ একত্র ঝুটিয়া আসিলেও সহসা তাহার কিছু করিতে পারিবে না। সেই জন্য ভ্রমণকালে দয়ালসিংহ তাহার সঙ্গে যাইত না। প্রথমে দুই একদিন যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু ভবানী নিষেধ করায় আর যাইতে চেষ্টা করে না।

ভবানী প্রত্যহ পাহাড়ের তলদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা—প্রকৃতির গম্ভীরতা দেখিত। কদাচিৎ কোন কোন দিন পাহাড়ের কিয়দ্দূর উঠিত—আবার ফিরিয়া আসিত।

সে দিন সে পাহাড়ের অনেকখানি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। চিন্তাবিষ্ট চিত্তে চলিয়া যাইতেছিল—সময়ের প্রতি লক্ষ্য ছিল না—বুঝি বাহ্যজ্ঞানও ভালরূপ ছিল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—সন্ধ্যার মসী-মলিন-আবরণে পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল,—ভবানীর সে জ্ঞান ছিল না,—কিন্তু যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—তখন তাহার জ্ঞান হইল—গতিও রুদ্ধ হইল।

ভবানী বাসায় যাইবার জন্য ফিরিতেছিল—কিন্তু অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘন—ঠাসা-ঠাসি মেশামিশি বৃক্ষ; বন্ধুর পাষাণ-পথ ভবানী কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে, স্থির করিতে পারিল না। চারিদিকে সিংহ-ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে লাগিল—

মানুষকে অমর করিব—যে মৃতসঞ্জীবনী প্রস্তুত হইবে, তাহার আঘ্রাণ মাত্রে মানবের জীবাত্মা তাঁহার আবাস-দেহ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে না। অথবা জীবিতাবস্থায় ইহার এক বিন্দু সেবন করিলে দেহ দৃঢ় ও বহুযুগ রক্ষিত হইবে।

র। বহুদিন আপনি তন্ত্রের এই সাধনায় নিযুক্ত আছেন,—বহুদিন হইতে তন্ত্র-তত্ত্বের জটিল বিশ্লেষণে নিযুক্ত আছেন,—বহু দিন হইতে পর্ব্বত গুহায় স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ রাং সিসা লইয়া বহু-প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন,—কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার করিলেন? লৌহ দ্বারা রাশি রাশি স্বর্ণ প্রস্তুত করিলেন,—কিন্তু সে স্বর্ণ জগতে প্রচার করিলেন না। প্রচার করিলে জগতের উপকার হইত।

পু। না প্রিয়তমে,—যখন স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি, তখন ভাবিয়াছিলাম, আমার সাধনার ফল জগতে প্রচার করিয়া মানবের অর্থ কষ্ট ঘুচাইব—কিন্তু যখন সাধন-সাফল্য ঘটিল,—যখন লৌহ হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলাম,—তখন দেখিলাম, ইহাতে জগতের কোন উপকার হইবে না।

র। কেন উপকার হইবে না? মানুষে যদি রাশি রাশি স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাদের উপকার না হইবে কেন? স্বর্ণ পাইলে কাহার না উপকার হয়?

পু। স্বর্ণ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই স্বর্ণের মূল্য অধিক—কিন্তু যদি স্বর্ণ ঘরে ঘরে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, তবে স্বর্ণও ধূলি মুষ্টিতে কোন প্রভেদ থাকিবে না। আবহমানকাল হইতে স্বর্ণ দ্বারা জগতে মুদ্রা-পরিমাণ স্থির আছে,—সাধারণে স্বর্ণ প্রস্তুতের উপায় জানিলে কেবল তাহাই নষ্ট হইবে,—মুদ্রা বিভ্রাট ঘটিবে।

ব। হাঁ, সেকথাও ঠিক। জগতের হিতার্থ কত দ্রব্যই প্রস্তুত করিলেন, আবার তাহা সম্যক্ হিতকর নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। এবারে মৃতসঞ্জীবনী প্রস্তুত করিতেছেন—ইহাতে প্রায় শত বৎসর কাটিয়া গেল,—আপনি বলিয়াছেন, পাঁচটি অমৃতের সংযোগে সঞ্জীবনী হইবে,—তাহার কেবল একটি প্রস্তুত হইল,—আর সেই চারিটি প্রস্তুত করিতে কি আর চারি শত বৎসর কাটিবে?

পু। চারিশত বৎসরও কাটিতে পারে,—আবার তাহার অধিক বা কম সময়েও সম্পন্ন হইতে পারে।

ব। এত দীর্ঘ পরিশ্রমের পর আপনি ঐ সাধনায়-সাফল্য লাভ করিয়া, সঞ্জীবনী প্রস্তুত হইবে,—কিন্তু আপনি হয়ত তখন উহা জগতের অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

পুরুষটি অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"প্রিয়তমে, ঠিক বলিয়াছ,—মৃতসঞ্জীবনীও জগতের অকল্যাণ সাধন করিবে,—আজি হইতে আমি ঐ কার্য্যে নিরস্ত হইলাম। কালী, চুল্লী, জলন্ত মূষা দূরে নিক্ষেপ কর। আ'জ হইতে মহাশক্তির চরণধ্যানে নিমগ্ন হইব"

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে রমণী তান্ত্রিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেন প্রিয়তম, সহসা আপনার মনে কি ভাবের উদয় হইল?"

পু। তোমার কথা ভাবিয়া দেখিলাম,—ভাবিয়া দেখিলাম, মৃতসঞ্জীবনী সুধায় মানবের উপকার না হইয়া অপকার হইবে। প্রকৃতি দেবী তাঁহার মানব-সন্তানগণের জন্যে যে সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ব্যবস্থা;—আর মানব-কৃত্রিমহস্তে যাহা হয়, তাহা প্রতিকূল ব্যবস্থা।

স। ভালকথা,—মহামায়ার সাধনাকর,—তিনিই তোমার হৃদয়ের রিপু বিনাশ করিবেন—প্রাণের প্রতিহিংসা নিবৃত্তি করিবেন।

ভ। প্রভু, আমি অন্য প্রকারে তাহা করিতে চাহি।

স। কি প্রকারে?

ভ। পিতৃ-হন্তার—মাতৃ-হন্তার—স্বদেশ-হন্তার কারণ-বীজকে সমূলে বিনাশ করিব।

স। অসম্ভব।

ভ। কেন প্রভু?

স। তুমি স্ত্রীলোক—

ভ। শুম্ভ নিশুম্ভ, মধুকৈটভ, মহিষাসুর প্রভৃতি রমণী হস্তেই নিধন হইয়াছিল।

স। সে রমণী মহাশক্তি।

ভ। সাধনবলে কি সামান্য তৃণও মহাশক্তির বল পায়?

স। তা পায়,—কিন্তু সে কোটিযুগের সাধন-বলে।

ভ। অন্য কোন সহজ উপায় কি নাই?

স। আর কি আছে?

ভ। দেব, আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে

স। অধিক সময় নষ্ট করিতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। যদি কথা আছে, সংক্ষেপে ও শীঘ্র বল।

ভ। রসায়ন-তত্ত্বের সাধনায় এমন কোন পদার্থ কি আবিষ্কার হইতে পারে না যে, যাহার বলে একটি ক্ষুদ্রকায় বালকে মহামহীরুহ উৎপাটন ও বিচূর্ণ বিধ্বস্ত করিতে পারে

স। আছে, না থাকিলে ক্ষত্রিয় বীরেরা কি প্রকারে একটি গুণের সাহায্যে বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম হইতেন?

তারতম্য ছিল। সবগুলি ওজন করিয়া তপ্ত লৌহ কটাহে প্রদান করত সমানীত বৃক্ষ পত্রগুলি ছেঁচিয়া তাহার মধ্যে প্রদান করিলেন। তারপরে প্রায় একপ্রহরে জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইলেন।

অনন্তর ঐ গলিত পদার্থ শীতল হইলে, উহার সমস্তটুকু একটি মূষাযন্ত্রে পূরিয়া জ্বলন্ত চুল্লীতে প্রক্ষেপ করিলেন,—ছয় দণ্ড উত্তীর্ণ হইলে, তাহা উত্তোলন করত ঝরণার জলে ফেলিয়া দিলেন। শীতল হইলে মূষা ভাঙ্গিয়া, সে গোলক বাহির করিলেন।

প্রণালী ভবানী তাহার নিকটে থাকিয়া বিচক্ষণতার সহিত তাহার প্রস্তুত শিক্ষা করিতেছিল। তারপরে সন্ন্যাসী কেবল তাম্র ও হরিতালে একত্র জ্বালাইয়া আর এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করিলেন।

পরে সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এই নাও। ইহা দ্বারা বিশ্ববিজয় করিতে পারিবে!"

ভ। দেব—ইহার দ্বারা কি প্রকারে কি করিতে হইবে?

স। এই দুই পদার্থ পৃথক্‌রূপে চূর্ণ করিয়া তীরের অগ্রভাগে পূর্ণ করিও। এক একটা তীরের অগ্রভাগে অন্ততঃ একপল চূর্ণ পূর্ণ করিতে হইবে। সেই তীর যে স্থলে বা যাহার অঙ্গে পতিত হইবে—সেখানে শত বজ্রের আঘাত লাগিবে। উপর্য্যুপরি ঐরূপ দুইটি তীরের আঘাতে বোধ হয়, এই পাহাড়ের অর্দ্ধেকাংশ চূর্ণ হইয়া যাইবে। একটি তীরের আঘাতে এমন দশটা বৃহৎ শালবৃক্ষ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এক একটি তীরের অগ্রভাগে একপল চূর্ণ পূরিয়া দিলে শত বজ্রের বল ও অগ্নির ন্যায় কার্য্য করিবে।

ভ। আমি ইচ্ছা করিলে, ইহা যত ইচ্ছা প্রস্তুত করিতে পারিব ?

স। তোমাকে যখন ইহার ভাগ ও প্রস্তুত প্রণালী দেখাইয়া শিখাইয়া দিলাম,—তখন কেন পারিবে না ? তবে ঐ গাছটা যেন ভুল হয় না,—আর ভাগ যেন ঠিক থাকে।

ভ। দাসীর ভুল হইবে না।

স। আমরা তবে এক্ষণে চলিলাম,—ঐ দেখ, প্রভাত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বগগনে সহস্ররশ্মির প্রথম রশ্মিকিরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভ। চরণ দর্শনে আবার কবে সক্ষম হইব ?

স। আর না,—আমরা পাহাড়-তলে আর নামিব না। আমরা এব্যাপার পরিত্যাগ করিয়াছি।

ভ। কোথায় গেলে দর্শন পাইব ?

স। তাহাও পাইবে না। আমরা দূর হিমাচলে চলিয়া যাইব।

ভ। তবে কি এই শেষ ?

স। হাঁ,—আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। ঐ শোন, চারিদিকে বন্য পক্ষী সকল কলরব করিয়া উঠিয়াছে।

ভবানী প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী স্থালী চুল্লী ভাঙ্গিয়া পাহাড়ে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রমে পরিস্ফুট দিবালোকে পাহাড় আলোকিত হইল। প্রভাত সমীরে কুসুম-গন্ধ দিকে দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং পাখীরা মনোহর প্রভাতী গাহিল।

দয়ালসিংহ ধনুক ও একটা তীর লইয়া আসিল। ভবানী তীরাগ্রভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিল—"এমন একটা জিনিষ আন, যাহার মধ্যে খোল, অথচ বহিরাবরণ শক্ত।"

দ। বাঁশের আগা আনিব?

ভ। হাঁ, তাহা হইলেও হইতে পারে।

দয়ালসিংহ বাঁশের আগা কাটিয়া একটা চোঙ্গ প্রস্তুত করিয়া আনিল।

ভবানী চোঙ্গটি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। তারপরে দুইখানি প্রস্তর লইয়া সেই পদার্থ দুইটি পৃথক্ পৃথক্ রূপে চূর্ণ করিয়া সেই চোঙ্গের মধ্যে পরিমিতভাগে পূরিয়া তীরাগ্রভাগে বসাইল। তারপরে দয়ালসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—

"দাদা!"

দ। কেন দিদি?

ভ। এই তীরটা ধনুকে যোজনা কর।

দয়ালসিংহ তীর লইয়া ধনুকে যোজনা করিল। ভবানী বলিল,—"কতদূর লক্ষ্য করিতে পারিবে?"

দয়ালসিংহ চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"ঐ যে সারি সারি সাতটা শাল গাছ দেখিতেছ, উহার মধ্যে শর নিক্ষেপ করিতে পারিব।"

ভবানী বলিল—"তাই নিক্ষেপ কর।"

দয়ালসিংহ বিনা তর্কে সেই শালবৃক্ষশ্রেণী মধ্যে শর নিক্ষেপ করিল।

সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া শত বজ্র এককালে পড়িলে যেমন শব্দ ও অগ্নি-বিকাশ হয়, তেমনই হইল। ভবানী, দয়ালসিংহ এবং আর আর সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

দ। তোমাকে হারাইয়া কে নিশ্চিন্ত মনে আহারাদি করিবে? আমরা সে উদ্যোগও করি নাই।

ভ। আমি স্নান করিতে গেলাম,—তোমরা সকাল সকাল রাঁধিবার উদ্যোগ করিয়া দাও।

দয়ালসিংহ রামচরণকে ডাকিয়া লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল,—ভবানীও স্নান করিতে গেল।

পর্ব্বত-নিস্যন্দিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছজলে স্নান করিয়া ভবানী মহাশক্তি মহামায়ার স্তব পাঠ করিল। তারপরে আশ্রয়-আবাসে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মাসন করিয়া বসিয়া প্রাণায়ামাদি সম্পন্ন করিল। তৎপরে রন্ধন কুটীরে গমন করিয়া রন্ধন করিতে লাগিল।

ভবানী বিধবা—ভবানী হবিষ্যান্ন ভোজন করে, দয়ালসিংহ প্রভৃতিও হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকে। ভবানী তজ্জন্য কত দিন বলিয়াছে—"তোমাদের জন্য পৃথক্ অন্ন-ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দেই।"

তাহারা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছে—"তোমার কুটীরে আমরা সকলেই ব্রহ্মচারী। তবে প্রবৃত্তির তাড়নায় যদি মাংসাদি ভক্ষণে অভিলাষ হয়,—আমরা হরিণ মারিয়া পৃথক্ স্থানে রাঁধিয়া খাইব।"

রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করাইয়া ভবানী খাইল। আহারাদি অন্তে—আশ্রম-আবাসের সম্মুখে একটা বন্য পাদপ-তলে পরিষ্কৃত স্থানে ভবানী ও দয়ালসিংহ উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

তখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড ঘন বনরাজির মধ্যে এস্থানে ওস্থানে

দ। হাঁ, তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব।

ভ। এক দিকে যেমন আমার কথিত দ্রব্য গুলির প্রয়োজন, অপর দিকে তেমনি দেশের যোয়ান লোক লইয়া একটা দল গঠনের প্রয়োজন, তাহাদিগকে তীর চালান শিক্ষা দিতে হইবে।

দ। আমরা আ'জ হইতেই সে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের আশ্রম-আবাস তাহা হইলে কি এই স্থানেই থাকিবে?

ভ। তুমি কি বিবেচনা কর দাদা?

দ। আমি বিবেচনা করি, এস্থান আমাদের এ কার্য্যের উপযুক্ত স্থান নহে। রাজমহলের শ্মশান-চৈত্য—দেশের রাজধানীর ভগ্নস্তূপ-তলে বসিয়া দেশের লোককে স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত করাই ভাল।

ভ। কিন্তু সেরপুরের অতি নিকটে হইবে। সেখানে মুসলমানের ফৌজ আছে,—প্রথমেই যদি জানিতে পারে, আমাদের কার্য্যের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই কি?

দ। না দিদি, তুমি যে ভয়ানক পদার্থ সংগ্রহ করিয়াছ—ঐরূপ দশটা তীর থাকিলে আমি একাই পঞ্চাশ সহস্র মুসলমান রসাতলে পাঠাইতে পারি।

ভ। তবে এই স্থান হইতে ঐরূপ পদার্থ—আমি উহার নাম রাখিলাম,—মহাশক্তি;—অন্ততঃ একশত তীরের উপযুক্ত প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আর অন্ততঃ পঁচিশ জন যোয়ানও আমাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

দ। আ'জ রূপগঞ্জের হাট আছে,—আ'জ আমরা তবে সেদিকে যাইব।

ভ। দাদা, আমার একটি অনুরোধ।

দ। কি দিদি ?

ভ। দেশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে গিয়া যেন দেশের একটি লোকের একবিন্দু রক্ত পাতও না হয়। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা না হয়।

দয়াল সিংহ হাসিল,—সে কথার কোন উত্তর করিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তিনমাস পরে রাজমহলের ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্নস্তূপের উপর অপর্ণার জঙ্গল মধ্যে এক প্রাসাদ প্রস্তুত হইয়া উঠিল। প্রাসাদ পার্শ্বে পার্শ্বে অনেকগুলি গৃহ প্রস্তুত হইল,—তারপরে সে স্থান লোকে পূর্ণ হইল।

সেরখাঁর কর্ণে সে সংবাদ পঁহুছিল। তিনি একজন গুপ্তচর পাঠাইয়া সন্ধান লইলেন,—সেখানে কাহারা কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে। গুপ্তচর ফিরিয়া গিয়া সেরখাঁকে সংবাদ প্রদান করিল যে,—এক রাণী আসিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া জঙ্গলে বাস করিতেছেন। তাহার ফৌজের সংখ্যা তিন চারি শতের অধিক নহে,—কিন্তু তাহারা কামান-বন্দুক বা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া লড়াই করে না। তাহারা তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদের উদ্দেশ্য খুব ভাল বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

সেরখাঁ বিবেচনা করিলেন,—মৃত রাজার কোন আত্মীয় হয়ত লোকজন সংগ্রহ করিয়া রাজ্যোদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া একজন বিশ্বস্ত দূতকে প্রেরণ করিলেন। সে গিয়া ভবানীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল।

দয়াল সিংহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং বলিয়াদিল,—"আমাদের রাণী কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তাঁহার কোন দরবারও নাই—যাহা বলিতে ইচ্ছা কর, তাঁহার সমস্ত কথাই আমি জানি, এবং উত্তর করিতে পারিব। তবে বিশেষ কিছু থাকিলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়াও বলিতে পারি।"

দূত বলিলেন,—"আমি বাদশাহের ফৌজদার মাননীয় সেরখাঁ বাহাদুরের প্রেরিত দূত। আমি রাণীর নিকটে কয়টি কথা জানিতে আসিয়াছি। যদি তুমি সে সকল কথার উত্তর দিতে পার,—দাও।"

দ। কথাগুলা কি জানিতে না পারিলে কি করিয়া উত্তর দিব?

দূ। হাঁ, কথাগুলা একে একে বলিতেছি,—শোন। প্রথম কথা,—এই রাণী কে? ইনি কি মৃত রাজার কেহ?

দ। হাঁ, ইনি মহারাজা বিজয়চাঁদ সিংহ বাহাদুরের কন্যা।

দূ। ইনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

দ। দূরতর এক জঙ্গলে।

দূ। এখন কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন?

দ। সম্ভবতঃ বস-বাস করিতে।

দূ। ঐ যে তিন চারি শত লোক তীর-ধনুক লইয়া ফিরে,—ইহারা কে

দ। রাণীর ফৌজ।

দূ। ইহারা কি করে?

কোথায়? যিনি প্রজার করুণক্রন্দন,—মর্ম্মবেদনা শুনিয়া তাহার প্রতিকার-পরায়ণ হয়েন না, তাঁহার রাজত্বে সুবিচার কোথায়? যখন আকবর বাদশাহের রাজত্ব ছিল—তখন প্রজাগণ সুবিচার পাইত,—সর্ব্বধর্ম্মী প্রজা আপন আপন ধর্ম্ম—আপন আপন জাতি বজায় রাখিয়া শান্তিতে বস-বাস করিতে পারিত,—তখন লোকে সুবিচারের আশা করিত—মুসলমান-রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করিত। আর এখন প্রত্যেক প্রজা মুসলমান-রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করে,—প্রত্যেক লোক মুসলমানের নামে আতঙ্কের নিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

দূ। তুমি রাজদ্রোহী।

দ। নিশ্চয় নহে। আমি আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে মোগলবাদশাহের অধীন নহি—সুতরাং রাজদ্রোহী নহি। হিন্দু সকল গালি সহ্য করিতে পারে,—রাজদ্রোহী গালি সহ্য করিতে পারে না। হিন্দুর কাছে রাজা দেবতা—দেবদ্রোহী হিন্দু হইতেই পারে না। আমি যদি মোগল বাদশাহের প্রজা হইতাম, আর তাঁহার নিন্দা করিতাম—নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী হইতাম।

দু। তুমি কাহার প্রজা?

দ। কেন তুমি কি জান না? আগে শ্রীমন্মহারাজা বিজয়-চাঁদ সিংহ বাহাদুরের প্রজা ছিলাম,—এখন তাঁহার কন্যা রাণী ভবানীর প্রজা।

দু। তুমি অতিশয় দুঃসাহসিক। সত্বরেই তোমার এই দুঃসাহসের বিচার হইবে। এখন একবার রাণীর শেষ কথা শুনিয়া আইস। আমি চলিয়া যাইব।

দ। রাণীর শেষ কথা আমি জানি,—তুমি চলিয়া যাও। হিন্দু

শাস্ত্রে দূতের প্রাণ বধ নিষেধ—নতুবা তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইত না। সত্বরেই আমরা তোমার ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিব।

দূতের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল,—তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, এবং সমস্ত কথা সেরখাঁ-সমীপে নিবেদন করিলেন।

বাহু-বল-দৃপ্ত সের খাঁ পাঁচ হাজার সৈন্য এবং কতকগুলি কামান ও বহুল অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ভবানীকে ধরিতে গেলেন।

তীরধনুক লইয়া ভবানীর সৈন্যেরা লড়াই করে, এবং তাহারা সংখ্যায় তিন চারি শতের অধিক নহে,—এই সঠিকসংবাদ শুনিয়া সেরখাঁ অবিচলিত প্রাণে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ভবানীর প্রাসাদ আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন।

ভবানীর প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া কামান পাতিয়া মুসলমানের ব্যূহ রচিত হইল। ভবানীর সৈন্য সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও নীরব—নিস্তব্ধ।

সের খাঁ ভাবিলেন,—আমাদের সৈন্য দেখিয়া হিন্দুগণ ভীত হইয়াছে। আর ভয় দেখাইবার জন্য এবং প্রাসাদ চূর্ণ করিবার জন্য তিনি কামানে আগুন দিতে আদেশ করিলেন।

আদেশ পালিত হইল। ভীষণ কামানের মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

দয়ালসিংহ প্রাসাদশীর্ষে উঠিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিল,—মুহূর্ত্তে—দিকে দিকে মুসলমান-সৈন্যের উপরে তিনটি তীর নিক্ষেপ করিল।

বোধ হইল, আকাশ ভাঙ্গিয়া—পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া—

পৃথিবী ভাঙ্গিয়া রসাতলে গেল। শত সহস্র বিদ্যুদগ্নি একেবারে সংমিলিত হইয়া যেন বিশ্বগ্রাসী বদন ব্যাদান করিয়া মুসলমান-সৈন্য উদরস্থ করিল,—এবং মুহূর্ত্তে সেই পাঁচহাজার লোক সে অগ্নিতে মৃত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।

দয়ালসিংহ সাতজন মাত্র সৈন্য ও দশটি তীর লইয়া সেরপুর আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় সেরপুর আক্রমণ ও ভস্মীভূত করিয়া ফিরিয়া আসিল।

সেরপুরের মুসলমান নির্ম্মূল হইল,—দয়ালসিংহ সেখানে নূতন রাজধানী গড়াইল। সেখানে দয়ালসিংহ ভবানীর নামে রাজকার্য্য করিতে লাগিল,—ভবানী তাহার প্রাসাদেই রহিল। ভবানী যেখানে থাকিল, তাহার নাম হইল ভবানীপুর।

ভবানী একদিন দয়ালসিংহকে ডাকিয়া বলিল,—"দাদা, এত শীঘ্র যে আমার এই মহাশক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা ভাবি নাই। আগের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া আমরা পাছের কাজ করিয়াছি।"

দ। আগের কাজ কি দিদি?

ভ। একবার দিল্লী যাইতে হইবে,—জনরবে শুনিয়াছিলাম; বাবার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাই সত্য, কি এখনও তিনি মুসলমানের কারাগারে আবদ্ধ আছেন, জানিতে হইবে। যদি কারারুদ্ধ থাকেন,—মহাশক্তির প্রভাবে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। তারপরে দিল্লী যাইবার আরও প্রয়োজন আছে।

দ। কি?

ভ। কেবল রাজমহলই আমাদের স্বদেশ নহে। সমগ্র ভারত-বর্ষ আমাদের স্বদেশ,—সমগ্র ভারতবাসী—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে

মুসলমান-ধর্ম্ম আজি ভারতে রাজধর্ম্ম—তাহার অভ্যন্তর ভাগ কি প্রকার জানিতে বাসনা বলিয়াই এখানে প্রবেশ করিয়াছি।"

মৌলভিসাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, এইমাত্র না আপনি বলিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের এ দুর্দ্দশা কেন? মুসলমান ধর্ম্ম কি, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা কেন? ধর্ম্ম কি পৃথক্? ধর্ম্ম যাহা অনাদি, অনশ্বর—এবং সর্ব্ব বর্ণের, সর্ব্ব আশ্রমের সমান। ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম—তাহাতে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন নাই।"

গ। কেন মহাশয়, শুনিয়াছি, আপনারা বলেন, হিন্দুরা কাফের,—হিন্দু ধর্ম্ম হেয়তায় পূর্ণ—হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তাহার আত্মার অগতি অবশ্যম্ভাবি।

বৃদ্ধ মৌলভিসাহেব পুনরপি হাসিলেন। সে হাসিতে উদারতা, পবিত্রতা বিকীর্ণ হইল। বলিলেন,—"শোন ঠাকুর, যাহারা যথার্থ শাস্ত্রদর্শী—যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ—তা কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই কাহারও ধর্ম্মের নিন্দা করে না। তবে যাহারা প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা জানে না,—কেবল ধর্ম্মাঙ্গ কার্য্য গুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়াই জানে,—তাহারাই ঐরূপ বাদ-বিসম্বাদ করিয়া থাকে।"

গ। সে ধর্ম্ম কি?

মৌ। জীব মাত্রেই দুঃখের অধীন,—সুখ চাহিলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্যান্তিক দুঃখ নিবারণ ও আত্যান্তিক সুখ প্রাপ্তিই ধর্ম্ম।

গ। কথাটা যেন হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট শুনিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে।

মৌ। শাস্ত্রে সবই এক। তবে যে দেশে যাহাদের বাস, যে কর্ম্ম যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের উপাসনা ও খাদ্যাখাদ্য প্রভেদ মাত্র।

গ। আপনি বলিয়াছিলেন,—আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও আত্যন্তিক সুখলাভই ধর্ম্ম। তাহা কি উপায়ে হইতে পারে?

মৌ। চিত্তশুদ্ধি হইলে।

গ। তাহা হইলে কি হয়?

মৌ। শুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। তখন মানব বুঝিতেপারে, পার্থিব সুখ-দুঃখ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়ই যখন বিনশ্বর, তখন সুখ-দুঃখও বিনশ্বর,—পার্থিব সুখ-দুঃখে আকাঙ্ক্ষা গেলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ হয়। খোদাতালা তখন আপনার—তিনি আনন্দময়। অগ্নি সংস্পর্শে কাষ্ঠও অগ্নি হইয়া যায়—আনন্দময়ের সান্নিধ্য বশতঃ নিরানন্দ দূর হয়। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলা যায়,—চিত্ত যখন অবিশুদ্ধ তখন মলিন। মলিন দর্পণের নিকটে জবাফুল থাকিলে, তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণে পড়ে না। কিন্তু সেই দর্পণ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিলে, জবাকুলের লোহিত রাগ দর্পণে ভাসিয়া উঠে। আমরা অবিশুদ্ধ চিত্ত মানব—আমরা পার্থিব সুখ দুঃখের অধীন,—আনন্দময় নিকটে থাকিয়াও এ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না। যখনই চিত্তশুদ্ধ হয়, তখনই তাঁহার আনন্দ-কিরণ ফুটিয়া উঠে। চিত্ত আনন্দময় হয়।

গ। যদি সর্ব্বধর্ম্ম এক,—তবে মুসলমানে হিন্দুর অন্ন-জল ব্যবহার করে না কেন? হিন্দুই বা মুসলমানের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি ভক্ষণ করে না কেন?

মৌ। সাধনভেদে যখন খাদ্য ভেদ, তখন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ পরস্পর পরস্পরের দ্রব্য আহার করিবে কেন ?

গ। আপনি বলিয়াছেন, ধর্ম্ম এক ?

মৌ। যখন বাহিরের খোসাভূষি ছাড়িয়া মানব শুদ্ধচিত্ত হইবে—তখন সমস্ত মানব একধর্ম্মী, এককর্ম্মী। তখন সকলে মিলিয়া একপাত্রে আহার করিতে পারিবে। কোলাকুলি করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে।

গ। আপনার মত মৌলভি মুসলমান সমাজে কয়জন আছেন, মহাশয় ?

মৌ। কেন,—সে কথা কেন ?

গ। এরূপ ধর্ম্মমত—এরূপ উদার উপদেশ মুসলমানধর্ম্মে আছে লোকে ইহা জানে না।

মৌ। আমার মত—এবং আমার শত শত গুরু আছেন।

গ। কিন্তু লোকে দেখিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মৌ। লোকে কি দেখিতেছে ?

গ। লোকে দেখিতেছে, মুসলমান ধর্ম্ম রাক্ষসের সাজ পরিয়া হিন্দুধর্ম্ম বিনাশের জন্য রক্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া ফিরিতেছে।

মৌ। তাহার কারণ আছে।

গ। কি কারণ।

মৌ। জগতে যত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, সকল ধর্ম্মই এক একবার রাজধর্ম্ম হইয়া থাকে,—যখন যে ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম হয়, তখন তাহা প্রবলতেজে মানবসমাজে বিচরণ করে,—এইরূপে সকল ধর্ম্ম মানবসমাজে ফিরিয়া বেড়াইবে।

গ। তাহাতে কি ফল হয় ?

আসিতেছিল, গদাধর শর্ম্মা তাহাদিগেরই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, উহার মধ্যে কি হইতেছে?"

সে লোকটি উত্তর করিল, "একটা লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে পড়িয়া গিয়াছে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ছুটিতেছে।"

গদাধর শর্ম্মা ভিড় ঠেলিয়া—জনতাভেদ করিয়া সেই লোকটির নিকটে উপস্থিত হইলেন।

লোকটিকে দেখিয়া গদাধর শর্ম্মা চমকিয়া উঠিলেন। এ যে চেনা মুখ!

লোকটির তখন জ্ঞান ছিল না। সে হতচৈতন্য—তখনও রাস্তার উপরে পড়িয়া আছে। কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না,—এক ব্যক্তি একটা ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া দূর হইতে তাহার চোখে মুখে ঢালিয়া দিতেছিল।

গদাধর শর্ম্মা বলিলেন,—"লোকটিকে তুলিয়া ভাল জায়গায় না লইলে, এবং উপযুক্ত রূপে শুশ্রূষা না করিলে বাঁচিবে না। এখানে এত লোক থাকিতে, কেহই তাহা করিতেছেন না কেন?"

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন উত্তর করিল,—"কে উহাকে ছুঁইতে যাইবে?"

গ। কেন? ছুইলে কি হইবে? উহাকে ত মুসলমান বলিয়া বোধ হইতেছে,—মুসলমান এখানে অনেক আছেন।

একজন মুসলমান উত্তর করিলেন,—"ঐ ব্যক্তির পরণ-পরিচ্ছদ মুসলমানের বটে, কিন্তু আসল মুসলমান নয়।"

গ। তবে কি?

মু। ও হিন্দু ছিল,—তারপরে মুসলমান হয়।

গ। তবেত মুসলমান ;—যখন যে কোন জাতি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই সে মুসলমান হয়, তখন আপনারা উহাকে স্পর্শ করিতেছেন না কেন? আহা,—শুশ্রূষা না করিলে ও নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে।

মু। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই যে ভাল মুসলমান হয়, তাহা নহে। ধর্ম্ম প্রতিপালনে মুসলমান হয়।

গ। উনি ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন না?

মু। তাহা হইলে কি উহার ঐ দশা ঘটিত?

গ। কেন ঐ ব্যক্তি কি করিয়াছে?

মু। মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ঐ ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করিতে পারে নাই। মদ খাইয়া একরূপ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে—এই মাত্র মদ খাইয়া যাইতেছিল—অত্যধিক মাতাল হওয়ায় পড়িয়া গিয়া ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে।

গ। কোন হিন্দুতেও বোধ হয় উহাকে স্পর্শ করিবে না?

একজন হিন্দু বলিল,—"যে স্বধর্ম্মত্যাগী, সে মহাপাপিষ্ঠ—কে তাহাকে স্পর্শ করিবে?"

তখন গদাধর শর্ম্মা বলিলেন—"বিপন্ন ব্যক্তি মাত্রেই মানুষের রক্ষণীয়। যে ধর্ম্মের এবং যেরূপ চরিত্রেরই লোক যখন বিপন্ন, তখন সকলেরই কৃপার পাত্র। তোমরা একটু জল আনিয়া দাও,—আমি উহাকে ছুঁইয়া চোখে মুখে জল দিয়া দিতেছি।"

যে ব্যক্তি ঘটী করিয়া জল আনিয়া দূর হইতে সেই হত-চৈতন্য ব্যক্তির চোখে মুখে জল দিতেছিল,—সে ঘটীটা লইয়া

গ। কোথায় তা আমি জানি না—আমি বিদেশী, এস্থানের নাম জানি না। একটা বাড়ীর বারেন্দায়—বাড়ীটি কাহার তাও জানি না। রাস্তায় পড়িয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া গিয়াছিল—অজ্ঞান হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিলে,—ধরাধরি করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। তোমার বাড়ী কোথায়? সেখানে যাইবার উপায় কি?

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমার বাড়ী? আমার বাড়ী নাই—স্রোতে ভাসা কুটার মত জগৎ-স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।"

গ। থাক কোথায়?

সে ব্যক্তি বলিল,—"এই সহরের উত্তর প্রান্তে একটা অতি অপরিষ্কার ও দরিদ্র পল্লী আছে,—সেই খানে।"

গ। তোমার বোধ হয় হাঁটিবার শক্তি নাই;—আমি বিদেশী আমারও কোন নিজের স্থান নাই। এক্ষণে তোমায় এই রাস্তার ধারে অনাবৃত স্থানে কি করিয়া রাখিয়া যাইব?

ব্য। আহা মহাশয়, আমায় আবার পথের ধার—আর অনাবৃত স্থান!

গ। বুঝিয়াছি,—এখন গাড়ী করিয়া তোমার বাশায় তোমাকে পঁহুছইয়া দিলে, গাড়ীর ভাড়া দিতে পারিবে ত?

ব্য। কোথায় যাইব? আমার শূল ব্যাথা হইয়াছে,—ভাল কাজ কর্ম্ম করিতে পারি না। যে দিন ব্যাথা না ধরে, সেই দিন কুলির কাজ করিতে যাই—দু'আনা চারি আনা যা পাই,—তাই দিয়া মদ খাই। ভাত সকল দিন যোটে না।

গ। শুনিলাম তুমি আগে হিন্দু ছিলে।

ব্য। ছিলাম—হিন্দু কুলাঙ্গার ছিলাম—তাই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই মহাপাপে এ তাপ সহ্য করিতেছি।

গ। কেন মুসলমানেরা তোমায় ভাল চাকুরী দেন নাই?

ব্য। না মহাশয়। আমি লেখা-পড়া ভাল জানি না। জানিতাম লড়াই করিতে—কিন্তু ইহাঁরা বিশ্বাস করেন না বলিয়া সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

গ। কেন অনেক হিন্দু কর্ম্মচারীও ত সৈন্যগণ মধ্যে আছে?

ব্য। আছে, কিন্তু স্বধর্ম্মত্যাগীকে বিশ্বাস করেন না।

গ। তোমার মিছে কথা। অনেক লোক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাদসাহ-সরকারে সামরিক বিভাগে চাকুরী পাইয়াছে।

ব্য। আমি স্বদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলাম,—ইহাঁদের মতে স্বদেশদ্রোহীকে বিশ্বাস করিতে নাই।

গ। অনেক স্বদেশদ্রোহীও পুরস্কার স্বরূপে বাদশাহ সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, বলিয়া শোনা যায়।

ব্য। আমীর মীর জুমলা এখন প্রধান সেনাপতি—তিনি স্বদেশ, স্বজাতিও স্বধর্ম্মদ্রোহীকে দুই চক্ষুর বিষ দেখেন।

গ। এখন কি স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্য তোমার অনুতাপ হয়?

ব্য। সেকথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ভাবিতে ভাবিতে শূল ব্যাথা জন্মিয়া গিয়াছে।

গ। ভাল, তোমার যখন শূল ব্যাথা আছে—আর আর্থিক

অবস্থাও ভাল নহে ; তখন কেন মদ্যপান কর ? উহাতে তোমার স্বাস্থ্য ও অর্থ উভয়ই নষ্ট হয়।

বা। স্বাস্থ্য ও অর্থ কি আমার আছে যে, নষ্ট হইবে ? কেন মদ খাই ?—কে বুঝিবে কেন মদ খাই,—স্বদেশ, স্বজাতিও স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ জ্বলিয়া যায়। আত্মকৃত মহাপাতকের জন্য প্রাণ পুড়িয়া যায়। মহারাজা বিজয়চাঁদ সিংহের অপঘাত মৃত্যুর জন্য প্রাণ বিদগ্ধ হয়। তাই মদ খাইয়া জ্বালা নিবারণ করি। কিন্তু মদে দু'দণ্ডের জন্য জ্ঞান নষ্ট হয়—দু'দণ্ড ভুলিয়া যাই। আবার জ্বালা দ্বিগুণ হয়।

তাহার গণ্ড বহিয়া জলধারা নির্গত হইল,—কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। গদাধর শর্ম্মাও আপন চক্ষুর জল মুছিয়া একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া সেই ব্যক্তিকে তাহাতে উঠাইয়া দিলেন,—এবং গাড়ী ভাড়া ও সাহায্যের জন্য তাহার হস্তে একটি আসরফি দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

গদাধর শর্ম্মা তাহাকে চিনিয়াছিলেন,—সে গণেশলাল। গণেশলাল কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তৎপরে আরও সাত আট দিবস দিল্লীতে অবস্থান করিয়া গদাধর শর্ম্মা যাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন, যাহা শুনিতে আসিয়াছিলেন,—তৎসমুদায় দেখিয়া শুনিয়া রাজমহলে ফিরিয়া গেলেন। পথে প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গিয়াছিল।

মনে পড়িল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্বপ্ন যে, নিতান্ত অমূলক চিন্তা মাত্র নহে,—অনেক স্বপ্ন যে, সত্যের আলেখ্য—তাহা ভবানীর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে স্বপ্নে যাহা দেখিল, তাহার কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না।—সে একান্তচিত্তে মহাশক্তি অপর্ণার চরণ-চিন্তা করিতে লাগিল।

পার্শ্বের জানেলা উন্মুক্ত ছিল। উন্মুক্ত জানেলা পথে এক চির পরিচিত কণ্ঠে মধুর স্বরে প্রভাত-গাথা গীত হইতেছিল। ভবানী স্তব্ধ কর্ণে সে গাথা শুনিতে লাগিল। গীত হইতেছিল.—

সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্য্যাদুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী॥
পিণাকধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপা।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতাচিতেঃ॥
সর্ব্বতন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দ স্বরূপিণী।
অনন্তা ভবানী ভব্যা ভব্যাভব্যসদাগতিঃ॥
শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।
সর্ব্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী॥
অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পটলাবতী।
পট্টাম্বরপরীধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী॥
অমেয়বিক্রমা ক্রূরা সুন্দরী সুরসুন্দরী।
বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মাতঙ্গ মুনিপূজিতা॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতিঃ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা।
বিমলা বহুলপ্রেমা সর্ব্ববাহনবাহনা॥

নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
সর্ব্বাসুরবিনাশা চ সর্ব্বদা নরঘাতিনী।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্ব্বাস্ত্রধারিণী তথা॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
কুমারী চৈব কন্যা চ কিশোরী যুবতী সতী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া ত্বং বৃদ্ধমাতা বলপ্রদা॥

সে স্তব গাথা শুনিয়া ভবানীর শরীর শিহরিল। স্বর তাহার পরিচিত,—কিন্তু গায়ককে দেখিতে পাইতেছিল না। এক দাসী আসিয়া বলিল,—"দয়াল সিংহ স্বদেশীদিগকে লইয়া বাহির হইবার আদেশ প্রার্থনা করিতেছে। আপনার পাল্কীও প্রস্তুত।"

ভবানী বলিল,—"হাঁ, আমি দয়াল সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। তুই ঐ জানেলার ধারে দাঁড়াইয়া শোন্‌ত, কে গান গাহিতেছে।"

দাসী জানেলার নিকটে গিয়া সে গান শুনিল। বলিল,—"কালিকানন্দ ঠাকুরের গলা বলিয়াই জ্ঞান হইতেছে।"

ভবানী বলিল,—"শীঘ্র ছুটিয়া যা। তাঁহাকে ডাকিয়া আমার আহ্নিক ঘরে লইয়া আয়। আমি দয়াল সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সেখানে গেলাম।"

দাসী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভবানী উঠিয়া আহ্নিকের ঘরে গমন করিল।

দয়াল সিংহ আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে সে ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল। ভবানীকে বলিল,—"দিদি, তবে স্বদেশসেবক

করিবে বলিয়া আপনি তাহা কঙ্করপূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। জাগ্রতাদেবীর পীঠ স্পর্শ করিলে মুসলমান ভস্ম হইত না কেন?

কা। তা হয় না।

ভ। কেন হয় না?

কা। দেব-দেবী হিংসুক নহেন। মানুষ রিপুর বশীভূত—দেবতা রিপুজয়ী, তাঁহারা কর্ম্মশক্তি—কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা যেমন শত্রুর অনিষ্ট করিয়া থাকি,—তাঁহারা তাহা করেন না। তাঁহারা কর্ম্মফলই প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্মফল একদিনে উপ্ত হয় না। বীজ যেমন সময়ে অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে,—কর্ম্মও তদ্রূপ সময়ে ফল প্রদান করিয়া থাকে। দেব মন্দির স্পর্শ করিতে করিতে কেহ ভস্মীভূত হয় না। সময়ে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভ। এক্ষণে আসিয়াছেন,—ভালই হইয়াছে। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আসিলে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইত না।

কা। সেই জন্যই এত শীঘ্র আমার আসা।

ভ। কি জন্য?

কা। তুমি বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র লইয়া সমরোদ্যোগ করিতেছ,—সেই জন্য।

ভ। আপনি সে সংবাদ কোথায় পাইলেন?

কা। আমি তোমার সংবাদ নিত্য পাইতাম।

ভ। আমার ভুল হইয়াছে—আপনি চিন্তাশক্তির প্রেরণা বলে বিশ্বের সংবাদ অবগত হইয়া থাকেন,—আপনি সংবাদ জানিবেন না কেন। এক্ষণে, আপনি ঐ সমর সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন?

সন্তান-সন্ততি হিন্দু-মুসলমানের সমান আত্মীয় হইবে। এখন হিন্দু-মুসলমানে যত ছাড়াছাড়ি,—ইহারা মুসলমান সমাজে উদয় হইলে তেমনি কোলাকুলি—মিশামিশি হইবে।

ভ। তাহাতে হিন্দুদের কি উপকার হইবে?

কা। হিন্দু-মুসলমান জৈন-বৌদ্ধ বলিয়া জগতে পার্থক্য থাকিবে না। ভ্রাতৃ-তন্ত্রের মহান্ শান্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার বীজ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ প্রোথিত করিয়াছেন।

ভ। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অধিকন্তু কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভারতের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—সে ক্ষতিপূরণ আর কোন কালে হইবে না। সে ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা—সে রুদ্রবাণ, ব্রহ্মবাণ, সে পাশুপাতাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, সে সম্মোহন উচ্চাটন,—সে বিমানগামী রথ,—সে সকলের শিক্ষা-দীক্ষা কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সকল শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে ভারত আজি পরপদানত হইত না—মুসলমান—অনার্য্য আসিয়া আর্য্যগণকে দলিত করিতে পারিত না। হিন্দু বাহুবলে সমগ্র জগৎ শাসিত করিয়াছেন,—আর আজ হিন্দু বিদেশীর করে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও বিদলিত।

কা। মুসলমান নামে এত ঘৃণা কেন? ছি ছি ভবানী, মুসলমান আমাদের এক রক্তে উদ্ভূত ভ্রাতা। মানব মাত্রেই মানবের ভাই। মুসলমানে হিন্দুকে ঘৃণা করে—হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করে, ইহা নিতান্ত অন্যায়। আর কিছু দিন পরেই হিন্দু মুসলমানে এক হইয়া কোলাকুলি করিতে হইবে। এক সুখ-দুঃখে জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে।

ভ। মুসলমানও কি আর্য্যজাতি ?

কা। তুমি বোধ হয় মানবেতিহাসের কোন কথারই আলোচনা কর নাই। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

"যে সনাতন জীবাত্মা আজ জীবলোকে জীবনামে ব্যক্ত,—ইহা আমারই অংশ, এবং শরীরস্থ হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ইহ সংসারে বিচরণ করে।"

অতএব জীব সকলেই এক আনন্দের বিকাশ। জীব জগতে আসে সেই আনন্দ লাভের জন্য। মুসলমান অনার্য্য নহে—হিন্দু-মুসলমান এক রক্তেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক প্রবাহেই উভয়ের জন্ম। তবে যে রক্তা-রক্তির বিষম কোলাহল তাহার উদ্দেশ্য শক্তির আগমন। মুসলমান শক্তি হিন্দুতে আগমন. হিন্দুশক্তি মুসলমানে গমন। দুই খণ্ড মেঘ গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া যখন এক হয়, তখন তাহাদের ঘর্ষণে ভয়ঙ্কর শব্দ, ও বজ্রাগ্নির বিকাশ হয়, কিন্তু অবশেষে মিশিয়া জলধারায় পৃথিবীর বক্ষ শীতল করে। পৃথিবীতে জাতিগত যে একটা ভেদ আছে—বর্ণগত যে পার্থক্য আছে,—তাহা বিদূরিত হইবে। পৃথিবীর কোন্ কোণে কোন্ জাতি বসতি করিত, কেহ তাহার সন্ধানও জানিত না—কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম ধর্ম্মের মহাবীজ প্রোথিত করিয়াছেন—সেই বীজে অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই, এখন সকল দেশের, সকল বর্ণ এই ভারত-ক্ষেত্রে একত্রে মিশিতে সক্ষম হইতেছে। এই ভারত মহাধর্ম্ম-

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর দ্বারে উপস্থিত।"

ভবানী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিল, এবং আসনে উপবেশন করাইয়া নিজে মেঝ্যের উপরে বসিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন বলি শোন। প্রথম কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের বীজ স্বরূপ,—এবং তিনিই ঐ মহাসমরের নেতা। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য কি, একথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। তুমি বলিয়াছ—এবং তোমার মত অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদিগের তথা ভারতবর্ষের যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কখনও পূরণ হইবে কি না. সন্দেহ!"

ভ। তা অনেকেই বলে, আমারও বিশ্বাস বা ধারণা সেইরূপ।

কা। সে ধারণা ভুল। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণেশ্বর। তিনি স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তিনি হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও তেমনি বা অন্যান্য জাতিরও তেমনি। কাহারও পতন, কাহারও উত্থান, তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি পক্ষপাতী নহেন,—তবে একটা ষড়যন্ত্র করিয়া—একটা প্রকাণ্ড লড়াই বাধাইয়া ভারতের বল, ভারতের দৈবী রণবিদ্যা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন কেন?

ভ। আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

কা। ভগবানের পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণাবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যং কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥

"আমি সকল ভূতেই আত্মরূপে অবস্থিত। যে ব্যক্তি সেই ভূতের অবজ্ঞা করে, এবং আমাকে প্রতিমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করে, তাহার অর্চ্চনাই বৃথা। সে অর্চ্চনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।"

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বাঽর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

"সকল ভূতে আত্মরূপে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে কেবল মাত্র ভস্মে ঘি ঢালে। জীবের উপেক্ষা করিলেই আমার উপেক্ষা করা হয়।"

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

"মানগর্ব্বিত, ভিন্নদর্শী যে ব্যক্তি পরের শরীরে আমার দ্বেষ করে, ভূতের প্রতি বৈরভাবাপন্ন সেই ব্যক্তির মন শান্তি লাভ করে না। ভূতের দ্বেষই আমার দ্বেষ।"

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াঽনঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥

"যদি কেহ ভূতগ্রামের আবমাননা করিয়া উচ্চাবচ দ্রব্য দ্বারা আমার প্রতিমার অর্চ্চনা করে, সে অর্চ্চনা দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হই না। জীবের অবমাননা করিলেই আমার অবমাননা করা হইল।"

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

"প্রতিমাদিতে সেই কাল পর্য্যন্ত আমার অর্চ্চনা করিবে, যে কাল পর্য্যন্ত আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে।"

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

"যে ব্যক্তি আপনার ও পরের মধ্যে অতি অল্পমাত্রও ভেদ করে, সেই ভিন্নদর্শী লোকের জন্য আমি মৃত্যুরূপী হইয়া উগ্রভয় উৎপাদন করি।"

এই নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া ভক্ত মুক্তিবাদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাহার প্রতি জীবে ভগবানের উপলব্ধি করিয়া জীবের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন। এবং যখন ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন; তখন ঈশ্বরের পরাশক্তি হইয়া তাঁহারা জীবের জন্য সেই শক্তির নিত্য সঞ্চার করেন।

নির্গুণ ভক্তিই প্রেমধর্ম্মের প্রথম অধিকার। যেখানে দেখিবে, কপাল যুড়িয়া—সর্ব্বাঙ্গ যুড়িয়া তিলক-কাটা, সেখানে দেখিবে মোটা মোটা মালা, বিগ্রহসেবার বিপুল ঘটা,—কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ অর্থের জন্য দাগাবাজি, কামের সেবা, গুরুলোকের অপমান—সেই খানেই জানিবে ভক্তির অপব্যবহার। যেখানে দেখিবে প্রতিমাতে শ্রদ্ধা—ততোধিক মানুষিক প্রতিমার আদর,—ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি,—বিনারক্তে আত্মবলি,—বাহ্য ঘটা নাই, কপট আড়ম্বর নাই—কিন্তু সকলের সহিত অকৃত্রিম অকপট প্রণয়, সকলের মঙ্গলেচ্ছা—সেই খানেই ভক্তির সুসংযোগ। ভ্রাতৃ-ভাব ও ভালবাসা নির্গুণ ভক্তির প্রধান অঙ্গ।

সকাম সগুণ ভক্তিতে নিজের মুক্তি কামনা থাকে। নিষ্কাম নির্গুণ ভক্তিতে নিজের সম্বন্ধে কোন বাসনাই থাকে না। ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্ত কৈতব জ্ঞান করেন।

এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভক্তিযোগের একমাত্র অধিকার। যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা নাই, সেখানে ভক্তিও নাই।

এই ভালবাসা বৃত্তি গাঢ় ও ঘন হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একত্রীভূত হয়। অর্থাৎ সকল জীবে ভগবানের যে অংশ, তাহা ভক্তের মনে একীভূত হইলে এক ভগবানই সেই ভালবাসার আধার হন। এবং সকল জীব ভগবানে অন্তর্ভূত হয়। তখন আর জীব থাকে না। কেবলমাত্র ভগবানের জ্ঞান থাকে। ভগবানকে ভালবাসিয়া জীব আত্মহারা হয়।

জগতে এই প্রেম-ভক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করাই পূর্ণতম ভগবানের আবির্ভূত হইবার কারণ। ব্রজধামে স্বজনের সহিত ইহার লীলা করিয়া--জীবে আদর্শ দেখাইয়া কুরুক্ষেত্র সমরে জগতের শান্তিবীজ রোপণ করিয়াছিলেন।

দৈবী অস্ত্র—যাহাদ্বারা অর্জ্জুনাদি অমানুষিক কাণ্ড সংঘটন করিয়া পৃথিবীতে রক্ত-কোলাহল তুলিয়াছিলেন,—তাহার শিক্ষা-দীক্ষা চিরতরে বিস্মৃতির জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যেখানে রাজশক্তির আসুরি ভাব ছিল, তাহা কুরুক্ষেত্রে নিবিয়া গেল। অবশিষ্ট পরীক্ষিতের ক্ষত্রিয়তেজ তক্ষকের বিষে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

জগতে ভ্রাতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রকৃতিদেবী তাঁহার সন্তানদিগকে রক্তরাজ্যের সীমা হইতে টানিয়া লইয়া শান্তির সুখ নিকেতনে বসাইবেন। তাই ধ্বংসের মুখে উন্নতির দিকে

করতোয়ার গভীর জলে উহা ফেলিয়া দিয়া, মাতৃ-চরণ-ধ্যানে জীবনাতিবাহিত কর।

ভ। আপনি?

কা। আমি যেখানে গিয়াছি, সেই স্থানেই থাকিব।

ভ। আমি?

কা। তুমি অপর্ণাদেবীর পীঠ-গহ্বর উন্মুক্ত করিয়া মন্দির নির্ম্মান করিয়া দাও—এবং মায়ের পূজার্চ্চনায় দিনাতিপাত কর। আমি আর অপেক্ষা করিব না,—এখনই চলিয়া যাইব।

ভ। তবে কি মহাশক্তি বিসর্জ্জন দিব?

কা। আমার যাহা বক্তব্য ছিল, বলিলাম,—এক্ষণে তোমার বিজ্ঞান-বুদ্ধিবলে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

কালিকানন্দ ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মস্তকের জটাজাল চরণ-চুম্বন করিল। ভবানী প্রণাম করিল—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

কালিকানন্দ ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালিকানন্দ ঠাকুর চলিয়া গেলেন। ভবানীর তখনও কথা শুনিয়া প্রাণের আশা মিটে নাই,—বলিবার অনেক ছিল বলা হয় নাই—শুনিবার অনেক ছিল শোনা হয় নাই। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেন,—বাধা দিতে ইচ্ছা করিয়াও বাধা দিতে পারে

নাই। এখন ভবানী কি করিবে? তাহার সাধন-লব্ধ মহাশক্তি কি সত্য সত্যই করতোয়ার গভীরজলে ভাসাইয়া দিবে। শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও কি স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিবে না?

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল,—"দয়ালসিংহ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এখন দেখা করিবার অবকাশ আছে কি?

ভবানী উঠিয়া গেল। তাহার সমস্ত মুখে তখন চিন্তার চিহ্ন খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

দয়াল সিংহ বলিল,—"দিদি-ঠাকুরাণি, অদ্য কি আমাদের যাওয়া হইবে না?"

ভবানী উদাস নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"না, কখনও যাওয়া হইবে না।"

দ। কি বলিলে দিদি, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ভ। আমার গুরুদেবের আদেশে আমি সাধন-লব্ধ মহাশক্তি করতোয়ার জলে নিক্ষেপ করিব। মুসলমান আমার ভাই—জগদ্বাসী আমার ভাই—ভ্রাতৃ-রক্তে ধরা কলঙ্কিত করিব না।

দ। তাহারা যে হিন্দুর রক্তে পৃথিবী সিক্ত করিতেছে?

ভ। মহামায়ার তাহাই ইচ্ছা। মায়ের ইচ্ছায় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

দ। এই কথাই কি সত্য?

ভ। গুরু[illegible] বেদ বাক্য অপেক্ষাও সত্য।

দ। তুমি [illegible] কি করিবে?

ভ। [illegible] ষাণ উদ্ধার করত তাহারই সেবা করিয়া [illegible]

সের খাঁর সসৈন্যে বিনাশের কথা. কয়েকজন মুসলমানে যাহারা বাঁচিয়া দিল্লীতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছিল,---তাহারা সেখানে গিয়া বলিল—বজ্রাঘাতে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা যে কল্পনা-বলে সে কথা রটাইয়াছিল, তাহা নহে। ভবানীর মহাশক্তি মেঘ-মন্দ্রস্বরে সৈন্যের উপরে পড়িয়া বজ্রাগ্নির ন্যায়ই তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। ঐ কয়জন মুসলমান কার্য্যান্তরে দূরে ছিল,--দূর হইতে তাহা দেখিয়া বজ্রপাতে মৃত্যুর কথাই বলিয়াছিল।

বর্ষাপ্লাবিত ঘন-জঙ্গল সমাচ্ছাদিত নদীবহুল দেশে আর পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরণ করা বা সে দেশে একজন পৃথক্ শাসনকর্ত্তা রাখা ঔরঙ্গজেব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি জানিতেন, সে দেশ তখন তাঁহারই রাজ্যাধীন—একজন বাঙ্গালীকে সেদেশের জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন মুসলমান ঐতিহাসিক সের খাঁর মৃত্যু বজ্রাঘাতে হইয়াছিল বলিয়াই উল্লেখ করিয়া যান।

ভবানীর মঠে ভ্রাতৃ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। ক্ষুদ্রত্ব বিশালত্বে পরিণত হয়। যাহা ভবানীর ক্ষুদ্রমঠে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কালে তাহা বিশাল কায় ধারণ করিতে পারিবে না,— কে বলিল?

ভবানীপুর আছে, ভবানী নাই। ভবানীপুর আছে, ভবানীর মঠ নাই।

ভবানী, এস মা,—আমরা বড় দিশেহারা হইয়াছি। আমাদিগকে তোমার গুরূপদেশ বুঝাইয়া দাও। তোমার মঠ-মাহাত্ম্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া কৃতার্থ কর। আমরা ক্ষুদ্র-জ্ঞানহীন, প্রহেলী-লীলা বুঝিতে অক্ষম।